গৌরবের আড়াইহাজার

প্রকাশকাল : ১০ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ

সম্পাদক ও প্রকাশক: সফুরউদ্দিন প্রভাত

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ
আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু
ডা. সায়মা ইসলাম ইভা

গ্রন্থস্বত্ব : সম্পাদক

কম্পিউটার কম্পোজ : সফুরউদ্দিন প্রভাত

যোগাযোগ : ছোট বিনাইরচর, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ। ফোন : ০১৭১৩৫০৪৪৪১,
মেইল : msprovat@gmail.com

মুদ্রণ : ....প্রিন্টিং প্রেস, ...ঢাকা-১০০০।

প্রাপ্তি স্থান : উপজেলার অভিজাত লাইব্রেরী।

মূল্য : ৩৯৯ ৳ $ 5.1

Gourober Araihazar by Safruddin Provat
Prokash : 10 March 2016 Price Tk : 399 BDT, $ 5.1

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু
মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য
নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার উপজেলা)

"অবিসংবাদিত এই মহান নেতার সুযোগ্য, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আড়াইহাজার উপজেলায় সর্বত্র বিগত ৭ বছরে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমরা এই উন্নয়নের মহানায়ক আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু ও তাঁর পরিবারের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।"

মুখবন্ধ

দীর্ঘ তিন বছরের দিনরাত কঠোর পরিশ্রম ও অবিরাম সাধনা এই বইখানি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আজ সার্থক হলো।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে আজ বাংলাদেশের সকল উপজেলাকে অনেক পেছনে ফেলে কে আড়াইহাজারকে উন্নতির উচ্চ শিখরে অবস্থান করে নিয়ে গেছেন। বিগত সাত বছরে দুই হাজার কোটি টাকার রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে পূর্বেকার গ্রামীণ অবকাঠামোর খোলনলচে বদলের নিপুণ কারিগরটি আর কেউ নন আড়াইহাজরের কৃতি সন্তান ও সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

এজন্য মহান আল্লাহ পাকের দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। সৃষ্টির প্রতি, আবিষ্কারের প্রতি মানুষের যে প্রবল আকর্ষণ, নেশা ও আনন্দ সেই সহজাত প্রবৃত্তিই আমাকে এই বিশাল কলেরবের বহুল তথ্য সমৃদ্ধ বই খানি নিজের মেধা মনন খাটিয়ে প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আজ সত্যিই আমি আনন্দের জোয়ারে ভাসছি। উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, ইতিহাস, ঐহিত্য, জীবনালেখ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতা, বিনোদন ইত্যাদি বহুমাত্রিক বিষয়াবলীর সমন্বয়ে রচিত ‘গৌরবের আড়াইহাজার’ বইটি আগ্রহী পাঠকের চিত্ত ও মনের খোরাক মিটাবে বলে আমার বিশ্বাস। বইটি রচনায় বর্তমান আড়াইহাজারের উন্নয়ন,অগ্রগতি ও সমৃদ্ধকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এক সময়ের অবহেলিত,

অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ, উন্নয়ন বঞ্চিত এই আড়াইহাজার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এই পাঁচটি ক্ষেত্রেই আজ ঈর্ষণীয় মাত্রায় উপরে স্থান করে নিয়ে আধুনিক আড়াইহাজারে পরিণত হয়েছে- তারই তথ্য উপাত্তের পরিসংখ্যান এবং স্বচিত্র ব্যাখ্যা বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে আজ বাংলাদেশের সকল উপজেলাকে অনেক পেছনে ফেলে কে আড়াইহাজারকে উন্নতির উচ্চ শিখরে অবস্থান করে নিয়ে গেছেন। বিগত সাত বছরে দুই হাজার কোটি টাকার রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে পূর্বেকার গ্রামীণ অবকাঠামোর খোলনলচে বদলের নিপুণ কারিগরটি আর কেউ নন আড়াইহাজরের কৃতি সন্তান ও সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের সুবিধাভোগী এই উপজেলার অধিবাসীরা মাটি ও মানুষের এই নিবেদিত প্রাণ অবিসংবাদিত নেতাকে ‘উন্নয়নের প্রাণ পুরুষ’ আখ্যা দিয়েছেন। নজরুল ইসলাম বাবু উন্নয়নের প্রশংসা করার ভাষা আমাদের জানা নেই। আমরা এটুকু জেনেছি যে, কারও প্রশংসা বা গুণকীর্তনের আশায় কিংবা কোন মোহে তিনি এসব করেননি। যে আড়াইহাজারের মানুষের পরম ভালোবাসা ও প্রত্যন্ত সমর্থন নিয়ে তিনি আজ মহান জাতীয় সংসদে এই এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সে জনপদের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকার থেকেই মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে চলেছেন। পুস্তকটিতে এই প্রথম নজরুল ইসলাম বাবু তাঁর শৈশব-কৈশোর, শিক্ষা ও রাজনীতি সর্বোপরি তাঁর সংগ্রামী জীবন তুলে ধরে আমাদের ধন্য করেছেন। যা পরবর্তী

আমরা এটুকু জেনেছি যে, কারও প্রশংসা বা গুণকীর্তনের আশায় কিংবা কোন মোহে তিনি এসব করেননি। যে আড়াইহাজারের মানুষের পরম ভালোবাসা ও প্রত্যন্ত সমর্থন নিয়ে তিনি আজ মহান জাতীয় সংসদে এই এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সে জনপদের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকার থেকেই মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে চলেছেন

প্রজন্মের কাছে অনুকরণীয় ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর সহধর্মিনী ডা. সায়মা ইসলাম ইভা ও ব্যক্তিগত সহকারী শাহ মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ তাঁকে নিয়ে কিছু স্মৃতি পাঠকদের জন্য শেয়ার করায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। নজরুল ইসলাম বাবুকে নিয়ে বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট ও পার্লামেন্ট জার্নাল এর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় আসাদুজ্জামান সম্রাট এর লেখা একটি বিশেষ কলাম বইটিতে সংযোজন করায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। উপজেলা পরিষদের সরকারী বিভিন্ন বিভাগ বিগত সাত (৭) বছরের বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ‘দিন বদলের বাংলাদেশ’- অঙ্গীকার বাস্তবায়নের যে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছে সে তথ্য সরবরাহ করে বইটিকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটিতে বিভিন্ন শিরোনামে রচিত উন্নয়ন কর্মকান্ড, জীবনালেখ্য, স্মৃতিচারণ, ঐতিহ্য, বিনোদন ইত্যাদির ধারাবাহিক সজ্জাবিন্যাস বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার, ভাষারীতি, শব্দের বানান, গুরুগাম্ভীর্য ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার, গুরুচন্ডালী ও বিশেষণের বাহুল্যতা পরিহারসহ বইটিতে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে মোহাম্মদ আবদুল কাদির, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। ‘দৈনিক সমকাল’ এ প্রকাশিত অসংখ্য প্রতিবেদন থেকে কয়েকটি প্রতিবেদন বইটিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এজন্য সমকাল পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সর্বাত্মক আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষা, বানানসহ মুদ্রণজনিত কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। এজন্য প্রিয় পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

পুস্তকটিতে এই প্রথম নজরুল ইসলাম বাবু তাঁর শৈশব-কৈশোর, শিক্ষা ও রাজনীতি সর্বোপরি তাঁর সংগ্রামী জীবন তুলে ধরে আমাদের ধন্য করেছেন। যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অনুকরণীয় ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে

সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সফুরউদ্দিন প্রভাত
সম্পাদক

সূচিপত্র

আমার স্বপ্নের আড়াইহাজার ১২
আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে মানুষের কল্যাণে... ১৮
আসাদুজ্জামান সম্রাট

উন্নয়নের প্রাণ পুরুষ ২০
সফুরউদ্দিন প্রভাত

আমার অহংকার ১৫
ডা. সায়মা ইসলাম ইভা

উন্নয়ন রাজনীতির জীবন্ত কিংবদন্তী ১৫

মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন হাজারো বছর ধরে ১৫
শাহ মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ

সংসদে নজরুল ইসলাম বাবু ১৫

গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ ১৫

স্বপ্ন সম্ভাবনার নতুন আড়াইহাজার ১৫

চিত্তবিনোদনে আড়াইহাজার ১৫

হতদরিদ্রদের শেষ আশ্রয়স্থল আশ্রয়ণ প্রকল্প ১৫

একনজরে উন্নয়ন ১৫

সমকালে আড়াইহাজার

Avgvi ‡ci i AvovBnvRvi

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘসময় জমিদারী প্রথা চালু ছিল। সাধারণ প্রজা বিদ্বেষী ও নিপীড়নকারী জমিদারী প্রথার নিষ্পেষনে ও যাঁতাকলে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। রূপগঞ্জ, সোনারগাঁসহ আড়াইহাজার উপজেলার সাতগ্রাম ও দুপ্তারা ইউনিয়নেও অত্যাচারী জমিদার ও তাদের উত্তরসূরী ভুজপুরী দেশওয়ালী পেয়াদারেরা সাধারণ প্রজাদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন করে চলছিল। ওই সময় তারা প্রজাদের নতুন ঘর-বাড়ি নির্মাণ, পুকুর খনন, নিজেদের রোপণকৃত গাছের ডাল-পালা কাটার অধিকারও কেড়ে নিয়েছিল। ওই সময়ে পালা করে বেগার খাটতে বাধ্য করা হতো শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব এবং ছোট-বড় সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে। জমিদার বাড়ির চতুর্সীমা দিয়ে জুতা পায়ে হাঁটা, ছাতা মাথায় দেওয়া, সাইকেলে চড়া, উঁচু স্বরে কথা বলা, জমিতে কাজ করার সময় গান গাওয়া, জমিদার বংশের কারও সাথে কথা বলা এবং ছোট-খাটো যেকোন অপরাধেও গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হতো। সাধারণ মানুষের প্রতি জমিদার এবং তাদের পাইক পেয়াদের অন্যায় অবিচার, জুলুম-নির্যাতন আমার পিতামহ মাওলানা মফিজউদ্দিন আহম্মেদকে দারুনভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত করে। তিনি এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। তিনি রূপগঞ্জ, সোনারগাঁসহ সাতগ্রাম ও দুপ্তারা ইউনিয়নের কয়েক হাজার কৃষক নিয়ে একটি শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেছিলেন। তিনি অত্যাচারী জমিদার দয়ামোহন চৌধুরাণীসহ অন্যান্য হিন্দু জমিদার ও তার উত্তরসূরীদের সমূলে উৎখাত করে এই গুণী ব্যক্তি ইতিহাসে স্থান করে নেন। তিনি ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি একাধারে জ্ঞান সাধক, কামেল পীর ও হক্কানী আলেমেদ্বীন ছিলেন। তিনি এলাকায় মুসলিম জাগরণ বৃদ্ধি এবং ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দুপ্তারা মসজিদ, মাদ্রাসাসহ বাজবী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দুপ্তারা সেন্ট্রাল করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৩৫১ সালের ১২ পৌষ (বাংলা) মৃত্যুবরণের পূর্ব পর্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখে সার্বক্ষণিক পাশে থেকে তাঁর সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই মহামানুষটি পাঁচ ছেলে চার মেয়ের গর্বিত জনক ছিলেন। এদের মধ্যে ডা. হাবিবুর রহমান বিনা পয়সায় এলাকার মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. রেজাউর রহমান দুপ্তারা ইউনিয়নের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর আরেক ছেলে আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা মরহুম মোঃ সহিদুর রহমান সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। ঐতিহ্যবাহী এই পরিবারে জন্ম হওয়াটা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। পিতামহ, বাবা, চাচা এবং তাদের উত্তরসূরীদের নীতি নৈতিকতা, মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়ার মানসিকতা আমার জীবনেও দারুনভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শৈশব থেকেই সকলের সাথে মিলে মিশে থাকা এবং গরীব ও অসহায় মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদ আমাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে। স্কুল জীবনে সুযোগ পেলেই গরীব শিক্ষার্থীদের সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা করতাম। বাবা-মা দু'জনেই এক্ষেত্রে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পূর্ব পুরুষগণ যেখানে স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদান করে সাধারণ মানুষের সুখে দুঃখে বিপদে আপদে পাশে থেকে জনসেবাকে ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, সে পরিবারের রক্ত যে শিরা ধারায় প্রবাহিত সে পরিবারের উত্তরসূরী হিসেবে আমাকেও জনসেবা করার জন্য মহৎ কাজটি করতে ছোট বেলা থেকেই আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৭১ সালে যখন বঙ্গবন্ধুর ডাকে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন আমার বয়স ছিলো চার বছর। আমার বড় ভাই এস এম মাজহারুল হক মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার মত বয়স না থাকায় বড় ভাই, চাচা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে আত্মত্যাগ ছিল তা নিয়ে সবসময়ই গর্ববোধ করি। স্কুল জীবন থেকেই রাজনীতি সচেতন ছিলাম, কোন অন্যায়-অবিচার চোখে পড়লে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" যখন প্রথম শুনি সেদিন থেকেই মহানায়ককে গভীর শ্রদ্ধায় ভালোবেসে ফেলি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়া ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতিতে স্কুল জীবনেই জড়িয়ে পড়ি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী পাঠ করে তাঁর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়ি এবং তিনি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত টুঙ্গীপাড়া থেকে যেভাবে উঠে এসে বিশ্ব দরবারে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এই মহান নেতার পথ অনুসরণ করে তাঁর আদর্শের একজন নিবেদিত প্রাণ সৈনিক হিসেবে আমার জন্মস্থান আড়াইহাজারকেও বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার সংকল্প কৈশোর থেকেই ছিল।

১৯৯০ সালে আমি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক। নব্বইয়ের এরশাদের সামরিক শাসনবিরোধী গণআন্দোলনে ওই সময় সম্মুখে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করি। এজন্য সামরিক সরকারের পেটোয়া পুলিশ বাহিনী আমাকে গ্রেফতার করে। নব্বইয়ের প্রবল গণআন্দোলনে স্বৈরশাসক এরশাদের পতন ঘটে। সাড়ে তিনমাস পর আমি তখন কারাগার থেকে মুক্তি পাই। আওয়ামীলীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৪ সালে আমাকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করেন।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অশালীন উস্কানিমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের ভীত আরও মজবুত করার জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করি। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করেন। এই পদে থেকে আমি বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন এই ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও গৌরবগাঁথা তুলে ধরি।

২০০১ সালে বিএনপির জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটতে থাকে এবং অপরদিকে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের উপর দমন নিপীড়নসহ বিভিন্ন জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ড করতে থাকে। ওই সময় বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের সকল জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ সোচ্চার হয়ে উঠে। এতে খালেদা জিয়া সরকারের ভীত কেঁপে উঠে।

২০০২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার, ঈদের দিন। তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা'র সুধাসদনের বাসা থেকে ওই দিন রাতে ঈদের শুভেচ্ছা

BCL leaders, arrested by Detective Police from the city's Dhanmondi area on Monday night, at the DB office on Tuesday. —Independent photo

বিনিময় শেষে ফেরার পথে রাতে ডিবি পুলিশ লিয়াকত শিকদার, রফিকুল ইসলাম কতোয়ালসহ ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতাদের সাথে আমাকেও গ্রেফতার করে।

একের পর এক মিথ্যা মামলায় কারাগারে আটকে রাখে। ডান্ডাবেড়ী পড়িয়ে আমাকে কেন্দ্রীয় কারাগারের পাঁচফুট বাই আড়াইফুট কক্ষের মধ্যে আটকে রাখে। এই অন্ধ কারাগারের প্রকোষ্ঠে কখন সূর্য উদয় হয় আর কখন সূর্য অস্ত যায় তা বোঝার কোন উপায় ছিলনা। কারাগারে এক বেলা দুইটি পাতলা রুটি আর অপর বেলা সামান্য ভাত আমাকে দেয়া হতো। রুটি খেতে খুব অভ্যস্ত ছিলাম না। সামান্য ভাত দু'বেলা ভাগ করে খেয়ে কোন রকমে জীবন রক্ষা করেছি। পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন জেলখানার দুর্বিষহ জীবন থেকে দ্রুত মুক্তি লাভ করতে পারি। এর মধ্যে জোট সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে বিদেশ যাওয়ার জন্য লোভনীয় প্রস্তাব দেয়। আমি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করায় তারা আমাকে ভৎর্সনা করে ও মানসিকভাবে আরো নির্যাতন বাড়িয়ে দেয়।

১০ ছাত্রলীগ নেতাকে একমাসের আটকাদেশ দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে

৩ মার্চ দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২,আজকের কাগজ

কারাগারে মাস তিনেক অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ একদিন গভীর রাতে জেলার আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। আমি আতঙ্কিত হয়ে জেগে উঠি। জেলার বললেন, বাবু আপনাকে এখান থেকে অন্য কারাগারে নেয়া হবে। আমি বললাম এ কারাগার হতে এত গভীর রাতে আমি অন্য কারাগারে কোনভাবেই স্থানান্তর হতে রাজি নই। কারণ আমি জানতাম, এ গভীর রাতে ফাঁসির আসামী ব্যতিত অন্যকোন মামলার আসামীকে এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা হয় না। তখন ক্রসফায়ারের নামে অনেক বিরোধী নেতাকর্মীদের মেরে ফেলা হতো অথবা চিরদিনের জন্য গুম করে ফেলে দেয়া হতো।

আমার ভাগ্যেও এই নির্মম পরিণতি লেখা আছে কিনা তা ভেবে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। এ অবস্থায় মনে হচ্ছিল মৃত্যুর যমদূত যেন একেবারে আমার ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কারাগারের জেলার নাছোড়বান্দা, আমাকে বলল উপরের নির্দেশ আছে এই মুহুর্তে আপনাকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করতেই হবে। আমি প্রচন্ড জোরে চিৎকার দিয়ে কারাগারে থাকা সকল কয়েদীদের ঘুম ভেঙ্গে দিয়ে ছিলাম, আমার ভয়ানক আর্তচিৎকারে সবাই হতভম্ব হয়ে পড়ল। আমি চিৎকার চেঁচামেচি করে বলতে লাগলাম, আপনারা শুনুন এই গভীর রাতে আমাকে এই কারাগার থেকে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক নিয়ে যাচ্ছে এবং হয়তো আজ রাতেই আমাকে মেরে গুম করে ফেলবে। আপনারা দয়া করে আমার পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনের নিকট আমার এই

করুন পরিণতির বিষয়টি জানিয়ে দিবেন তাহলে মরেও আমার আত্মা শান্তি পাবে। ওই রাতেই দীর্ঘসময় গাড়িতে করে আমাকে অন্য একটি কারাগারের আরও ছোট্ট ঘরে আটকে রাখে। ডান্ডাবেড়ী পরিহিত অবস্থায় নড়াচড়া ও নামাজ পড়া কত কষ্ট এখনও মাঝে মাঝে মনে হলে রাতে আর ঘুমাতে পারি না। নতুন কারাগারে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর কর্তব্যরত পুলিশের সাথে কথা বলে অবশেষে জানতে পারলাম আমি এখন মানিকগঞ্জ কারাগারে। মানিকগঞ্জ কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় এমন নিম্নমানের খাবার এবং ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত ঘোলা পানি সরবরাহ করা হতো তা ছিল খাওয়া ও পানের অযোগ্য যা দেখলে অনেক সময় বমি এসে যেত। রাতের সামান্য ভাত থেকে পানি দিয়ে সকালের জন্য রেখে দিতাম। সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখতাম

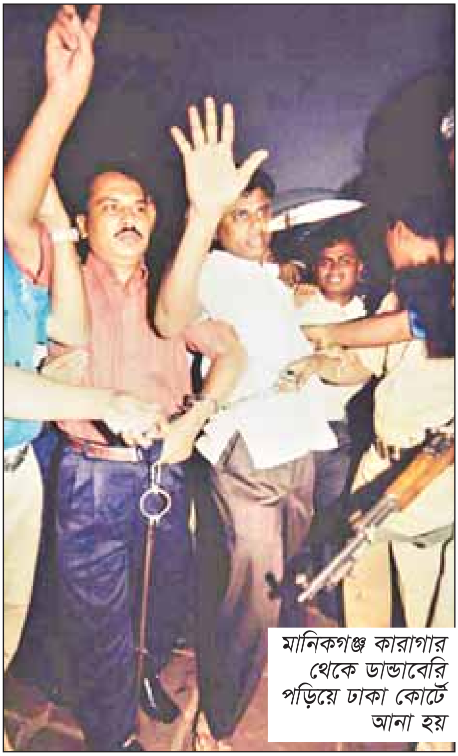

মানিকগঞ্জ কারাগার থেকে ডান্ডাবেরি পড়িয়ে ঢাকা কোর্টে আনা হয়

রাতের রেখে দেওয়া ভাতের বাটিতে কালো পিঁপড়ায় ভরে গেছে। আমি কালো পিপঁড়াগুলো সযত্নে সরিয়ে এই বাসি ভাত দিয়ে সকালে পেটে জামিন দিতাম। জেলখানার বাইরে থেকে আমার আত্মীয় পরিজন ও শুভাকাঙ্খীদের সরবরাহ করা কোন খাবার এবং জিনিসপত্র আমার নিকট পৌছানো হতো না-এভাবেই আমার জেলখানার দুর্বিষহ জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। আমি জেলে অন্তরীন থাকা অবস্থায় আমার প্রিয় গর্বের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কাউন্সিল ডাকা হয়। আমি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করি এবং কাউন্সিলরদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সমর্থনে আমি বিপুল ভোটে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। আমার প্রাণের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার খবরটি কারাগারে ওইদিন গভীর রাতে একটি চিরকুটে লিখে পাঠানো হয়। চিরকুটে লেখা ছিল আপনি ঐহিত্যবাহী সংগঠন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। চিরকুটটি পড়ে জেলের ছোট্ট কুটিরে আনন্দে চোখে অশ্রু চলে আসে। এদিকে জেলখানায় থাকা অবস্থায় জানতে পারি আমার মুক্তির দাবীতে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে পোস্টারে ছেয়ে গেছে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ রাজপথ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মিছিল মিটিংয়ের মাধ্যমে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। প্রায় **১১** মাস

কারাভোগের পর তীব্র আন্দোলনের মুখে জোট সরকার আমাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

অসুস্থ অবস্থায় সিকদার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই। সেখান থেকে ফিরে জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাত করি।

২০০২ সালে কারাগার থেকে মুক্তির পর অসুস্থ অবস্থায় সিকদার মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনা ওই মেডিকেলে আমাকে দেখতে যান

তিনি ছাত্রলীগের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে আরও শক্তিশালী করার জন্য দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। পরের দিন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার জিয়ারত করি। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার প্রদত্ত দিক নির্দেশনা নিয়ে সারা বাংলাদেশের ছাত্রলীগের অবস্থান আরও সুদৃঢ় ও মজবুত করার জন্য দিনরাত কাজ করি।

২১ আগস্ট ২০০৪, বোমা হামলার সেই ভয়াবহ দিনের কথা অনুভব করলে আজও শরীর শিউরে উঠে! সেদিন ছিল শনিবার, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এর সামনে আওয়ামীলীগের 'সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতি বিরোধী' সমাবেশ ছিল। তৎকালীন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জননেত্রী শেখ হাসি-না অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখবেন। তাই সকাল থেকেই কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের সরব উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। সে সমাবেশে যোগদানের উদ্দ্যেশ্যে আমি সকালেই বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে চলে আসি। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের একত্রিত করতে থাকি। আমি ট্রাকে বক্তৃতা শেষ করে আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তৃতা দেয়ার জন্য ট্রাকে উঠার সুযোগ করে দেই এবং ট্রাকের এক পাশে থেকে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে স্লোগান দিতে থাকি। সর্বশেষ বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য শুরু করেন। আমার নেতৃত্বে নেত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং জোট সরকার বিরোধী স্লোগান দেই। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'

বলে বক্তৃতা শেষ করে তাঁর হাতে থাকা একটি কাগজ ভাঁজ করতে করতে এগুচ্ছিলেন ট্রাক থেকে নামার সিঁড়ির কাছে। সময় তখন বিকেল ৫টা ২২ মিনিট। মুহূর্তের মধ্যেই শুরু হলো নারকীয় গ্রেনেড হামলা। বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হতে লাগল একের পর এক গ্রেনেড। মুহূর্তেই মৃত্যুপুরীতে পরিণত হলো জীবন্ত বঙ্গবন্ধু এভিনিউ। জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনাকে টার্গেট করে একের পর এক গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায় ঘাতকরা। ঘাতকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করে আওয়ামীলীগকে নেতৃত্ব শূন্য করে দেওয়া। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অসংখ্য গ্রেনেড বিস্ফোরণের বীভৎসতায় মুহূর্তেই রক্ত-মাংসের স্তূপে পরিণত হয় সমাবেশস্থল। বিষয়টি বুঝতে পেরে ট্রাকে অবস্থানরত আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সাথে তাৎক্ষণিক মানবঢাল রচনা করে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা হয় বঙ্গবন্ধু কন্যাকে। নেতা ও দেহরক্ষীদের আত্মত্যাগ ও মহান রাব্বুল আল-আমিনের অশেষ মেহেরবাণীতে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান জননেত্রী শেখ হাসিনা। বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলায় আমার পাশে থাকা মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আইভি রহমানসহ ২৪ জন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, জননেতা আমির হোসেন আমু, আব্দুর রাজ্জাক, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, ওবায়দুল কাদের, এডভোকেট সাহারা খাতুন, মোহাম্মদ হানিফ, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাথে আমিসহ আরো কয়েকশ' আওয়ামীলীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী আহত হন। ওই সময় প্রথমে অজ্ঞান অবস্থায় আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আমাকেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরে সি এম এইচ এ নেয়া হয়। সেখান থেকে সিকদার মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২০০৪ সালে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় আহত

অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য জননেতা ওবায়দুল কাদের, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, অজয় কর খোকন, পঙ্কজ দেবনাথসহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আমাকে ভারতে নেয়া হয়। ভারতে অপারেশন করে কয়েকটি প্লিন্টার বের করা সম্ভব হলেও অসংখ্য প্লিন্টার শরীরে রয়ে যায়। ভারত থেকে দেশে ফেরার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা লন্ডনে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। লন্ডনের অত্যাধুনিক হাসপাতালের চিকিৎসকরা মৃত্যু ঝুঁকি থাকার কারণে কয়েকটি প্লিন্টারের বেশী বের করতে পারেননি। এখনও শরীরে থাকা প্লিন্টারগুলো মাঝে মাঝে অসহনীয় যন্ত্রনা দেয়।

তারপরও মহান আল্লাহ রাব্বুল আল আমিনের অশেষ মেহেরবানীতে এবং অসংখ্য মানুষের ভালোবাসায় সেদিন মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসাটাই আমার জীবনে দ্বিতীয় পুনর্জন্ম বলে মনে করি।

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় এর শরীক দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আর্শীবাদে দেশে জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটে। চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রী এমপিসহ সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সীমাহীন অনিয়ম দুর্নীতি, জনবিরোধী কর্মকান্ড, জনগণের ভোটাধিকার হরণ, একুশে আগস্টের ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা ইত্যাদি নানাবিধ বিতর্কিত কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্টাগত হয়ে উঠে এবং সাধারণ মানুষ বিএনপি জোট সরকারের উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট বেগম খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে আপামর জনসাধারণকে সাথে নিয়ে এক তুমূল আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালে ১ নভেম্বর সেনা সমর্থিত ড. ফখরুদ্দিন আহমদ তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় বসে জরুরী অবস্থা জারি করেন এবং প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করে ও সীমিত পরিসরে ঘরোয়া রাজনীতি করার বিধান চালু করেন। দুর্নীতি মামলা রুজু করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের কারাবন্দী করে রাখে এবং অনেককে বিশেষ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে জেল জরিমানা করে। ওই সময়কালীন বিগ্রেডিয়ার বারী ক্যান্টনমেন্টে ডেকে আওয়ামীলীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের সিনিয়র নেতাদের মত আমাকেও একাধিকবার জননেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিবৃতি দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। এমনকি তারা বিবৃতি না দিলে তাদের টর্চার সেলে নিয়ে আমাকে নির্যাতন করার নানা হুমকী দমকিও দিতে থাকে। একদিন তাদের টর্চার সেলের সামনে নিয়ে আমাকে জননেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দিতে বলে এবং আমার চারিপাশে তারা রাইফেল তাক করে। আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললাম আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক, মরে গেলেও আমি আমার প্রিয় সংগঠন এবং জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসি-নার বিরুদ্ধে কোন স্টেটমেন্ট দিব না।

ড. ফখরুদ্দিন আহমদ এর নেতৃত্বাধীন তত্ত্বধায়ক সরকারের দুই বৎসর পুর্তিতে ২০০৮ সালে ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আমার রাজনৈতিক জীবনে এক বড় চ্যালেঞ্জ হলো ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ববর্তী কিছু সময়। ২০০৮ সালে আড়াইহাজার উপজেলা হতে আমিসহ অনেক প্রবীণ আওয়ামীলীগ নেতা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনী মাঠে নেমে পড়ি। ওই সময় আড়াইহাজারের তৃণমূল নেতৃত্ব জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের পক্ষ থেকে আমাকে বেছে নিয়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তৃণমূল নেতৃত্বের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সমর্থনের কারণে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমার উপর আস্থা রেখে

নারায়ণগঞ্জ-২ আসনে নৌকা প্রতীকে চূড়ান্ত মনোনয়ন প্রদান করেন। আমার উপর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে আস্থা প্রদর্শন করেন তা সফল করতে তৃণমূল নেতৃত্বকে সাথে নিয়ে আমি নির্বাচনী মাঠে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করি এবং আমাকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করলে আমি সবসময় মানুষের সুখে দুঃখে পাশে থাকব। আড়াইহাজারের আপামর জনসাধারণ আমার প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস রেখে ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে আমাকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করেন। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এই ৫ বছর সংসদ সদস্য থাকাকালীন সময়ে আড়াইহাজার উপজেলায় আমার নেতৃত্বে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অবকাঠামোতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। প্রত্যেকটি সেক্টরে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা করে ধারাবাহিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সকল কর্মসূচী ও পদক্ষেপ গ্রহণ করি। ২০১৪ সালে ৫ জানুয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জ-২ আসনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে নৌকা প্রতীকে দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে আপামর জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়ন ও মঙ্গলে কাজ করে চলছি।

শহীদ মঞ্জুর স্টেডিয়াম, ২৪ আগস্ট, ২০১৩

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনেক নেতাই আড়াইহাজারের জনপ্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়া, সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কয়জন পাশে ছিলেন এ এলাকার সাধারণ মানুষই বলতে পারবে। আমি সবসময় আমার দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকার থেকেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আমি সাধারণ মানুষের প্রথমে সেবক পরে নেতা।

শপথ নেয়ার পর থেকে অবহেলিত এই জনপদ আড়াইহাজারকে দেশে ও বর্হিবিশ্বে একটি সমৃদ্ব জনপদ হিসেবে তুলে ধরার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করছি। জননেত্রী শেখ হাসিনা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে দুইটি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান আড়াইহাজারবাসীকে উপহার দিয়ে চির ঋণী করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গণভবনে

রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ, নতুন ৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, হাইস্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিও ভুক্তিকরণ, একমাত্র সরকারী সফর আলী কলেজে অনার্স কোর্স চালু, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, হেলথ্ কমপ্লেক্স ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, কমিউনিটি সেন্টার ও আধুনিক ডাক বাংলো নির্মাণ, আশ্রয়ণ প্রকল্প, নদী শাসন কার্যক্রম, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় নতুন নতুন ভবন নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্থাপনাসহ অসংখ্য উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সুযোগ দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা আমাদের কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আড়াইহাজার ও রূপগঞ্জের কিছু অংশ নিয়ে রাজধানীর উপকণ্ঠে গ্রামীন পরিবেশে একটি পরিকল্পিত আধুনিক নগরী গড়ে তুলে তাকে সিটি করপোরেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন নিয়ে কাজ করছি। সিটি করপোরেশন হলে বিশ্বের যে কোন আধুনিক নগরীর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত হবে। মহান রাব্বুল আল আমিন জনগণের ভালোবাসার ও আর্শিবাদের কারণে আমাকে বারবার মৃত্যুর দুয়ার থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। জনগনের অকুণ্ঠ সমর্থন, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমার প্রতিটি কাজের সাফল্য এনে দিয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করতে সাহস যুগিয়েছে। খুব বেশী দূরে নয়, আমার স্বপ্নের আড়াইহাজার বিশ্বের বুকে উন্নত জনপদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। ❑

বিশেষ কলাম

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে মানুষের কল্যাণে...

আসাদুজ্জামান সম্রাট

মোঃ নজরুল ইসলাম বাবু

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে তৎকালীণ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসি-নাকে লক্ষ্য করে যে গ্রেনেড হামলা হয়েছিল তার মধ্যে গুরুতর আহতদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ভাগ্যের জোরে বেঁচে যাওয়া তৎকালীণ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সবচে' বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। ডান্ডাবেরি পড়িয়ে দিনের পর দিন আদালতে আনা হতো রিমান্ডের আবেদনের জন্য। রিমান্ডের নামে নির্যাতনের শিকার মানুষটি এখন রাজধানীর উপকণ্ঠের আড়াইহাজার উপজেলার মাটি ও মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। বিগত সময়ে ক্ষমতাসীনদের অত্যাচার, নির্যাতন, চাঁদাবাজিসহ নানা কারনে উদ্যোক্তারা যেখানে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করতে পারছিলেন না সেখানে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়াও একের পর এক উন্নয়ন করে আশপাশের উপজেলাগুলোর কাছে এখন উন্নয়নের মডেলে পরিণত হয়েছে। এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের সেবায় এতোটাই অন্ত:প্রাণ নজরুল ইসলাম বাবু চিকিৎসক স্ত্রী সায়মা আফরোজ ইভাকে নিজ এলাকায় পোস্টিং করিয়ে এলাকার মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও সক্রিয় নজরুল ইসলাম বাবু। তবে ফেসবুকে তার একাধিক প্রোফাইল ও গ্রুপ দেখা যায়। এর মধ্যে অনেকটির সঙ্গেই তার সম্পর্ক নেই। কোনো ভক্ত ছাত্রলীগ কর্মী তার নামে এ্যাকাউন্ট করে রেখেছেন। তবে Md. Nazrul Islam Babu নামে একটি পেইজ রয়েছে, যা তিনি নিজেই পরিচালনা করেন। এটাই তার ব্যবহৃত মূল এ্যাকাউন্ট। খুব একটা বেশি সময় না হলেও বর্তমানে ১২ হাজার ফেসবুক ব্যবহারকারী তার পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত রয়েছেন। প্রতিনিয়তই বাড়ছে সংযুক্ত মানুষের সংখ্যা। বাবু প্রায় সময়ই ফেসবুকে সংযুক্ত থাকেন, স্ট্যাটাস আপডেট করেন, ছবি পোস্ট করেন। যার বেশিরভাগ ছবিই নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন, বিভিন্ন সভা-সমাবেশের।

ছাত্র রাজনীতির সময় থেকেই নির্বাচনী এলাকার মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিলেন

জাতীয় সংসদ ভবনে প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতা বাণিজ্যমন্ত্রী জননেতা তোফায়েল আহমেদ এবং বন ও পরিবেশ উপমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল জ্যাকব এর সাথে নজরুল ইসলামের সাথে কথপোকথন

বাবু। সময়-সুযোগ পেলেই চলে যেতেন আড়াইহাজারের মানুষের কাছে। তাদের সুখ-দু:খের সঙ্গে থাকা মানুষটি যখন দলীয় মনোনয়ন নিয়ে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে যান, তখন তারা হতাশ করেননি। বিপুলভোটের ব্যবধানে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করেন। যার প্রতিদানও দেন এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন করে। রাজধানীর উপকণ্ঠে হওয়ায় ঢাকা থেকে সহসাই মন্ত্রীদের নিয়ে নিজ এলাকা দেখিয়েছেন, উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন, উন্নয়ন করেছেন। আর এ কারনেই ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত করেন এলাকাবাসী।

নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের দু'দুবারের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবুর একটি রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম হওয়ার সুবাদে একেবারে ছোটবেলা থেকেই রাজনীতির প্রাথমিক পাঠ পেয়েছেন। তার দাদা পীর এ কামেল মাওলানা মফিজউদ্দিন আহমেদ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি তৎকালীণ দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া করেছেন। তিনি অত্যাচারী জমিদার দয়ামোহন চৌধুরাণী ও ভুজপুরী দেশওয়ালী পেয়াদারের বিরুদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে আড়াইহাজার এলাকা থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন। তিনি একাধারে জ্ঞানসাধক, কামেল, পীর ও হাক্কানী আলেমেদ্বীন ছিলেন। বাবুর বাবা সহিদুর রহমানও ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে চাচা ডা. রেজাউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে নারায়ণগঞ্জে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কয়েকবার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে শিশুকাল থেকেই একটি রাজনৈতিক আবহে বাবু বেড়ে উঠেছেন। যার প্রভাব পড়েছে ছাত্রলীগের রাজনীতিতেও।

নজরুল ইসলাম বাবু লেখাপড়ার প্রথম পাঠ চুকিয়েছেন তার দাদার প্রতিষ্ঠিত বাজবি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। এরপর সেন্ট্রাল করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক শেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক করেন সোহরাওয়ার্দী কলেজে। প্রথমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও সবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স এবং

মাস্টার্স করেছেন। ছাত্ররাজনীতির শুরুর দিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার আগে বিভিন্ন সময়ে তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে কারান্তরীণ থাকাকালেই তিনি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এরশাদের পতন পরবর্তী গণতন্ত্রের পূনঃযাত্রার পরে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে বাবু দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি দু'দুবার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের একই নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন মঈন-ইকবাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহীম। যিনি বর্তমানে জাতীয় সংসদের হুইপের দায়িত্ব পালন করছেন। নজরুল ইসলাম বাবু নবম জাতীয় সংসদ থেকেই সংসদ কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে, জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষনীয় নোটিশ উত্থাপন ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপনে সক্রিয় থেকেছেন। জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে নিয়মিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

সামাজিক যোগাযোগ ফেসবুকে নজরুল ইসলাম বাবুর সাম্প্রতিক কার্যক্রম বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। গত ৬ ফেব্রুয়ারি নিজ নির্বাচন এলাকার বাইরে নরসিংদীর

কালাইগোবিন্দপুরে নওয়াব আলী গাজী উচ্চ বিদ্যালয়ের সুধী সমাবেশ' শিরোনামে তিনি ৬টি ছবি পোস্ট করেন। ওই সুধী সমাবেশে তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। এর আগে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ৬টি ছবি পোস্ট করেন। যেটি ছিল জবেদ আলী মেমোরিয়াল হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের। হাসপাতালটি যৌথভাবে উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক রতন এমপি ও সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু। এর আগে ১ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সমকালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন শেয়ার করেন। যার শিরোনাম ছিল, 'আড়াইহাজারে আইসিটি পার্ক করা হবে-প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী'। আড়াইহাজারে নজরুল ইসলাম বাবুর নির্বাচনী এলাকায় বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, 'আড়াইহাজারে ৫ একর জায়গার উপরে আইসিটি পার্ক করা হবে। ৫টি কলেজ ও ২৬টি স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে উপজেলাটিকে পুরোপু-রি ডিজিটাল উপজেলা করা হবে।

এর আগে ৩১ জানুয়ারি আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের আড়াইহাজার সফরের ৬টি ছবি পোস্ট করে সাবেক এই ছাত্রনেতা লেখেন, 'পলক তোমায় ধন্যবাদ'।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এর সাথে আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম

সময়ের ব্যবধানে জুনাইদ আহমেদ পলক প্রতিমন্ত্রী হলেও নজরুল ইসলাম বাবু কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে পলক নাটোরের সিংড়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ২৭ জানুয়ারি চারটি ছবি পোস্ট করেন তিনি। গোপালদী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ, মা সমাবেশ, মিলাদ ও দ্বিতল ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবি ছিল এগুলো। একই দিন সদাসদী উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আরও ২টি ছবি পোস্ট করেন। বালিয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অনুষ্ঠানের ২টি ছবি পোস্ট করেন এদিন। ২৬ জানুয়ারি ২৫নং চৈতনকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দু'টি ছবি পোস্ট করেন। একইদিন উজান গোবিন্দ বিনাইচর উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানের আরো ২টি ছবি পোস্ট করেন।

২৪ জানুয়ারি প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে ৩টি ছবি আপলোড করেন। যার একটিতে সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে তার স্ত্রী ডা. সায়মা আফরোজ ইভাকে দেখা যাচ্ছে।

জবেদ আলী মেমোরিয়াল হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেকের সাথে নজরুল ইসলাম বাবু

পাঁচগাও বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭০ বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সাবিনা ইয়াসমিন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১৯ জানুয়ারি রাত ১০টায় ধানমন্ডি আওয়ামীলীগ অফিসে সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের সাথে দু'টি ছবিআপলোড করেন। এর ২ ঘণ্টা আগে 'ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ অফিসে' শিরোনামে ৩টি ছবি আপলোড করেন। যাতে সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, আব্দুর রহমান এমপি ও হুইপ ইকবালুর রহীমসহ অন্যান্য সাবেক ছাত্রনেতাদের দেখা যায়। ১৮ জানুয়ারি 'আড়াইহাজারে হরিনাম সংকীর্তন' শিরোনামে দৈনিক সমকালে প্রকাশিত একটি সংবাদ শেয়ার করা হয়। ১৭ জানুয়ারি দাদার মাজারের একটি ছবি আপলোড করে লেখেন, 'আমার দাদা পীরে কামেল হযরত মাওলানা মফিজউদ্দিন আহম্মদ সাহেবের বাৎসরিক ওরশ শরীফ। আজ ওয়াজ মাহফিল আগামীকাল (১৮/০১/১৬) দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের সবার নিমন্ত্রণ রইল'।

নজরুল ইসলাম বাবুর ফেসবুকে সাম্প্রতিক পোস্ট ও স্ট্যাটাস আপডেট দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন এই 'সোশ্যাল নেটওয়ার্কে'। যাতে বন্ধু, অনুসারী কিংবা অগ্রজদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সুযোগ রয়েছে। নজরুল ইসলাম বাবু শতব্যস্ততার মধ্যেও মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে ফেসবুক ব্যবহার করেন। অনেক ফেসবুক ব্যবহারকারী তার এসব ছবিতে লাইক ও কমেন্ট করছেন। তার পোস্ট করা ছবিগুলো দেখে বোঝা যায় এলাকার উন্নয়নে কতোটা সচেষ্ট তরুন এ সংসদ সদস্য। এলাকার মাটি ও মানুষের কতোটুকু কাছে পৌছলে তাদের মন উজাড় করা ভালোবাসা পাওয়া যায় তা তার পোস্ট করা ছবিগুলো না দেখলে বোঝা যাবে না। আবার এমন সংসদ সদস্যও তো খুব একটা নেই যে, যেখানে গাড়ি যায়না সেখানে নিজেই মোটরসাইকেল চালিয়ে চলে যান। ফেসবুকে তার মোটরসাইকেল চালানোর যে ছবি দেখা যায় তা কোনোভাবেই শখের নয়, প্রয়োজনের। নজরুল ইসলাম বাবু বিশ্বাস করেন, জনগণের ভালোবাসার মধ্যেই রয়েছে রাজনীতির স্বার্থকতা। একজন রাজনীতিক তখনই সফল হন যখন তিনি

জনসাধারণের ভালোবাসা অর্জন করতে পারেন। যেমনটা পেরেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালিরা।

বাংলাদেশের খুব কম সংসদ সদস্য আছেন যারা নিজের স্ত্রীকে সার্বক্ষণিক নিজ এলাকার জনগণের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। স্বামীর মতো স্ত্রী ডা. সায়মা আফরোজ ইভাও এলাকার মানুষগুলোকে আপন করে নিয়েছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি ও অংশগ্রহণই বলে দেয় সেকথা। শত ব্যস্ততার মধ্যেও নজরুল ইসলাম বাবু পরিবার ও সন্তানদের সঙ্গে 'কোয়ালিটি টাইম পাস' করেন। রাষ্ট্রীয় সফরের বাইরে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে দেশ-বিদেশে ভ্রমণের ছবি রয়েছে তার ফেসবুকে। ব্যস্ত রাজনৈতিক সূচির মধ্যে একজন আইনপ্রণেতার এমন সময় কাটানো বেশ দুর্লভ। মনোমুগ্ধকর ছবিগুলো আকৃষ্ট করবে যে কাউকে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এর সাথে নজরুল ইসলাম বাবু

নজরুল ইসলাম বাবু এ পর্যন্ত ১০ বার প্রোফাইল পিকচার পরিবর্তন করেছেন। বর্তমানে হাস্যোজ্জ্বল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি ছবি রয়েছে তার প্রোফাইল পিকচার হিসেবে যা মুড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশের পতাকায়। সাতবার পরিবর্তন করা কভার ছবিতে ভালোবাসার প্রতীক তাজমহলের সামনে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে একটি ছবি রয়েছে। এছাড়া তিনি মোবাইল আপলোডার ব্যবহার করে এ পর্যন্ত ৮১৩টি ছবি আপলোড করেছেন। টাইমলাইনে তার ছবি রয়েছে ১৪৩টি, নামবিহীন একটি এ্যালবামে আরও ৪টি ছবি রয়েছে। সবমিলিয়ে প্রায় ১ হাজার ছবি রয়েছে তার ফেসবুকে। যার মধ্যে সাড়ে ৯শ' ছবিই তার নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের ছবি। কিন্তু তার মতো একজন দক্ষ সংগঠকের শুধুমাত্র নিজ নির্বাচনী এলাকার জন্য নয় সারাদেশের জন্য কাজ করার যোগ্যতা রয়েছে। যেমনি করেছিলেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। বিএনপি-জামায়াতের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা বাবুর দক্ষতা নিয়ে কথাবলা বাহুল্য বটে। ❑

আসাদুজ্জামান সম্রাট

সম্পাদক–পার্লামেন্ট জার্নাল এবং সিটি এডিটর,
আমাদের অর্থনীতি ও আমাদের সময় ডটকম

Dbq‡bi cvYcyiæl

সফুরউদ্দিন প্রভাত

সমাজে অনেক মানুষ আছে যাদের পরিচয় করে দিতে হয়। আর কিছু মানুষ আপন মহিমায় কৃতকর্মের মাধ্যমেই সমাজ, দেশ ও জাতির নিকট উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন। নজরুল ইসলাম বাবু শেষোক্তদেরই একজন। তিনি একজন স্পষ্টভাষী, দৃঢ়চেতা, সংযমী ও আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ। তাঁর এই স্পষ্টভাষী স্বভাবের কারণে অনেক সময় খুব কাছের মানুষও তাঁকে ভুল বোঝেন, হয়তো কেউ কেউ অগোচরে তীর্যক সমালোচনাও করে থাকেন। তারপরও তিনি তাঁর নীতি ও আদর্শে অটল এবং নিজ অবস্থানে দৃঢ় প্রত্যয়ী। পিতৃসুলভ স্নেহ ও ভালোবাসার হৃদয় দিয়ে অধিকার নিয়েই মানুষকে শাসন করেন। বাবার স্নেহের পরশ মেখে বুকে টেনে নেন।

রাজনীতির এই প্রাণ পুরুষকে আমার প্রথম দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো ১৯৯২ সালে। তখন আমি নবম শ্রেণির ছাত্র। তার আকর্ষনীয় সুমধুর বক্তব্য শোনার জন্য আড়াইহাজারের বিভিন্ন স্থানে জড়ো হতাম। গত জোট সরকারের আমলে যখন গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন তখন তিনি কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের আর্ন্তজাতিক বিষয়ক সম্পাদক। আমি দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় আড়াইহাজার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করি। আদালতে হাজিরার দিন তাঁকে এক নজর দেখার জন্য ঢাকার জজকোর্টে যাই। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও নেতাকর্মীদের ভিড় ঠেলে কিছুটা ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। দুর্ভাগ্য দেখা করতে পারছিলাম না। ওই সময় বাবু ভাইকে অন্তত দূর থেকে দেখার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতাদের অনুরোধ করি। কিন্তু সকল

চেষ্টাই যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এক নজর না দেখার আফসোস নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। পরদিন আমার পত্রিকাসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বাবু ভাইয়ের ডান্ডাবেড়ি পরিহিত ছবি প্রকাশ পায়। ছবিটা দেখে যতটা না কষ্ট পেয়েছি তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি যখন শুনলাম তাঁর ফাঁসি চেয়ে আড়াইহাজারের কিছু বিপথগামী মানুষ মিছিল করেছে। ছাত্র সমাজের নন্দিত এই নেতা ২০০২ সালে কারাগারে থেকেই কাউন্সিলরদের ভোটে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সারাদেশে আড়াইহাজারের পরিচিতি ও মর্যাদা তখন অনেক উঁচুতে উঠে আসে। এতো কষ্ট, নির্যাতন, যন্ত্রনা ও জেলজুলুম সহ্য করে বহু ত্যাগ-তিতীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের অনেকগুলো সময় পাড়ি দিয়ে আজকের এই অবস্থানে উপনীত হয়েছেন। আজ আড়াইহাজারবাসীর দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। আর সেই গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন ক্লান্তিহীন নিরবিচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন জনপদে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদিত হলেও রাজধানীর উপকণ্ঠে আড়াইহাজার উপজেলাকে উন্নয়নের প্রদীপের নিচের অন্ধকারের সাথেই তুলনা করা চলে। স্বাধীনতার চার দশক পেরিয়ে গেলেও দৃষ্টান্ত রাখার মতো এ জনপদে তেমন কোনো উন্নয়ন সাধিত হয়নি। ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তিনি যেনো উন্নয়নের মশাল হাতে নিয়ে আবির্ভূত হন। বিগত সাত বছরে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আড়াইহাজারকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেছেন। দ্বিতীয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। বঞ্চিত এ জনপদ তাঁর জিয়ন কাঠির স্পর্শে উন্নয়নের যে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে সেটির অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল।

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

১ জুলাই, ২০১৫ থেকে যাত্রা শুরু হলো দেশের ষোলতম আড়াইহাজার কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (এটিআই)। জাতীয় এই প্রতিষ্ঠানটি চালু হওয়ায় আড়াইহাজারের ইতিহাসের পাতায় যোগ হলো আরেকটি নতুন অধ্যায়। সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু ২০১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সোমবার দুপুরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রথম ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা দিয়েছেন। স্থানীয় এমপির মতে, কৃষির উন্নয়ন করতে হলে কৃষি প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এখানকার শিক্ষার্থীরা কৃষিকে এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও মাঠ পর্য়ায়ের কৃষকদের সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়ার লক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউটে ফার্মার ট্রেনিং ইউনিট বা কৃষক প্রশিক্ষণ বিভাগ রয়েছে। যার মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকরা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শস্য উৎপাদনে নানা উপকরণ সরবরাহে সহায়তা পাচ্ছেন। প্রসঙ্গত: ছাপান্ন কোটি টাকা ব্যয়ে উপজেলার পৌরসভার ঝাউগাড়া পরিত্যক্ত বিমানবন্দরের ৩০ বিঘা জায়গা জুড়ে এই ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে ৮টি অত্যাধুনিক ভবনসহ মোট ১৩টি স্থাপনা।

আড়াইহাজারে নব প্রতিষ্ঠিত এটিআই-এ প্রথম ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা থেকে মাত্র ৪৫ কিলোমিটার দূরে উপজেলার বিশনন্দী ইউনিয়নের মানিকপুর মেঘনা নদীর তীরবর্তী এলাকায় প্রায় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারটান) প্রধান কার্যালয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালের ২৪ আগষ্ট বারটান'র কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। গাজীপুরের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আদলে প্রথমে এটি চালু হলেও পর্যায়ক্রমে এখানে গবেষণামূলক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ ভ্রমন পিপাসুদের জন্য নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ইনস্টিটিউট থেকে সারা দেশে বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ থাকবে এবং দেশের সকল শ্রেণি পেশার মানুষই এ থেকে উপকৃত হবেন। প্রাথমিকভাবে প্রায় ৫৮০ কোটি টাকার কাজ শুরু হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ৩০০ কোটি টাকার কাজ সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০০ বিঘা জমি হুকুম দখল করেছে। হুকুম দখলকৃত ২১০ বিঘা জমিতে ৩০ কোটি টাকার বালু ভরাট এবং বাকি টাকায় প্রটেক্‌শন ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। ১০ তলা বিশিষ্ট ভবনসহ অনেকগুলো ভবন নির্মাণ চলমান রয়েছে। ভবনগুলোর ডিজাইন দেখে যে কেউ মুগ্ধ হবেন। দু'টি খেলার মাঠসহ এক হাজার মুসল্লী জামাতে নামাজ আদায় করার জন্য ৪৮

হাজার স্কয়ার ফুটের একটি ডিজিটালাইজড্ মসজিদ নির্মিত হবে। একটি কলেজ, হাই স্কুল ও একটি প্রাইমারী স্কুলও থাকবে এর আওতাভূক্ত। বারটানের এই এলাকাটিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিকগণ প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন করার সুযোগ পাচ্ছেন।

প্রারম্ভিক অর্থ বছরে ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

- ❑ ৩৬০০ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) সরকারি-বেসরকারি কমকর্তা, শিক্ষক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, কৃষক-কৃষাণী ও জনগণকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পুষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সচেতন করা।
- ❑ খাদ্য চক্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে দু'টি কর্মশালা।
- ❑ পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ বেতারে ৩০টি অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে অংশগ্রহণ। কৃষি মেলা, বিশ্ব খাদ্য দিবস, প্রাণী সম্পদ মেলা, মৎস্য মেলা, ফল মেলা, মাতৃ দুগ্ধ সপ্তাহ, বৃক্ষরোপন পক্ষ, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
- ❑ বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের কারিকুলামে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক পাঠ্যসমূহের যথাযথ অন্তর্ভুক্তির বা হালনাগাদকরণ, পাঠ প্রণয়ন ও প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।
- ❑ দেশের বর্ধিত জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা ও রংপুরে নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন।
- ❑ বারটানের অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় ১৪৪০ জন স্কুল শিক্ষক, এনজিও কর্মী, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষক-কৃষাণীদের খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও চারটি কর্মশালার আয়োজন।
- ❑ সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আওতায় ১৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের ফলিত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

পাঁচরুখী বেগম আনোয়ারা ডিগ্রি কলেজসহ আড়াইহাজারে এরকম ৫টি কলেজে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন

উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপনের পাশাপাশি পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড্ করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর শিক্ষাস্তরে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার। বেড়েছে শিক্ষার হার। 'প্রয়োজন কোনো আইন মানে না' মুখ নিঃসৃত এই বহুল ব্যবহৃত বাণীটির বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়ে তিনি শিক্ষকসহ ২০টি কমিউনিটি ও রেজিস্টার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ, একটি কলেজ, একটি মাদ্রাসা ও তিনটি

আড়াইহাজার পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

সফর আলী কলেজ

হাই স্কুলকে এমপিওভুক্ত করেছেন। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে পাঁচরুখী বেগম আনোয়ারা ডিগ্রি কলেজ, পূর্বকান্দী আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা, আতাদী উচ্চ বিদ্যালয়, জাঙ্গালিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলাগাছিয়া আর.এফ উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়বিহীন ১৫০০ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৮টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এগুলো হচ্ছে, গিরদা, পাল্লা, নোয়াদ্দা, ও চর লক্ষ্মিপুর গ্রামে আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আশোহাট আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বদলপুর কান্দাপাড়া

দুপ্তারা সেন্ট্রাল করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়সহ আড়াইহাজারে ২৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এরকম নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

জায়েদ আলী মোল্লা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভৈরবদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং লেঙ্গরদী আফতাবে নেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে উচিৎপুরা, ছোট সাদারদিয়া, ছোট বিনাইরচর, বাঘেরপাড়া, উদয়দী, শম্ভুপুরা, নয়নাবাদ, কদমীরচর, উলুকান্দী, পুরিন্দা, বাহাদুরপুর, নতুন বান্টি, ফৈটাদী নাগড়াপাড়া, শ্রীনিবাসদী, জোকারদিয়া, মানিকপুর, দয়াকান্দা, বিশনন্দী, তেতৈতলা, কাকাইলমোরা,

রসুলপুর ওসমান মোল্লা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

কলাগাছিয়া, হাজিরটেক, রাধানগর, ঝাউকান্দি, খালিয়ারচর, মারুয়াদী, পাঁচবাড়িয়া, নৈকাহন, টেটিয়া, সদাসদী, রামচন্দ্রদী, চৈতনকান্দা, সালমদী, শরিফপুর, চন্ডিবরদী, খাগকান্দা, ইজারকান্দী, কালাপাহাড়িয়া, কাদিরদিয়া, গিরদা চৌধুরীপাড়া, নোয়াদ্দা,

পূর্বকান্দি দাখিল মাদ্রাসাসহ ৬টি মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে।

চরলক্ষ্মীপুর, বদলপুর জাহেদ আলী মোল্লা, লেঙ্গুরদী আফতাবে নেছা, দুপ্তারা আদর্শ, লক্ষিবরদী, বৈলারকান্দীসহ শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বাড়ৈপাড়া নূরুল উলুম ইসলামিয়া ও রসুলপুর ওসমান মোল্লা ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসাসহ ৬টি ভবন নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে। পাঁচরুখী বেগম আনোয়ারা কলেজ, রোকন উদ্দিন গার্লস্ ডিগ্রি কলেজ,

রোকনউদ্দিন মোল্লা গার্লস কলেজ

গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ, হাজী বেলায়েত হোসেন ডিগ্রি কলেজ, দুপ্তারা সেন্ট্রাল করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় ও আড়াইহাজার মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়সহ মোট ২৬টি হাই স্কুল ও ৫টি কলেজে ৪তলা ভিত বিশিষ্ট অত্যাধুনিক দোতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। উপজেলার সকল ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে সরকারি সফর আলী কলেজে বাংলা, সমাজকর্ম, হিসাববিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলায় আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবুকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষানুরাগী নির্বাচিত করেছেন।

চিলা নদীর উপর ৭৫ মিটার ব্রিজসহ আড়াইহাজারে ২৭টি নতুন ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে

যোগাযোগ-অবকাঠামো

চিলা নদীর উপর ১০০ ও ৭৫ মিটার এবং নরসিংদী-মদনপুর সড়কে প্রভাকরদীতে ৫০ মিটার, বালিয়াপাড়া ৬৪ মিটার, পাকুন্ডা ৭০ মিটার, দুপ্তারা ৪৫ মিটার, দয়াকান্দা-শম্ভুপুরা ৫০ মিটার, নয়নাবাদ-তাতুয়াকান্দা ৭০ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রীজসহ দুইশ' কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭টি ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত, ৫৪.৮৭ কিলোমিটার নতুন-পুরাতন রাস্তা মেরামত ও সরু রাস্তা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ভূলতা আড়াইহাজার-গোপালদী

১০০ মিটার ব্রিজ

তাতুয়াকান্দা নয়নাবাদ ব্রিজ

মানিকপুর সড়কের মেরামত করা হয়েছে। কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মধ্যারচর থেকে খালিয়ারচর পর্যন্ত একটি রাস্তা মেরামত করা হয়েছে। এলজিইডির আওতায় প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিজিটাল উপজেলা সম্প্রসারিত ভবন,

মাহমুদপুর ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবনসহ ১০টি ইউনিয়নে নতুন কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে

উপজেলা পরিষদ হলরুম এবং ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ফতেপুর, ব্রাহ্মন্দী, দুপ্তারা, উচিৎপুরা ও মাহমুদপুর ইউনিয়ন পরিষদসহ ১০টি ইউনিয়নে নতুন কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে

উপজেলা সম্প্রসারিত ভবন

পরিষদ হলরুম

ঘাটটি চালু হওয়ায় আড়াইহাজার ও বাঞ্ছারামপুর উপজেলাসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা এলাকার কয়েক লাখ মানুষ অতি স্বল্প সময়ে ঢাকা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

হেল্‌থ কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ

৫০ শয্যা হেল্‌থ কমপ্লেক্স

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ দেয়ায় জনসাধারণ তাদের সেবা পাচ্ছেন। হেলথ্ কমপ্লেক্সের অতিরিক্ত ১৯ শয্যার মূল ভবনসহ তিনটি অত্যাধুনিক ডরমেটরি ভবন নির্মিত হয়েছে। তিনতলা ওপিডি ও ওটি কমপ্লেক্সসহ দোতলা একটি নার্স ডরমেটরি, ডাক্তার ও কনসালট্যান্ট ডরমেটরি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের জন্যে ডরমেটরি ভবন নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে তিন তলায় ওপিডি (আউট পেসেন্ট ডিপার্টমেন্ট ও ওটি (অপারেশন থিয়েটার) কমপ্লেক্সে গাইনি ও জেনারেলসহ তিনটি ওটি এবং পরিবার পরিকল্পনা অফিস রয়েছে। দোতলায় ৯টি পুরুষ ও ৫টি নারী ওয়ার্ড এবং ৫টি অত্যাধুনিক কেবিন থাকছে। নিচতলায় রয়েছে মেডিকেল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট অর্থ্যাৎ বহির্বিভাগে আগত রোগীদের সেবা প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

দুপ্তারা পশ্চিমপাড়ায় ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। চারতলা প্রশাসনিক ভবনসহ নির্মিত হয়েছে ডাক্তার ও কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরি। পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অধীনে এম বি বি এস, মেডিকেল এসিসট্যান্ট ও নার্সসহ প্রায় ২৫/৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী স্থানীয়দের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। বহির্বিভাগ, নরমাল ডেলিভারি, পরিবার পরিকল্পনাসহ মা ও শিশুদের যত্নে বিভিন্ন পরামর্শ ও ওষুধপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে এই হাসপাতাল থেকে, সাথে থাকছে একটি এ্যাম্বুলেন্স।

মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

সহিদুর রহমান কমিউনিটি ক্লিনিক

সহিদুর রহমান কমিউনিটি ক্লিনিক

গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে নিজ গ্রাম বাজবীতে প্রয়াত পিতার নামে প্রতিষ্ঠা করেছেন সহিদুর রহমার কমিনিউটি ক্লিনিক। এজন্য তাঁর পরিবার মূল্যবান ১৬ শতাংশ জমি দান করেছেন। এর মধ্যে ৮ শতাংশ জমিতে প্রায় ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে ক্লিনিকের ভবন নির্মিত হয়েছে। এই ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে নানা পরামর্শ, মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য ফ্রি চিকিৎসা ও ওষুধপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও এ উপজেলায় ৫৬টি কমিডিনিটি ক্লিনিকের নতুন ভবন নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে।

বিশেষ প্রকল্পসমূহ

এলজিইডি'র বিশেষ প্রকল্পগুলো এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি সকলের কাছে সেবার দ্বার উম্মুক্ত করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মুক্তিযোদ্ধা এস এম মাজহারুল হক অডিটরিয়াম ও

মুক্তিযোদ্ধা এস এম মাজহারুল হক অডিটরিয়াম

কমিউনিটি সেন্টারটি নির্মিত হয়েছে উপজেলা সদরে। ৫০০ আসন বিশিষ্ট এই সেন্টারে

দুপ্তারা নজরুল ইসলাম বাবু কমিউনিটি সেন্টার

বিশাল হলরুমসহ দ্বিতল ভবনের পেছনে রয়েছে রিহার্সেল রুম এবং জেন্টস্ ও লেডিস গ্রীন রুম নামে ৬টি কক্ষ। সেন্টারটি মাল্টিপারপাস বা বহুমুখী কার্যক্রম-যেমন যেকোনো বিয়ে-শাদী, সভা-সমাবেশসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জেলা পরিষদ আধুনিক ডাক বাংলো

নাট মন্দির

দোতলার আর্ন্তজাতিকমানের একটি ভিআইপি ওয়েটিং রুমটি ব্যবহারে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে যে কোনো দেশি-বিদেশি অতিথিগণ বেশ স্বাচ্ছন্দবোধ করবেন। এছাড়াও দুপ্তারায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে একই মানের আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু নামে আরেকটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মিত হয়েছে। উপজেলা সদরের প্রবেশমুখে সম্পুর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতল জেলা পরিষদ আধুনিক ডাকবাংলোটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় এক কোটি টাকা।

দোতলায় চারটি ভিআইপি বেড রুম এবং নিচ তলায় ওয়েটিং রুম, বেড রুম, কিচেন

ও ডাইনিং রুম রয়েছে। ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সুবিধা থাকায় যে কোনো ভিআইপি মেহমান অত্যাধুনিক এই ডাকবাংলোটি ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দবোধ করছেন। এছাড়াও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে গোপালদী পৌরসভার উলুকান্দিতে একটি দৃষ্টিনন্দন নাট মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস স্টেশন

মদনগঞ্জ-নরসিংদী সড়কের পাশে আড়াইহাজার পৌরসভার ঝাউগাড়া এলাকায় বাংলাদেশ গণপূর্ত ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (ফায়ার) আওতায় প্রায় সোয়া বিঘা জায়গার ওপর বিশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে বহু প্রতিক্ষিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন। এর মধ্যে অবকাঠামোগত কাজে ব্যয় হয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। উক্ত স্টেশনে ৬০০০ (ছয় হাজার) স্কয়ার ফুটের অত্যাধুনিক তিনতলা ভবনের নিচ তলায় রয়েছে গাড়ি রাখার ইঞ্জিন শেড, দোতলায় ফায়ার ব্যারাক এবং তিনতলায় রয়েছে স্টেশন কর্মকর্তার অফিসসহ স্টাফ কোয়ার্টার। দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদার একজন স্টেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে ২৫ থেকে ৩০ জন সরকারি স্টাফের সার্বক্ষণিক দায়িত্বে মোট চারটি গাড়ি অগ্নিনির্বাপক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। একটি এ্যাম্বুলেন্স, একটি রেকি (হর্ণ বাজিয়ে রাস্তা ক্লিয়ারের কাজে নিয়োজিত) ও পানি সরবরাহে দু'টি গাড়ি সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস স্টেশন

স্থানীয় এমপির মতে, নারায়ণগঞ্জের মন্ডলপাড়া ও হাজীগঞ্জ, দাউদকান্দি, নরসিংদীর মাধবদী এবং ডেমরা সারুলিয়া মোট পাঁচটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সাথে আড়াইহাজার ফায়ার সার্ভিসের সরাসরি কানেকটিভিটি (যোগাযোগ) থাকবে। এতে যে কোনো ধরণের অগ্নিকান্ড সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে কানেকটিভিটি পাঁচটি ফায়ার সার্ভিস এক সাথে যুক্ত হয়ে আগুন নিভাতে সক্ষম হবে। এছাড়াও আগুন লাগার সাথে সাথে স্থানীয়রা নিজেরাই যাতে আগুন নেভানোর জন্য তৃড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন এজন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সময় স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্থাপনা

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য স্বাধীনতার চার দশক পর নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্থাপনা। এগুলো হচ্ছে:

মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ও বাসস্থান

মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স

আড়াইহাজার পৌর ভবন সংলগ্ন এলাকায় নির্মিত হয়েছে অত্যাধুনিক মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নয়নাভিরাম এই কমপ্লেক্সটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২.৫ (আড়াই) কোটি টাকা। এখানে অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আয়বর্ধক সুবিধার জন্য হলরুম, নতুন প্রজন্মকে দেশের সঠিক ও সত্য ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানতে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বই ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লাইব্রেরিসহ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও পর্যায়ক্রমে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে একটি করে আধুনিক বাসস্থান (দুইটি বেড রুম, একটি ড্রয়িং ও ডাইনিং রুম সম্বলিত)। ইতিমধ্যে অর্ধশতাধিক বাড়ি নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্তম্ভ

নতুন প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার ইতিহাসের গুরুত্ব উপলব্ধি ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য দুপ্তারা ইউনিয়নের আদর্শ বাজার (কালিবাড়ি) এর প্রবেশ পথে ১২ লাখ ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্তম্ভ। এলজিইডির প্রকৌশলীরা এই নয়নাভিরাম স্মৃতি স্তম্ভের ডিজাইন করেছেন। পথচারীরা এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি

কালিবাড়ি মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভ

শান্তি স্কয়ার (পায়রা চত্বর)

দেশ ও দেশের বাইরে আড়াইহাজারকে নান্দনিক করে ফুটিয়ে তোলা এবং দেশের সূর্যসন্তান শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপজেলা সদরের প্রবেশপথ চৌরাস্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শান্তির প্রতীক "শান্তি" ভাস্কর্য ও ম্যুরাল। ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে এ "শান্তি" ম্যুরালটি বাস্তবায়ন করেছেন এলজিইডি'র তত্ত্বধানে নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদ। শিল্পী কে এম হাসানাত, মোঃ শরীফুল ইসলাম ও ওবায়দুল ইসলাম মিঠুর নিপুণ হাতের তুলিকা স্পর্শে কপোত-কপোতিদের শান্তিময় সহাবস্থানের চিত্র মূর্তমান করে তুলেছেন-এই ম্যুরালটিতে।

'শান্তি' ভাস্কর্য ও ম্যুরাল

পৌরসভা প্রতিষ্ঠা

মানুষের জীবন মান উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত ৬টি পৌরসভার মধ্যে একই উপজেলায় আড়াইহাজার ও গোপালদী নামে দু'টি পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পৌরসভার

আড়াইহাজার পৌরসভা

গোপালদী পৌরসভা

মানোন্নয়নের জন্য খুবই স্বল্পতম সময়ে দু'টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নজরুল ইসলাম বাবুর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কারণে তাঁর মনোনীত মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীগণ বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনমানুষের সর্বাত্মক সেবা করে যাচ্ছেন।

দয়াকান্দা গ্রাম রক্ষা বাঁধ

চৈতনকান্দা স্কুল রক্ষা বাঁধ

বাঁধ নির্মাণ ও গ্রামীণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্বকান্দী বাজার রক্ষা বাঁধ, দয়াকান্দা গ্রাম রক্ষা বাঁধ ও চৈতনকান্দা গোলাম মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। খাগকান্দা, ডৌকাদি, বিনাইরচর, ঝাউগড়া, লাখুপুরাসহ কয়েকটি এলাকায় নদী খনন ও সেচ কার্যে প্রায় ১২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। 'গ্রামীন পানি সরবরাহ প্রকল্পে'র আর্সেনিকমুক্ত পানি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ইউনিয়নে ১১৭৪টি গভীর, অগভীর, রিংওয়েল নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। পিডিপি-৩ এর আওতায় ৫৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রাহ্মন্দী, দুপ্তারা, খাগকান্দা, হাইজাদী,

ছোট বিনাইর চর লাখপুরা খাল খনন

উচিৎপুরা, বিশনন্দী ও কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের ৭টি এলাকায় আধুনিক নগরীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই, উচিৎপুরা ইউনিয়নে আরবান ওয়াটার সাপ্লাই, দুপ্তারা, ব্রাহ্মন্দী, হাইজাদী, উচিৎপুরা, খাগকান্দা, কালাপাহাড়িয়া ও বিশনন্দী এলাকায় নন পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্যয় হচ্ছে প্রায় পাঁচশ' কোটি টাকা।

গ্রামের নাম এখন শান্তিপুর

ডাকাতদের গ্রাম হিসেবে পরিচিত মরদাসাদী। বিগত সময়ে জনপ্রতিনিধিরা আড়াইহাজারবাসীর এই কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য গ্রামটিকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়াসহ নানা ধরনের অপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। উকুনের ভয়ে মাথা না কেটে এমপি বাবু গ্রাম রক্ষা করে দুষ্টের দমনের কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি নির্বাচিত হওয়ার দেড় মাসের মাথায় মরদাসাদীর নাম পরিবর্তন করে রাখেন "শান্তিপুর"। ওই গ্রামের দুর্ধর্ষ ২৬ জন ডাকাতের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে ৬ জনের ফাঁসি এবং বাকিদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়েছে।

শান্তিপুর গ্রামের প্রবেশপথ

এছাড়াও কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামবাসীকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, কৃষকদের সরকারি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, স্কুল-মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণ সরকারি বরাদ্দ প্রদান এবং নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পুরাতন রাস্তা মেরামত এবং ব্রিজ কালভার্ট তৈরিসহ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

এমপি বাবুর তত্ত্বাবধানে কয়েকটি সরকারি বেসরকারী সংস্থা রাতের বেলায় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর পাশাপাশি স্কুলগামী ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের সচেতন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়াও ওই এলাকায় একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা চলমান রয়েছে।

সামাজিক কর্মকান্ড

উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে হতদরিদ্র দুই হাজার নারী পুরুষকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা বিতরণ করেছেন। এগুলো হচ্ছে বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ (আর এস এস) কার্যক্রম, এসিডদগ্ধ মহিলাদের পুনবার্সন কার্যক্রম (ক্ষুদ্র ঋণ), রোগী কল্যাণ সমিতি, বেসরকারি এতিমখানা ও বিশেষ অনুদান।

তথ্য প্রযুক্তি

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রায় অর্ধ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক সার্ভার স্টেশন এবং কোটি টাকা ব্যয়ে ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ (টিএন্ডটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে টেলিফোন সেক্টরে এখন এনালগের পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনে তথ্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে। ১০টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভায় ডিজিটাল তথ্য সেবা কেন্দ্রে মাঠ পর্যায়ের জনগনের জন্য তথ্য সেবা উন্মুক্ত করা হয়েছে।

সার্ভার স্টেশন

সর্বোচ্চ গতির নেটওয়ার্কিং সুবিধা জন্য আড়াইহাজারকে ওয়াইফাই ইন্টারনেটের আওতায় আনার কাজটি চলমান রয়েছে।

টিএন্ডটি ভবন

পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন

মেঘনা বেষ্টিত দুর্গম এলাকা কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নে চালু করা হয়েছে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র (পুলিশ ফাঁড়ি)। এজন্য ৭২ শতাংশ সরকারি জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তদন্ত কেন্দ্রে একজন এস আই এর নেতৃত্বে দু'জন এএসআইসহ ২৫/৩০ জন কনস্টেবল নিয়োজিত থেকে ওই এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এছাড়া মাহমুদপুর ইউনিয়নে একই মানের আরেকটি তদন্ত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা চলমান রয়েছে। স্থানীয় এমপি'র মতে, তদন্ত কেন্দ্র এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার

পাশাপাশি বিভিন্ন দুর্যোগ দুর্বিপাকে জনগণের পাশে থেকে সেবা প্রদান করছেন।

কালাপাহাড়িয়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র উদ্বোধন

মেঘনা সেতু নির্মাণ

বাংলাদেশে চলতি বছর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে দুইটি সেতু চীনের অর্থায়নে নির্মাণ করা হচ্ছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে অত্র অঞ্চলের জনগণের বহু প্রতিক্ষিত বিশনন্দী মেঘনা নদীর ওপর স্বপ্নের মেঘনা সেতু। প্রায় ২ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুটি নির্মাণে প্রাথমিক ব্যয় হবে ২ হাজার কোটি টাকা। ২০১৫ সালের ১৬ মার্চ সড়ক পরিবহন ও সেতু বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী কবির আহমেদের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল মেঘনা নদীতে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ প্রস্তাবিত সেতু নির্মাণ এলাকা পরিদর্শন করে ইতিবাচক

বিশনন্দী ফেরী

রিপোর্ট দেয়ার পর পরিকল্পনা কমিশন প্রিলিমিনারী ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (পিডিপিপি) অনুমোদন দিয়েছেন।

চলতি বছরেই দেশের বারতম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মানের কাজ শুরু হচ্ছে এবং আগামী তিন বছররের মধ্যে এর নির্মাণ কাজ শেষ করে জনগনের জন্য উন্মুক্ত করারও আশাবাদ ব্যক্ত করে এমপি বাবু বলেন, স্বপ্নের এই সেতু নির্মিত হলে আড়াইহাজার ও বাঞ্ছারামপুরসহ দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জেলা যেমন ব্রাক্ষনবাড়িয়া, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রামের বিকল্প সড়ক হিসেবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক সূচিত হবে। সেতুটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা ও দাউদকান্দির মেঘনা-গোমতী সেতুর বিকল্প সেতু হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং বৃহত্তম চট্টগ্রাম বিভাগ ও সিলেট বিভাগের সঙ্গে ঢাকার সড়ক যোগাযোগ অনেকাংশে সহজ হবে।

প্রসঙ্গত: ২০১১ সালে বিশনন্দী মেঘনা নদীতে ফেরী চালু হওয়ায় আড়াইহাজার ও বাঞ্ছারামপুর উপজেলাসহ ব্রাক্ষণবাড়িয়া, কুমিল্লা এলাকার কয়েক লাখ মানুষ অতি স্বল্প সময়ে ঢাকা গমনের সুযোগ পেয়েছেন।

বিদ্যুৎ সেক্টরে আমূল পরিবর্তন

একসময় আড়াইহাজারে বিদ্যুৎ সংকট এতোই প্রকট ছিলো যে, বলা হতো এখানে বিদ্যুৎ যায় না মাঝে মধ্যে আসে। প্রতিদিন চাহিদার ৪/৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারতো না। বর্তমানে গোটা এলাকার ১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ চাহিদার পুরোটাই সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ ভিত্তিক শিল্পকারখানা গড়ে তোলার জন্য নেয়া হয়েছে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প তুলে ধরা হলো:

মেঘনা রিভার ক্রসিং এ্যাট টেটিয়া কানাইনগর প্রকল্প: নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর মালিকানাধীন ঢাকা ও কুমিল্লার মধ্যে সংযোগকারী ১৩২ কিলোভোল্ট বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইনটি টেটিয়া ও কানাইনগর এলাকায় সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে মেঘনা নদী অতিক্রম করেছে। এজন্য শত কোটি টাকা ব্যয়ে নদীর দুই প্রান্তে টেটিয়া ও কানাইনগরে নির্মাণ করা হয়েছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ১৭৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট রিভার ক্রসিং দুইটি টাওয়ার ও সর্বোচ্চ স্প্যান ১.৬২ কিলোমিটার দীর্ঘ সংযোগ লাইন।

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ: ২০০৮ সাল পর্যন্ত আড়াইহাজার উপজেলায় মাত্র ২০ হাজার সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়েছিলো। তাও বিদ্যুতের লোডশেডিং এর কারণে নাভিশ্বাস অবস্থার বিরাজমান ছিলো। অনেক শিল্প-কারখানার মালিক বিদ্যুতের অচলাবস্থার কারণে ব্যবসা বানিজ্য থেকে নিজেদের গুটিয়ে ফেলেন। ২০০৯ সালে বিদ্যুৎ সেক্টরকে অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় গ্রীড থেকে আড়াইহাজারবাসীর চাহিদার ১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম হন। এছাড়া গত সাত বছরে ২টি পৌরসভা ও ১০টি ইউনিয়নে ৬৫ হাজার নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার ফলে তিন লাখ লোকের ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলছে।

কমপ্লেক্স ভবন ও সাব স্টেশন নির্মাণ : কৃষ্ণপুরা এলাকায় নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর আড়াইহাজার জোনাল অফিস কমপ্লেক্স ভবনের কাজ দ্রুত শেষ হচ্ছে। প্রায় ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে সাড়ে আট বিঘা জমির ওপর তিন তলা অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণ, আভ্যন্তরীণ রাস্তা তৈরি ও পানি সরবরাহের সু-ব্যবস্থা থাকছে। ১১ কেভি

টাওয়ার নির্মাণের উদ্বোধন

ফিডারের ওভার লোড নিরসন, আবাসিক ও শিল্পকারখানায় দ্রুত সংযোগের জন্য ঝাউগাড়া ও ফাউসা এলাকায় ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন দুইটি বিদ্যুতের সাব স্টেশন নির্মিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ওই এলাকায় ৯০ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে।

জাতীয় পাওয়ার গ্রীড স্থাপনের উদ্যোগ : এ জনপদকে ইন্ডষ্ট্রিয়াল জোন হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য উপজেলা সদরে ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীডটি নির্মাণের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়ের ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। পাঁচশ' শতাংশ জমিতে প্রকল্পটি নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় তিনশ' কোটি টাকা। এর ফলে ভূলতা পাওয়ার গ্রীড থেকে এখানকার চাহিদার ১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুত আর ধার করতে হবে না। বরং এ গ্রীড থেকেই আড়াইহাজাররের চাহিদা মিটিয়ে নরসিংদী, সোনারগাঁ, নানাখী, মদনপুর, রূপগঞ্জ, তারাবো এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

শিল্প পার্ক স্থাপন: জাতীয় পাওয়ার গ্রীড নির্মিত হওয়ার পাশাপাশি একটি শিল্প পার্ক স্থাপনের কাজও শুরু হবে। ২০১৫ সালের মে মাসে জাইকার প্রজেক্টের টীম লিডার জাপানিজ সাজি মাইনরো এবং গোসিমা মাসাকা'র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আড়াইহাজার এলাকা পরিদর্শন করে শিল্পপার্ক স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করার পর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন-সহযোগী জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর সাথে সরকারের সমঝোতা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ৪শ' থেকে ৫শ' কোটি টাকা। এমপি বাবুর মতে, জাতীয় পাওয়ার গ্রীড ও শিল্প পার্ক স্থাপন হলে অত্র এলাকাটি এদেশের অন্যতম বানিজ্যিক নগরীতে পরিণত হবে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

ডাবল লেনের সড়ক নির্মাণ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ফলে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে অসহনীয় যানজটের। আর এ যানজটের চরম দুভোর্গের কথা আমলে এনে নরসিংদী-মদনগঞ্জ হাইওয়ে সড়কের বস্তল থেকে নরসিংদী সড়ক পর্যন্ত দুই লেনে উন্নীত করা হয়েছে। ভূলতা থেকে গোপালদী ও বিশনন্দী, জাঙ্গলিয়া ও উচিৎপুরা সড়কটি দুই লেনে উন্নীতকরনের কাজটি চলমান রয়েছে।

সামাজিক বনায়ন

পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকারে সামাজিক বনায়নের কোনো বিকল্প নেই, দলীয় নেতাকর্মীসহ শিক্ষার্থীদের সচেতন করে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে গাছের চারা প্রদানের রেওয়াজ তিনিই প্রথম চালু করেছেন। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দিরসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হরেক রকমের ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। অত্র জনপদে এ যাবত ফলজ, বনজ ও ঔষধি চারা রোপণ করা হয়েছে অন্তত: ৫৩ হাজার ৫শ' ২৬টি। ভূলতা থেকে বিশনন্দী এবং গোপালদী পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে ফলজ ও বনজ গাছ লাগানো হচ্ছে।

আদালত প্রতিষ্ঠা

এ জনপদের প্রতিটি সেক্টরেই স্থানীয় এমপি'র উন্নয়নের ছোঁয়া স্পর্শ করেছে। এর মধ্যে একটি সাহসী ও দুর্দান্ত পদক্ষেপ হচ্ছে আদালত প্রতিষ্ঠা। যেখানে নারায়ণগঞ্জ জেলা থেকে আড়াইহাজারকে পৃথক করে উপজেলা সদরে স্থাপন করা হচ্ছে একটি নবগঠিত বিচারালয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মামলা-মোকদ্দমাসহ যে কোনো আরজি শুনানী হবে এই আদালতে। স্থানীয় এমপি'র মতে, এখানে আদালত প্রতিষ্ঠার ফলে আইনের শাসনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মামলা-মোকদ্দমাসহ যে কোনো বিচারিক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমে আসবে।

আড়াইহাজারকে নিয়ে তিনি আরো যা ভাবছেন

সিটি কর্পোরেশন

আড়াইহাজার ও রূপগঞ্জের কিছু অংশ নিয়ে রাজধানীর উপকণ্ঠে গ্রামীন পরিবেশে একটি পরিকল্পিত আধুনিক নগরী গড়ে তুলে তাকে সিটি করপোরেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন স্থানীয় এমপি বাবু। এটি এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তব। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণায়লয়ে সিটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠার দৃশ্যমান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন কার্যকর হলে উন্নত নগরীর মতো নানা রকম সুযোগ সুবিধা এলাকাবাসী ঘরে বসে ভোগ করতে পারবেন।

আইসিটি কমপ্লেক্স

পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তথ্য প্রযুক্তিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আইসিটি (ইনফরমেশন এণ্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি) কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়াধীন।

শিশু পার্ক প্রতিষ্ঠা

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের দেশ গড়ার কারিগর। সকল শ্রেণি পেশার মানুষের শিশুদের সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার জন্য ডিজিটালাইজড্ শিশুপার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যেখানে তাদের খেলাধূলার জন্য বিভিন্ন রাইড, সুইমিং পুলসহ চিত্তবিনোদনের সকল সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকবে।

সরকারি স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা

এলাকার সার্বিক উন্নয়নের সোপান হিসেবে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তিনটি ইউনিয়নের জন্য একটি সরকারি স্কুল এণ্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

সুতা, কাপড়ে ডিজাইন, ব্লক-মেন্যুফেকচারিং গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি সাধনকল্পে এবং একটি আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন আনতে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন "আড়াইহাজার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ" নামের একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দেশের গার্মেন্টস সেক্টরসহ অন্যান্য অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ বস্ত্র সেক্টরে দেশে বিদেশে চাকুরী প্রাপ্তিতে সহজ হবে।

ঢাকায় যাবে মেঘনার পানি

রাজধানীর বিশুদ্ধ পানির চাহিদা মেটাতে আড়াইহাজার উপজেলায় বয়ে যাওয়া মেঘনা নদীর অংশ থেকে পানি পরিশোধন করে ঢাকায় সরবরাহ করা হবে। 'ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই' শীর্ষক এ প্রকল্পের আওতায় ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপিত হবে। প্রতিদিন ৫০ কোটি লিটার পরিশোধনকৃত পানি পুরান ঢাকা, মতিঝিল, পল্টন, ফকিরাপুল, উত্তরা, গুলশান, বনানী, নিকুঞ্জ, খিলক্ষেত, বাড্ডা ও মিরপুর এলাকায় সরবরাহ করা হবে। এমপি বাবু জানান, মেঘনা নদী থেকে টেটিয়া বিশনন্দী হয়ে ঢাকায় যাবে মেঘনা নদীর পানি। এর ফলে আড়াইহাজারে নতুন একটি প্রশস্ত সড়ক নির্মিত হবে।

নদী শাসন কার্যক্রম

নাব্যতা হারানো নদীর সেই চিরচেনা রূপ ফিরিয়ে আনতে এবং নদীকে দখলমুক্ত ও দুষণমুক্ত করতে ইতোমধ্যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। প্রভাকরদী থেকে উচিৎপুরা এলাকায় বয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে ৩০ ফুট প্রশস্ত নতুন সড়ক নির্মাণ এবং মানিকপুর ফেরী ঘাট থেকে বিশনন্দী গাজীপুরা হয়ে রামচন্দ্রদী পর্যন্ত মেঘনা নদীর পাড় দিয়ে নদী শাসন বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন।

পুলিশ একাডেমি

আড়াইহাজারে ৩৬০ বিঘা জমিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পুলিশ একাডেমি নির্মাণের কাজটি প্রক্রিয়াধীন। রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমির আলোকে এটি নির্মিত হলেও রাজধানীর উপকণ্ঠে থাকার কারণে এ একাডেমির গুরুত্ব থাকবে ভিন্নতর। একজন এডিশনাল আইজিপির তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর সাব ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি লেভেলের দেড় থেকে দুই হাজার অফিসার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। ভাববার বিষয় হচ্ছে, এ একাডেমিকে কেন্দ্র করে অত্র জনপদে প্রতিবছর দেশের প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ সময় অবস্থান করবেন। ওই সময় তিনি উক্ত প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শন করে গার্ড অব অর্নার গ্রহণ ও শপথ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করবেন। সে সময় তিনি বেস্ট অফিসারদের ওসমানী এওয়ার্ডসহ বিভিন্ন পদক প্রদান করবেন।

ম্যূরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণ

দেশ এবং দেশের বাইরে নান্দনিক করে ফুটিয়ে তোলার জন্যে এ জনপদের প্রত্যেকটি প্রবেশ পথে মূর‌্যাল ও ভাস্কর্য নির্মাাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বৃদ্ধাশ্রম, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি পালনের সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। যেখানে ঘর ও স্বজনহারা বৃদ্ধরা বাকী জীবনটা সুখ স্বাচ্ছন্দে কাটাতে পারবেন।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে হাসপাতালে রূপান্তর

উন্নত চিকিৎসার সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যে ৫০ শয্যার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ২০০ (দুইশ’) শয্যার পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপান্তর করার পরিকল্পনা তাঁর রয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে এলাকাবাসীকে দুর্বিষহ যানজট অতিক্রম করে উন্নত স্বাস্থ্য সেবার জন্য ঢাকামূখী হতে হবে না।

ক্রীড়া সংস্থা ভবন

আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ

ক্রীড়াঙ্গনের হারানো ইতিহাস-ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আর সে লক্ষ্যেই ইতিমধ্যে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ

ক্রমবর্ধমান জনবসতির ফলে গ্রামীন জনগণের সামাজিক অনুষ্ঠানাদি নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় একটি করে কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা

আবহমানকাল থেকে তাঁত প্রধান আড়াইহাজারের তাঁতের কাপড় বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চাহিদা পূরণ করে আসছে। দেশের অর্থনীতিতে উপজেলাবাসীর অবদান থাকা সত্ত্বেও সঠিক নেতৃত্ব ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অভাবে তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই আড়াইহাজারকে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্যে ৩০০০ (তিন হাজার) বিঘা জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সার্ভিস

সময়ের সাথে তালমেলানো এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে অত্র এলাকার মানুষ যাতায়াতে সনাতন পদ্ধতির বাস সার্ভিসের আমূল পরিবর্তন চায়। তাই গোপালদী, বিশনন্দী ফেরীঘাট, আড়াইহাজার ও জাঙ্গালিয়া ভায়া ঢাকা রুটে বিআরটিসি (এসি) বাস সার্ভিস চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

ফ্ল্যাট নির্মাণ

সব শ্রেণি পেশার মানুষের আবাসন সুবিধার জন্য মদনগঞ্জ হতে নরসিংদী হাইওয়ে (পুরাতন রেলওয়ে) আড়াইহাজারের অন্তর্গত সড়কের দু'পাশে খাস জমি ভরাট করে যুগোপযোগী আধুনিক ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

এছাড়াও আরও অসংখ্য সময়োপযোগী প্রকল্প স্থাপনের জন্য তিনি নানামূখী উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। জাতীয় পর্যায়ে দল ও সরকারের বহুবিদ কাজের দারুন ব্যস্ততার মধ্যেও নজরুল ইসলাম বাবু আড়াইহাজারের যেকোন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীতে হাজির হন স্বশরীরে। তিনি সরেজমিনে গিয়ে সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আসলে তাঁর মতো প্রবাদ প্রতিম নেতার গুণকীর্তন দিনের পর দিন করলেও অপূর্ণ থেকে যাবে। ❑

স্থানীয় সাংসদ নজরুল ইসলাম বাবু গত সাড়ে ৪ বছরে এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি সন্ত্রাস মুক্ত আড়াইহাজার সৃষ্টি করেছেন। গত সাড়ে ৪ বছরে বাবু তার এলাকার প্রতিশ্রুত প্রত্যেকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। যা দেশের অনেক এলাকাতেই হয়নি। তাকে আরেকবার নির্বাচিত করলে আড়াইহাজার বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপজেলা হবে–

- শহীদ মঞ্জুর স্টেডিয়ামে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩ ,আওয়ামী লীগ আয়োজিত সমাবেশে তৎকালীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম

Avgvi AnsKvi

ডা. সায়মা ইসলাম ইভা

মেয়ে ডাক্তার তার বর ডাক্তার হবে, এমনটাই ইচ্ছা ছিল আমার গর্ভধারিণী, মমতাময়ী প্রিয় মা'র। আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা খ্যাতিমান আইনজ্ঞ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও নরসিংদী জেলা পরিষদের প্রশাসক এডভোকেট মোঃ আসাদোজ্জামানের ধ্যান ধারণা ছিল মা'র থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। নম্র, ভদ্র ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সমাজ ও দেশের সেবায় নিবেদিত প্রাণ এমন একজন মানুষকেই বাবা বর হিসেবে পছন্দ করে নেয়।

বহু আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশর প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের কিংবদন্তী সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু-- নামেই যার পরিচয়, জনমানসে ভেসে উঠে। একজন সুদক্ষ, সুযোগ্য ও ত্যাগী আওয়ামী রাজনৈতিক সংগঠক, মঞ্চ কাপানো অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে নরসিংদী ও এর আশেপাশে অনুষ্ঠিত আওয়ামীলীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের যেকোন সভা অনুষ্ঠানে নজরুল ইসলাম বাবুর অংশগ্রহণ অপরিহার্য হয়ে উঠে। এ সকল সভা অনুষ্ঠানে আমার বাবা নরসিংদী জেলা আওয়ামীলীগের তৎকালীন সভাপতি এডভোকেট মোঃ আসাদোজ্জামানের সাথে তার পরিচয় ও হৃদ্যতা গড়ে উঠে। সে হৃদ্যতা ধীরে ধীরে নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীর দুই ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের স্থায়ী সেতুবন্ধন গড়ে তোলে এবং বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

দিনটি ছিল ২০০৭ সালের ২১ নভেম্বর, বুধবার। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। প্রকাশ্যে সভা-সমাবেশসহ সবধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা চলছে। এরই মধ্যে হঠাৎ সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে আমাদের বিয়ের কার্য সম্পন্ন হয়। মাত্র তেত্রিশ হাজার এক টাকা দেনমোহরে ফাতেমা (রঃ) কাবিননামায় বিয়ের কার্য সম্পাদন হয়। আত্নীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরা এ নিয়ে ভিন্নমত পোষন করলেও আমি এনিয়ে প্রতিনিয়ত গর্ববোধ করি।

ন্যায় পরায়নতা, সৎ সাহসিকতা ও স্পষ্টবাদিতা নজরুল ইসলাম বাবু'র সবচেয়ে বড় গুণ, যা তাকে আজকের এ অবস্থানে উঠে আসতে সহায়তা করেছে। অনেকের মনে হতে পারে

তিনি ইস্পাত কঠিন এক মানুষ। কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার বিপরীত-এক শিশুসুলভ স্নেহ, মায়া মমতায় ভরা তার হৃদয়। কারো সাথে ক্ষণিকের জন্য রাগান্বিত হলেও পরবর্তীতে নিজেকে সামলে নিয়ে তার সাথে নিভৃতে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় পার করে দেন। দেশ, মাটি ও মানুষের জন্য কাজ ও সেবাই যেন তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। আড়াইহাজারের উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করে চলছেন এবং এ কাজের মধ্যেই তিনি জীবনের আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। মনে প্রাণে কাজ করলে তাতে সফলতা আসবে, তাঁর এই আত্মবিশ্বাস আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম ও বেড়ে উঠা এবং স্বামীর মানুষ, সমাজ ও দেশের জন্য অবিরত কাজ করে যাওয়া আমাকে সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও অনগ্রসর মানুষের জন্য কাজ করতে দারুনভাবে অনুপ্রাণিত করে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে আমিও মানুষের জন্য আমার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে চলেছি।

ক্লান্তিহীন, কর্মবীর, নিঃস্বার্থ, জনদরদী এই মানুষটির নিকট যেন আড়াইহাজারের প্রত্যেকটি মানুষ পরম আত্মীয়ের মতো। রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ ছাড়াও ঈদ উৎসব, পূজা-পার্বন, বিয়ে-সাদী যেকোন ঘটনা-দুর্ঘটনা, এমনকি যে কারো মৃত্যু সংবাদে তিনি ছুটে যান নিজের পরিবার মনে করে। অত্যন্ত ধৈর্য্য ও মনোযোগ নিয়ে সব শ্রেণি পেশার মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার কথা শোনেন এবং সাধ্য অনুযায়ী সমাধানের পদক্ষেপ নেন।

ডা. সায়মা ইসলাম ইভা ও তার জীবনসঙ্গী নজরুল ইসলাম বাবু

একটু অবসর যাপনের জন্য বিদেশ ভ্রমনে গেলেও প্রবাসী বাংলাদেশী মানুষের নানাবিধ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয় এবং প্রবাসী মানুষের আপ্যায়ন, ভালোবাসা এবং আতিথেয়তা আমাদের দারুণ ভাবে মুগ্ধ করে। নজরুল ইসলাম বাবুর প্রতি দেশের গন্ডির বাহিরেও প্রবাসী বাংলাদেশী মানুষের এই যে অকৃত্রিম, নিবেদিত প্রাণ আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তা অত্যন্ত কাছ থেকে আমি উপভোগ করার সুযোগ পাই।

রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং ও গণমানুষের সান্নিধ্যে আসা ইত্যাদি কাজে প্রচুর সময় ব্যয়ের কারণে সার্বক্ষণিকই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। আর এই ব্যস্ততার কারণে রাজনৈতিক নেতারা নিজের স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোন, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের সময় দিতে পারেন না। আমার প্রিয় স্বামী নজরুল ইসলাম বাবুও এর ব্যতিক্রম নয়। আমার জন্ম ও বেড়ে উঠা যেহেতু এক ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারে তাই তাঁর এই রাজনৈতিক ব্যস্ততা আমার কাছে অত্যন্ত সহনীয় এবং তা প্রতিনিয়ত মেনেই চলছি। এতসব রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোন, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ তাঁকে অনন্য এক গুণের অধিকারী করেছে। পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার পরিজনের সাথে শত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় দেয়ার চেষ্টা করেন।

ডা. সায়মা ইসলাম ইভা ও তার জীবনসঙ্গী

অতিথি আপ্যায়ন এবং রসনা বিলাস তাঁর চরিত্রের অন্যতম একটি গুণ। নিজ হাতে রান্না করা এবং তা পরিবেশন করতে খুব পছন্দ করেন এবং সুযোগ পেলেই তা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রান্না করা খাবার মেন্যু লেবুর ডাল, যা স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় এবং মজাদার।

বাবার পরেই আমার আদর্শ আমার স্বামী। এমনকি বাবার সাথে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক দর্শনেও অপূর্ব মিল রয়েছে। বাবা এবং আমার স্বামী নজরুল ইসলাম বাবু দু'জনেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, মহান স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়া বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী। তারা উভয়ই দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভুলে গিয়ে যেকোন অসহায়, বিপদগামী ও পীড়িত মানুষের সাহায্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন।

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। পৃথিবীর যে দেশ ও জাতি যত উন্নত, সে জাতি তত বেশী শিক্ষিত --এই মতাদর্শ ধারন করে তারা শিক্ষাকে সবসময়ই অগ্রাধিকার দেন এবং

স্নেহময়ী পিতা-মাতার সাথে ছেলে ইয়াসার ইসলাম ইশান

শিক্ষিত মানুষকে সবসময় যথাস্থানে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। জ্ঞানার্জনের জন্য বই পড়ার বিকল্প নেই, তারা দু'জনেই সামান্য সময় সুযোগ পেলেই বই পড়েন। যে সহে, সে রহে। ক্ষমা একটি মহৎ গুণ--মহা-মণীষীর এই চিরন্তন সত্য বাণী মনে প্রাণে ধারণ করেন এবং প্রতিকুল পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ ধৈর্য্য ও সংযমের সাথে মোকাবেলা করেন। অন্যের প্ররোচনায় কোন মানুষ যদি কোন ভূল, অন্যায় ও অপরাধ করে থাকলে তা সৎ সাহসে স্বীকার করে অনুশোচনা করলে সাথে সাথে অন্যায় ও অপরাধকে মার্জনা করে দেন। তারা দু'জনেই বাঙ্গালীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দর্শনে বিশ্বাসী।

ছেলে তার বাবার মতোই বর্হিমুখী স্বভাবের। এই অল্প বয়সেই মানুষের সাথে মিশে যেতে পারে এবং যে কাউকে আপন করে নেয়ার সম্মোহনী ক্ষমতা রাখে। ছেলে ইয়াসার ইসলাম ইশান তার সেলিব্রেটি বাবা এবং নানার প্রগতিশীল রাজনৈতিক দর্শন এবং মুক্ত বুদ্ধির মানুষের চিন্তা চেতনা নিয়ে বড় হয়ে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতি গঠনমূলক কাজে নিজেকে আত্মনিবেদন করবে-- মা হিসেবে এটাই আমার প্রত্যাশা। সমাজের মেহনতি মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণে কাজ করার জন্য সকলের দোয়া ও ভালোবাসাই হয়ে উঠুক আমাদের চলার পাথেয়। ❑

Dbqb ivRbxwZi Rxeš wKse`šx

মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী, প্রগতিশীল, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্ত চিন্তা চেতনার মানুষ অনগ্রসর সমাজেকে নতুন করে বিনির্মাণ করতে নিরলস-ভাবে কাজ করে যান। তাদের সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সংস্কৃতি, সভ্যতা ও রাজনীতি আলোর পথে অগ্রসর হয়। তাদেরই একজন নজরুল ইসলাম বাবু। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা
নতুন প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয়। তাঁর মধ্যে রয়েছে সাধারণ মানুষকে আপন করে নেয়ার এক দূর্লভ গুণ। তাঁর পিতামহ আধ্যাত্মিক সাধক পিরে কামেল মোকাম্মেল মরহুম মাওলানা মফিজউদ্দিন আহম্মেদ আজীবন মানুষের সুখে-দুঃখে, বিপদে আপদে পাশে থেকে সহযোগিতা করেছেন। এজন্যে এলাকাবাসী আজও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। পিতামহের আদর্শ ও কর্মসূচীকে লালন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে তিনি রাজনীতি করে যাচ্ছেন।

রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার অর্ন্তগত এক ছায়াঢাকা, পাখিঢাকা, সবুজ, শ্যামল বৃক্ষরাজিতে ভরপুর, দিগন্ত ভরা ফসলের মাঠ, এক ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় দুপ্তারা ইউনিয়নের বাজবী গ্রাম। এই গ্রামেই ১৯৬৭ সালে ১০ মার্চ উন্নয়ন রাজনীতির জীবন্ত কিংবদন্তী নজরুল ইসলাম বাবুর জন্ম। তাঁর পিতা মরহুম সহিদুর রহমান এবং মাতা মরহুম জাহানারা বেগম। পাঁচ ভাই চার বোন মধ্যে তাঁর অবস্থান পঞ্চম। নজরুল ইসলাম বাবুর স্ত্রী ডা. সায়মা ইসলাম ইভা, এম বি বি এস, সাতগ্রাম ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। একমাত্র ছেলে ইয়াসার ইসলাম ইশান গুলশান স্কলাস্টিকায় প্লে তে পড়াশুনা করছে। পরিবারে সবার আদরের সন্তান হিসেবেই সারা বাংলায় বাবু নামটি ‘বাবু ভাই’ হিসেবে সমধিক পরিচিত।

শৈশব-কৈশোর

ভাইবোনের মধ্যে অন্যদের চেয়ে তিনি ছিলেন অনেকটা ব্যতিক্রমধর্মী। গ্রামের অত্যন্ত মনোরম সবুজ শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে নজরুল ইসলাম বাবুর দুরন্ত ও প্রাণোচ্ছল শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। নিজ বাড়ির আশে পাশের খাল বিলে বন্ধুদের সাথে সাঁতার কাটা, মাছ ধরা, কখনও গাছে উঠে ফল পেড়ে খাওয়া, স্কুল শেষে বাড়ি ফিরে বন্ধুদের সাথে নিয়ে খেলার মাঠে যাওয়া, সেখানে ফুটবল খেলায় হার-জিত নিয়ে বন্ধুদের সাথে মান অভিমান করা ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্মকান্ড ছিলো তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জননেত্রী শেখ হাসিনা নজরুল ইসলাম বাবুর অসুস্থ মাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সাবেক পিজি) হাসপাতালে দেখতে যান

এক সচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন বিধায় বাবা-মা, ভাই-বোন ও পরিবার-পরিজন নিয়ে সংসার ছিলো অত্যন্ত সুখ ও শান্তিতে ভরপুর। দূরন্ত শৈশব ও কৈশোরের সেই অবাধ স্বাধীন চলাফেরায় বাবা-মা কখনো তেমন বাঁধা হয়ে দাঁড়াননি। খুব কম বয়সে পরম শ্রদ্ধেয় বাবা এবং অকালে মাকে হারিয়ে বাবা-মা হারানোর ব্যথা সবসময় মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।

শিক্ষা

পিতামহ পিরে কামেল মোকাম্মেল মরহুম মাওলানা মফিজউদ্দিন আহম্মেদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাজবী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ দুপ্তারা সেন্ট্রাল করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে বিজ্ঞান বিভাগে কৃতিত্বের সাথে এস এস সি পাশ করেন। ১৯৮৪ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে এইচ এস সি, পরবর্তীতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ডিগ্রী এবং সর্বশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হন। তিনি সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সসহ এম এস এস ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৬ সালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে তিনি আইন বিষয়ে এল এল বি ডিগ্রি লাভ করেন।

রাজনীতি

তাঁর রয়েছে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন। তৃণমূল থেকে আসা একজন আদর্শ, নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি সকল মহলে প্রশংসিত। তিনি মানুষের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং তাদের

জন্য সংগ্রামকেই প্রধান পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই তিনি রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পেতে ত্যাগ-তিতীক্ষার সাথে বাগ্মীতা রাজনৈতিক নেতাদের ব্যতিক্রমধর্মী এক বিধাতা প্রদত্ত গুণ। এই গুণ একজন তরুণ রাজনীতিবিদকে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক উত্তরসূরী হিসেবে নজরুল ইসলাম বাবুও একজন বাগ্মী নেতা। তাঁর মঞ্চ কাঁপানো, জ্বালাময়ী রাজনৈতিক বক্তব্য এবং সমাজ, দেশ ও জাতির বিষয়ে দার্শনিক বক্তব্য মানুষ মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করেন।

আন্দোলন-সংগ্রাম

বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে তাঁর রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। নব্বইয়ের এরশাদের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে তৎকালীন ছাত্রনেতাদের মধ্যে যে কয়জন রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং সক্রিয় কর্মী ও সংগঠক হিসেবে অবদান রেখেছেন বাবু তাদের অন্যতম। এমনকি ওই সময় সামরিক সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে সাড়ে তিনমাস কারাগারে আটকে রাখেন। সংগ্রামী এই ছাত্রনেতাকে ১৯৯৪ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সভাপতি এবং ১৯৯৮ সালে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। বিগত বিএনপি জোট সরকারের বিভিন্ন জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনি বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। একারণে ২০০২ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি ঈদের রাতে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা'র সাথে সাক্ষাৎ শেষে ফেরার পথে ডিবি পুলিশের হাতে ঢাকায় গ্রেফতার হন।

বঙ্গভবনে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সাথে আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

ডান্ডাবেড়ী পরিহিত অবস্থায় মানিকগঞ্জ, কাশিমপুর ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের একটি ছোট্ট কুঠিরে তাকে আটকে রাখা হয়। কারাবরণ অবস্থায়ই তিনি কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটে ওই বছর বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। দীর্ঘ ১১ মাস পর ব্যাপক আন্দোলনের মুখে জোট সরকার তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। চার বছর ৬ মাস

জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিনের সাথে আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক থেকে তিনি সারাদেশে ছাত্র সংগঠনকে অত্যন্ত শক্তিশালী করতে সক্ষম হন। তিনি ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক মর্মান্তিক ও বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলার শিকার হন।

দেশে ও দেশের বাইরে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিয়ে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে মৃত্যুর দুয়ার থেকে জনতার মাঝে পুনরায় ফিরে আসেন। ছাত্র আন্দোলনের একজন নিষ্ঠাবান, ত্যাগী ও প্রতিশ্রুতিশীল কর্মী হিসেবে তাঁর বঙ্গবন্ধুর একান্ত সহচর প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান, জননেতা আমির হোসেন আমু, প্রয়াত আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, মোহাম্মদ নাসিম, প্রয়াত মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, ওবায়দুল কাদের, বেগম মতিয়া চৌধুরী, সাজেদা চৌধুরী, শহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম, এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, মির্জা আজমসহ অনেক জাতীয় নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের পরম সৌভাগ্য হয়েছে।

কর্মজীবন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদানসমূহ

আড়াইহাজার উপজেলায় ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি স্থানীয় ছাত্র রাজনীতির যাত্রা শুরু করেন। সমবায় আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে ১৯৯৬ সালে সমবায় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি এবং বাংলাদেশ জুট কো-অপারেটিভ সোসাইটি'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ ছাড়াও বাংলাদেশ কোল্ড ষ্টোরেজ এসোসিয়েশনে বিশেষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি এস এম এ ফায়েজের সাথে মিটিংয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু

অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৬ সাল থেকে তাকে পরপর তিনবার পরিচালকের দায়িত্ব অর্পণ করেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জড়িত রয়েছেন।

পরিশ্রমী ও পর্যবেক্ষক

মানুষ ও সমাজের প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ক্লান্তিহীনভাবে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। একটু বিশ্রাম বা ফুসরত নেয়ার সুযোগ কোথায়--সামনে অনেক কাজের পর কাজ। পঞ্জিকা খুললেই আজ সকালে রাজনৈতিক সভা, বিকেলে কোন প্রিয়জনের অনুষ্ঠানে, কাল সকালে জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় ও তার সহধর্মিনীর সাথে নজরুল ইসলাম বাবু

হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন, বিকেলে সংসদ অধিবেশন, রাতে ইলেক্ট্রনিক্স টিভি চ্যানেলে টক শো, পরশু দিন থাকে কোন কেন্দ্রীয় সমাবেশে অংশগ্রহণ।

এভাবে বছরের ৩৬৫ দিন কাটে অত্যন্ত কর্মব্যস্থতার মধ্য দিয়ে। তিনি নিজের সুখ-শান্তি জলাঞ্জলি দিয়ে অবিরাম যন্ত্রের ন্যায় দেশ, সমাজ ও মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য কাজ করে চলছেন। বিরামহীনভাবে পরিশ্রম ও কাজ করার জন্য তাঁর যে সুস্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি তা বর্তমানে সত্যিই বিরল।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় শারীরিক শ্রম মানুষকে অনেক জটিল রোগব্যাধি থেকে মুক্ত রেখে দীর্ঘায়ু করে। আবার মনিষীর মতে,"বিশ্রাম কাজের অঙ্গ এক সাথে গাঁথা, নয়নের অঙ্গ যেন নয়নের পাতা" এই উক্তিটিও চিরন্তন সত্য। কিন্তু নজরুল ইসলাম বাবু তাঁর জীবনে উপরোক্ত বার্তাটি মেনে জীবন পরিচালনা করতে পারেননি। জনমানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে সর্বক্ষণ কাজ করে যান বিধায় মানুষের স্নেহ ও ভালোবাসা এবং আর্শিবাদে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ততো অফুরন্ত প্রাণশক্তি দিয়ে সুস্থ রেখেছেন। সকল প্রকার সভা, সেমিনার, বিয়ে সাদী এবং কারো মৃত্যু সংবাদে ছুটে চলেন এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। দিনের বারোটায় যারা তাকে দেখেছেন খাগকান্দাতে ঠিক তাদের কাছেই আবার রাতের বারোটায় দেখা মেলে সাতগ্রামে। আবার ঘুম থেকে খুব সকালে উঠেও দেখেন বাসার অতিথিরুমে। ব্যক্তিটির ক্লান্তি নেই, হতাশা নেই, বিরক্তিভাব নেই। মানুষের কথা শুনে তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। তিনি এতটাই প্রজ্ঞা ও মনোস্তাত্বিক

জাঙ্গালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকুর সাথে নজরুল ইসলাম বাবু

দার্শনিক গুণের অধিকারী যে, কোন মানুষের বাহ্যিক অবয়ব ও কারও সাথে কথা বলেই সে মানুষের চাওয়া-পাওয়া, দাবি-দাওয়া সম্পর্কে বুঝে নিতে পারেন।

মেধাবী, প্রতিভাবান, ত্যাগী ও পরিশ্রমী তরুণ নেতৃত্বই ডিজিটাল আড়াইহাজার তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কারিগর হবে --এই বিশ্বাস থেকেই তিনি আড়াইহাজার আওয়ামীলীগ ও এর অংগ সংগঠনের মেধাবী, প্রতিভাবান, পরিশ্রমী ও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ নেতৃত্বকে স্থান করে দিয়েছেন। নজরুল ইসলাম বাবু মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন উন্নয়নের সুফল প্রান্তিক জনগনের মধ্যে পৌছে দিতে এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে একটি অপরাধমুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। তাই তিনি চোর-ডাকাত, সন্ত্রাসী-

সরকারি সফর আলী কলেজের নবীন বরন (১০ ডিসেম্বর ২০১৩) অনুষ্ঠানে নজরুল ইসলাম বাবুর উন্নয়ন ও অবকাঠামো নিয়ে 'সরেজমিন প্রতিবেদন' এর বিশেষ সংখ্যা উপহার প্রদান করছেন সম্পাদক

জাহানারা বেগম উচ্চ বিদ্যালয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান ও স্থানীয় সাংসদ নজরুল ইসলাম বাবু।

চাঁদাবাজ, মাস্তান, ভূমিদস্যু, মাদক, চোরাকারবারী, জঙ্গীবাদ এবং সবধরনের সমাজ ও দেশবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার এবং কঠোর হস্তে দমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁর এই দৃঢ় মনোভাবের কারণে আড়াইহাজার আজ সবধরনের অপরাধ কার্যক্রম হতে মুক্ত জনপদ। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে নির্বাচিত অনেক এমপি-মন্ত্রী এলাকাবাসীর দুঃখ দুর্দশা শুনতে বিরক্তবোধ করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এমপি বাবু প্রতিদিনই জনগনের প্রতি দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকারের কারণে তিনি বিরক্তিহীন ও ক্লান্তিহীনভাবে গণমানুষের সুখ-দুঃখের কথা পরম ধৈর্য্য নিয়ে শোনেন এবং তা লাঘবের সাধ্যমত চেষ্টা করেন। তিনি নিজে যেমন স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন তেমনি অন্যের স্বপ্নপূরণে সাধ্যমত সহায়তা করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বিগত চার দশকে আড়াইহাজারে যে উন্নয়নের ছোয়া লাগেনি তা তিনি গত সাত বছরে করতে সমর্থ হয়েছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নির্মাণাধীন ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, হেল্‌থ কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ফায়ার সার্ভিস, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম মাজহারুল হক অডিটেরিয়াম, দুপ্তারা আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু কমিউনিটি সেন্টার, ডাক বাংলো, সরকারি সফর আলী কলেজে অনার্স কোর্স চালু, গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ ও লস্করদীতে নজরুল ইসলাম বাবু উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ২০টি বেসরকারি রেজিস্ট্রার ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ, ৫টি মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যামিক, মাদ্রাসা এমপিও ভূক্তিকরণ, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত ভবন, ক্রীড়া সংস্থার ভবনসহ স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় শতাধিক নতুন ভবন নির্মাণ, সহস্রাধিক গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন, কালাপাহাড়িয়ায় ও মাহমুদপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, আশ্রয়ণ প্রকল্প, ডিজিটাল টিএন্ডটি এক্সচেঞ্জ, সার্ভার ষ্টেশন স্থাপন, নিজ পরিবারের দানকৃত সম্পত্তিতে বাজবী সহিদুর রহমান কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা, একই সাথে আড়াইহাজার ও গোপালদী পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, বিশনন্দীতে ফেরী চালু, যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকরন ও শিল্প-কারখানাসহ অধিকাংশ ঘরে আবাসিক গ্যাস সরবরাহসহ দুই হাজার কোটি টাকারও বেশী রেকর্ড সংখ্যক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চিরচেনা আড়াইহাজারকে বদলে দিয়েছেন।

সংসদ সদস্য

২০০৮ সালে তাঁর নিজ এলাকা নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার উপজেলা) সংসদীয় আসন-২০৫ থেকে ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামীলীগের একজন

উদীয়মান তরুণ হিসেবে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এক লাখ ১৭ হাজার ৪৩৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির এ এম বদরুজ্জামান খসরু পেয়েছিলেন ৭৮ হাজার ৬৭৫ ভোট। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার) আসনে ২ ডিসেম্বর ২০১৩ সোমবার ইউএনও গুলশান আরার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

বিদেশ ভ্রমণ

রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফ্রান্স, ভারত, দুবাই, হংকং, স্পেন, পর্তুগাল, মেক্সিকো, ইতালী, সুইজারল্যান্ড, সৌদি আরব, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর ও চীনসহ অর্ধশতাধিক দেশ ভ্রমণ করেন এবং উন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার কাঠামো এবং তাদের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে নিজ এলাকার উন্নয়নে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগান।

২০ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাথে চীনে আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আড়াইহাজার ও রূপগঞ্জের কিছু অংশ নিয়ে সিটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন গঠন, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও প্রতি তিনটি ইউনিয়নে একটি সরকারি স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা, নদী সুরক্ষার ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে ৩০ ফুট প্রশস্ত সড়ক নিমার্ণ,

ছাত্রলীগের সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন করছেন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। পাশে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু

ভূলতা থেকে গোপালদী, উচিৎপুরা ও বিশনন্দী সড়ককে দুই লেনে উন্নীতকরণ, ৫০ শয্যার হেল্‌থ কমপ্লেক্সকে ২০০ শয্যা হাসপাতালে উন্নীত, প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন, বিআরটিসি (এসি) বাস চালু, মদনগঞ্জ ভায়া আড়াইহাজার এবং নরসিংদী হাইওয়ে (রেলওয়ে) সড়কের দুই পাশের খাস জমি ভরাট করে আবাসন প্রকল্প বা ফ্ল্যাট নির্মাণ, পুলিশ একাডেমি, প্রত্যেকটি প্রবেশপথে ম্যুরাল ও ভাস্কর্য, কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নকে ডিজিটাল পর্যটন নগরী, শিশুপার্ক, বৃদ্ধাশ্রম, গ্যালারীসহ স্টেডিয়াম এবং আইসিটি পার্ক নির্মাণসহ অসংখ্য সময়োপযোগী প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। ❑

(লেখক : সফুরউদ্দিন প্রভাত)

gvb‡li gv‡S †e‡P _vK‡eb nvRv‡iv eQi a‡i

● শাহ মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ ●

আমি নেতা নই, সাধারণ মানুষ। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার একজন কর্মী। আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনাদের পাশে থেকে কাজ করে যেতে চাই। আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবুর কর্মতৎপরতা এবং তার এই বাণী সকলের কাছে অনুকরণীয়। অজস্র প্রতিকূলতা, হাজারো ষড়যন্ত্র ও প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে তিনি দলীয় নেতাকর্মী থেকে শুরু করে সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে নিজের পরম আত্মীয় মনে করে কাজ করে যাচ্ছেন সমানতালে। গত সাত বছরে ব্যাপক উন্নয়ন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিনির্মাণ, শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ, যোগাযোগ ও যাতায়াতের অবকাঠামো নির্মাণে সাফল্য, হতদরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন, কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব

অবদানের জন্য তিনি পরিচিতি পান ‘ডিজিটাল আড়াইহাজারের রূপকার’ হিসেবে।

নজরুল ইসলাম বাবু ও তার পরিবারের একজন হয়ে সবচেয়ে কাছের থাকার পরম সৌভাগ্যবানদের একজন আমি। কীভাবে, কেমন করে এবং কোথায় ওতপ্রোতভাবে এই মহান নেতার সান্নিধ্য পেয়েছি তা নিয়ে রয়েছে হাজারো মনের হাজারো প্রশ্ন। অনেকে ভাবেন আমি তাঁর শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কের কোন নিকট আত্মীয়। তা না হলে আত্মীয় বা অন্য কোন সম্পর্কে মাধ্যমে অথবা আমার বিশেষ কোন গুণের কারণে এই মহান নেতার এতো আস্থাভাজন সহচর হয়েছি। কিন্তু আত্মীয় না হলেও তাঁর নজরে আসার বিষয়টি নিয়ে সবসময় আমি গর্বের সহিত অনুভব করে থাকি। ছোটকাল থেকেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মহান স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে গড়া বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনৈতিক দর্শনে আস্থাভাজন ছিলাম। স্কুল জীবন থেকেই ছাত্রলীগের

স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, মিছিল ও বিভিন্ন কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি। এমনিভাবে ইন্টারমিডিয়েট পড়া অবস্থায় ২০০১ সালে বেলাবো-রায়পুরা উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন নিয়ে আঞ্চলিক শাখা ছাত্রলীগ গঠন করা হয় এবং সে কমিটিতে আমাকে সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এইচ এসসি পাশ করার পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হই এবং ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ি। ২০০২ সালের মাঝামাঝি সময়ে রায়পুরা উপজেলা ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুকে প্রধান বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমি তখন বারৈচায় আঞ্চলিক ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে মোটর সাইকেল শোভাযাত্রার মাধ্যমে পথিমধ্যে বাবু ভাইকে অভ্যর্থনা জানাই। তিনি সম্মেলন স্থলে গাড়ি থেকে নেমে আমার পরিচয় জানতে চান এবং জিজ্ঞাসা করেন আমি কি করি। আমার পরিচয় দেয়ার পর তিনি একটি ভিজিটিং কার্ড আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন-আমার সাথে যোগাযোগ রেখো।

তৎকালীন পানিসম্পদ মন্ত্রী প্রয়াত আব্দুর রাজ্জাকের সাথে আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হয়েই বাবু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি এবং তাঁর সাথে ছাত্রলীগের সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। ওই সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র এবং শিক্ষক সমাজে নজরুল ইসলাম বাবুর ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে আমাদের এলাকার শিক্ষার্থীদের সম্মান অনেক উঁচুতে চলে যায়। বাবু ভাইয়ের স্নেহভাজন হওয়ায় সকলে আমাকে সহজেই আপন করে নেয়। আমি এতটাই সৌভাগ্যবান, দলীয় যেকোন সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাবু ভাই তাঁর সাথে থাকার সুযোগ করে দেন। তার সান্নিধ্য আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

তারপর ওয়ান ইলিভেন....... আরো অনেক কথা...... এভাবেই বাবু ভাইয়ের সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ এবং পরে ঘনিষ্ঠভাবে সান্নিধ্য লাভ।

বিগত সাত বৎসর যাবত আমি তাঁর সাথে কাজ করছি। সভা-সমাবেশসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রয়োজেনে সকাল থেকে গভীর রাত তাঁর সাথে থাকতে হয়। গভীর রাতে ঘুমানোর পরও ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠলে দেখে কখনও মনে হয়নি এই মানুষটির মধ্যে কোন ক্লান্তি আছে। সর্বদা হাস্যোজ্জল, উৎফুল্ল আর উজ্জীবিত এক মানুষ। মহান সৃস্টিকর্তা প্রদত্ত তিনি অলৌলিক গুণাবলীর অধিকারী যা তাঁকে অনেক উচুঁতে উঠতে সহায়তা করছে। রাজনৈতিক কর্মসূচী সম্পন্ন করে অনেক সময় গভীর

রাতে বাসায় ফেরার সময় পথিমধ্যে কোন মানুষ বাবু ভাইকে দেখে হাত উচুঁ করলে তিনি গাড়ি থামিয়ে কুশল বিনিময়সহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে হাসি মুখে বিদায় দেন। সফরসঙ্গী হিসেবে অনেক সময় ভাবি যে, এভাবে রাস্তায় দাড়িয়ে অপেক্ষমান মানুষের সাথে কুশল বিনিময় না করলে আরো আগে বাসায় ফিরতে পারতাম, পরক্ষণেই মাথায় ভাবনা আসে অপেক্ষমান মানুষের সাথে কথা না বললে সে অনেক কষ্ট পেতো।

মাধবদী ছাত্রলীগের পুনর্মিলনী-২০১৪ অনুষ্ঠানে মাননীয় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী লে. কর্ণেল মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম হিরু (বীর প্রতীক) ও জননেতা আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও আজন্ম লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে তরুন প্রজন্মকেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে --এ ভাবনা থেকেই স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী তাঁর যেন পরম আত্মার আত্মীয়। শত ব্যস্ততার মাঝেও তাদের যেকোন সমস্যা ও দাবী দাওয়া মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং তা দ্রুত সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। স্কুল/কলেজ পড়ুয়া কোন ছাত্র-ছাত্রীকে কখনও বলতে শুনিনি যে, তোমাকে আমার রাজনীতি করতে হবে। বরং তিনি সবসময় বলে থাকেন, মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করে মানুষের মত মানুষ হতে হবে। সমাজের প্রতি তোমাদের যে দায়বদ্ধতা তা সঠিকভাবে পালন করলেই বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে।

তার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এলাকার উন্নয়ন এবং মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, তাঁর প্রজ্ঞাময় নেতৃত্ব এবং দূরদর্শীতা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয়। একেবারে তৃণমূল থেকে উঠে আসা মাটি ও মানুষের সাথে নজরুল ইসলাম বাবুর আত্মিক সম্পর্কের কারণে তিনি মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন হাজারো বছর ধরে। ❑

শাহ মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, *মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবুর ব্যক্তিগত সহকারী। যিনি ১৮ বছর যাবত এমপি মহোদয়ের পাশে থেকে প্রেরণা যুগিয়ে আসছেন।*

জাতীয় সংসদে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে বক্তৃতা রাখছেন নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু

সমালোচকদের উদ্দেশ্যে সংসদে নজরুল ইসলাম বাবু

নিজের চেহারাটা আয়নার সামনে দাড়িয়ে একবার দেখুন, বাংলাদেশে আপনারা কেমন আছেন

মহান বাব্বুল আল আমিনের দরবাররে শোকরিয়া আদায় করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যার করুনার উৎসাহে বাংলাদেশ, তার প্রতি মস্তক অবনত করে শ্রদ্ধা জানিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি আমাকে দ্বিতীয়বারের মতো মনোনয়ন দিয়ে এই জাতীয় সংসদে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বাজেট নিয়ে দুই একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো।

অর্থমন্ত্রী ২০০৯-২০১০ হতে এই পর্যন্ত ছয়টি বাজেট আমাদের দিয়েছেন। এই ছয়টি অর্থবছরে পাঁচটি বাজেট আমরা শেষ করে এসেছি। আমি দেখেছি এই অর্থবছরগুলো শেষ করার সাথে সাথেই বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুড়িয়া, সুন্দরবন থেকে বান্দরবন এবং রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে রাজশাহী, সিলেট, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ বিভিন্ন স্থানে নতুন সিটি কর্পোরেশনসহ পুরনো সিটি কর্পোরেশনগুলোর চেহারা পরিবর্তন ঘটেছে। একদিন আমরা দেখেছিলাম এই আবর্জনার শহর এই ঢাকা শহর। আমি নিজে বসবাস করছি। ছোট থেকে বড় হয়েছি। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিলো এই ঢাকা শহরের পরিবেশ। এই অর্থবছরগুলো কাজে লাগিয়ে

একদিন আমরা দেখেছিলাম এই আবর্জনার শহর এই ঢাকা শহর। আমি নিজে বসবাস করছি। ছোট থেকে বড় হয়েছি। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিলো এই ঢাকা শহরের পরিবেশ। এই অর্থবছরগুলো কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক নেত্রী, গণতন্ত্রের মানসকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনা নিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ইতিমধ্যে ঢাকাকে সাজাতে সক্ষম হয়েছেন। এখন আমরা হাতিরঝিলের পাশে বসবাস করছি। যখন আমরা ফ্লাইওভারে যাওয়া আসা করি। ফ্লাইওভারে যখন উঠি তৃতীয় তলায় দেখি আরেকটি গাড়ি যাচ্ছে। মন ভরে যায়।

গণতান্ত্রিক নেত্রী, গণতন্ত্রের মানসকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনা নিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ইতিমধ্যে ঢাকাকে সাজাতে সক্ষম হয়েছেন। এখন আমরা হাতিরঝিলের পাশে বসবাস করছি। যখন আমরা ফ্লাইওভারে যাওয়া আসা করি। ফ্লাইওভারে যখন উঠি তৃতীয় তলায় দেখি আরেকটি গাড়ি যাচ্ছে। মন ভরে যায়। মনে হয়, সুখের রাজ্যে বসবাস করতে শুরু করেছি। তারপরও সমালোচকরা বক্তৃতা করেন, যারা বক্তৃতায় বলেন মাঠে ময়দানে তাদের কাছে আমার প্রশ্ন? এই ধরনের বক্তৃতা দেয়ার পূর্বে তারা কী একবারও ভেবেছেন। বারবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছেন, উপভোগ করেছেন, ভোগ করেছেন, বিজনেস প্লট বানিয়েছেন বাংলাদেশটাকে। সেই সকল নেতাকর্মীদের বক্তৃতায় যখন সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলতে চান তখন তাদেরকে বলতে চাই নিজের চেহারাটা আয়নার সামনে দাড়িয়ে একবার দেখুন। বাংলাদেশে আপনারা কেমন আছেন। ❑

(২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার অংশবিশেষ, তারিখ : ২৬-০৬-২০১৪)

†Mvcvj`x bRiæj
Bmjvg eve K‡jR

আধুনিক মানুষ গড়ার এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ

ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যবাহী ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ আড়াইহাজার উপজেলার গোপালদী পৌরসভা। এ পৌরসভায় ৯টি প্রাথমিক, ৩টি মাধ্যমিক ও ১টি মাদ্রাসা থাকলেও উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন কলেজ না থাকায় এখানকার শিক্ষার্থীদের অনেক কষ্ট করে উপজেলা সদর, ঢাকা, মাধবদী-নরসিংদীসহ বিভিন্ন দূর-দূরান্তে গিয়ে লেখাপড়া করতে হতো। তাই স্থানীয় জনগণের একটি আধুনিক কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী ছিলো দীর্ঘদিনের। স্বাধীনতাত্তোর বহুবছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অনেক শিল্পপতি ও রাজনীতিবিদ শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করেছেন।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের তরুণ প্রজন্মকে উপযুক্ত মানব সম্পদে পরিণত করে যুগপযোগী করে গড়ে তুলতে আধুনিক শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই প্রত্যেক অঞ্চলকে সমভাবে শিক্ষা গ্রহণের সৃযোগ সৃস্টির মাধ্যমে ডিজিটাল আড়াইহাজার গড়া সম্ভব। এ উপলব্দিবোধ থেকেই স্বাধীনতার চার দশক পর গোপালদীতে একশ' ২৩ শতাংশ জমি ভরাট করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ নামে একটি আধুনিক মানুষ গড়ার অনন্য এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০১০ সালের ৮ জুলাই ১৩৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে কলেজের ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হয়। ২০১২ সালে ৮০ জন শিক্ষার্থী কলেজ থেকে এইচ এস সি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে। প্রথমবারেই তিনজন জিপিএ ৫ সহ শতভাগ পাশের কৃতিত্ব অর্জন করে।

কলেজ বাস

কলেজ ক্যান্টিন

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

- ❑ শতভাগ ক্লাস নির্ভর (প্রাইভেটমুক্ত)
- ❑ সুদৃশ্য খেলার মাঠ।
- ❑ উন্নতমানের ক্যান্টিন চালু।
- ❑ মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম।
- ❑ শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।
- ❑ নিয়মিত শিক্ষক ও অভিভাবক সমাবেশ।
- ❑ নিরিবিলি পরিবেশ ও রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস।
- ❑ শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা।
- ❑ দক্ষ, উদ্যোমী ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী।
- ❑ সমৃদ্ধ পাঠাগার ও আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব।
- ❑ দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্ন।
- ❑ একাডেমিক পঞ্জিকা অনুযায়ী পরীক্ষা ও তার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
- ❑ পাঠ অগ্রগতি ও ক্লাসে উপস্থিতির ত্রৈমাসিক বিবরণ অভিভাবকদের নিকট প্রেরণ।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

- ❑ মনোরম পরিবেশে অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরিচালনায় রয়েছে শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা।
- ❑ শ্রেণী শিক্ষকের নিবিড় তত্ত্বাবধানে কাউন্সেলিং গ্রুপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চরিত্র, আচরণ, মূল্যবোধ, নৈতিকতাসহ মানবিক গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং ডেইলী অটো এসএমএস এলার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কলেজে উপস্থিত ও কলেজ ত্যাগের বিষয় সময় উল্লেখ করে তাৎক্ষণিক অভিভাবকদের মোবাইলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে

পৌঁছে দেয়া হয়। তাছাড়া এই এসএমএস'র মাধ্যমে অভিভাবকদের জানিয়ে দেয়া হয় শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির তথ্যও।

কলেজ শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিষ্ঠাতা নজরুল ইসলাম বাবু

প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক কমিটি

সভাপতি-আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু, সদস্য সচিব মোঃ মনির হোসেন, সহ-সভাপতি আজিজ হক মোল্লা, সদস্য কাজী বেনজীর আহমেদ, মনির হোসেন শিকদার, মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আবুল হাশেম, আলহাজ্ব জাকির হোসেন মোল্লা, আলহাজ্ব আব্দুল মান্নান, আলহাজ্ব আব্দুল লতিফ মোল্লা, আলহাজ্ব আবু হানিফ, আলহাজ্ব এম এ হালিম শিকদার, পারভীন আক্তার কবিতা, রফিকুল ইসলাম ও হাজী আবু হানিফ।

এইচ এস সি পরীক্ষায় অগ্রগতির চিত্র

পরীক্ষার সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাশের হার	জিপিএ ৫	জেলায় অবস্থান
২০১২	৮০	১০০%	০৩	প্রথম স্থান
২০১৩	১২০	৯৯.১৭%	২৩	প্রথম স্থান
২০১৪	১৫০	৯৯.৩৩%	৩৩	প্রথম স্থান
২০১৫	১৩৩	৯৯.২৫%	১২	দ্বিতীয় স্থান

বিশেষ সুবিধা সমূহ

জিপিএ-৫ ভিত্তিক মেধাবী এবং গরীব শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ভর্তি ফি, সেশন ও বেতন ফ্রি।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা

বর্তমানে কলেজের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৬২ জন। ছাত্র ৩০৩ জন এবং ছাত্রী ২৫৯ জন। এদের মধ্যে মানবিক শাখায় ২৬৩ জন, ব্যবসা শিক্ষা শাখায় ১৮৮ জন এবং ব্যবসা ব্যবস্থাপনা শাখায় ১১৯ জন। কলেজে মোট ১৫ শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ মনির হোসেনের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ কলেজের শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম করছেন।

কলেজের প্রশাসনিক ভবন

গৌরব অর্জন

প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে শহীদ মঞ্জুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত শারীরিক কসরত (ডিসপ্লে) এ প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করছে। প্রতিবছর এ কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশ-বিদেশের নামীদামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কলারশীপ নিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন।

গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠাতার বক্তব্য ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, শুধুমাত্র ভালো ছাত্র কিংবা ভাল ফলাফল নয়। প্রতিটি শিক্ষার্থী গড়ে উঠবে ভবিষ্যত বাংলাদেশের জন্য একজন সৎ, যোগ্য ও আদর্শ সুনাগরিক হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা পাবে সেই শিক্ষা, যে শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে সত্যিকারের মানুষ হতে শেখায়। বর্তমান যুগের ক্রমবর্ধমান তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান ধারণ করে নতুন শতাব্দীর বুদ্ধিভিত্তিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় একটি আত্মপ্রত্যয়ী ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ে উঠবে। সেই লক্ষ্যে মূলত: এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা। কলেজে অনার্স কোর্স চালু এবং পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

পরিশেষে, একটি সুসজ্জিত নৈতিকতা সমৃদ্ধ সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা ও আলোকিত ভবিষ্যত বিনির্মাণে সকলের প্রিয় সন্তানটি আজই সম্পৃক্ত করবেন এমন প্রত্যাশায় হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ। তাই উচ্চ শিক্ষার যাত্রা সুগমের প্রত্যাশার প্রতীক্ষা হোক স্বপ্ন পূরণের পথে উদ্দীপ্ত প্রেরণা। ❑

(প্রতিবেদক : এস এস প্রভাত)

নোয়াদ্দা নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো আড়াইহাজারে শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে।

¯c m¤ebvi bZb AvovBnvRvi

জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও নৈতিকতার সমন্বয়ে কর্মমূখর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে আড়াইহাজারকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য নজরুল ইসলাম বাবু প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকটি এলাকাকে সমান গুরুত্ব

গিরদা আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

দিয়ে তিনি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন। বিশনন্দী মেঘনার তীরবর্তী এলাকায় বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

পাল্লা আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

লস্করদী নজরুল ইসলাম বাবু উচ্চ বিদ্যালয়

(বারটান) এর প্রধান কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামে আরও একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানসহ ইতিমধ্যে একটি কলেজ, ৫টি মাধ্যমিক ও ৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালুর মাধ্যমে আড়াইহাজারে রচিত হয়েছে স্বপ্ন সম্ভাবনার নতুন ইতিহাস। এর মধ্যে গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজসহ নিজ নামে একটি মাধ্যমিক ও ৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এগুলো হচ্ছে গিরদা আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাল্লা আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াদ্দা আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং চরলক্ষ্মীপুর আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পিডিপি- ৩ প্রকল্পের আওতায় গিরদা, নোয়াদ্দা, ও পাল্লায় আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে (প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ৬০ লাখ টাকা) তিনটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। একই প্রকল্পের আওতায় বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চরলক্ষ্মীপুর আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিনের চালার নতুন

চরলক্ষ্মীপুর নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ভবন নির্মিত হয়েছে। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে লস্করদী আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু উচ্চ বিদ্যালয় নামে আরেকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই বিদ্যালয়ে ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ❑

(লেখক : ডালিয়া আক্তার/মুশফিকা আফরিন মম)

wPËwe‡bv`‡b AvovBnvRvi

উন্নয়নের পাশাপাশি বিনোদনেও পিছিয়ে নেই আড়াইহাজার। পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান মিনি কক্সবাজার হিসেবে খ্যাত বিশনন্দী এবং চারিদিকে মেঘনা বেষ্টিত আড়াইহাজারের সেন্টমার্টিন দ্বীপ কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভ্রমণ পিপাসুদের নিবিড়ভাবে কাছে টানে। দর্শনার্থীরা এখানে এসে নিজেদের আপন ঠিকানা যেন খুজে পেতে চায়। অবসরে, ঈদ, পূজা-পার্বন কিংবা অন্য যে কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থান দুইটি পর্যটকদের আরও আকর্ষণীয় করতে নজরুল ইসলাম বাবু নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

মিনি কক্সবাজার

চারদিকে জলরাশি, সবুজ গাছপালা, বাঁধে বিছানো সিসি ব্লক, নির্মল বাতাস, মেঘনার উত্তাল ঢেউ, শহরের যানজট-কোলাহলমুক্ত প্রকৃতির এ অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি আড়াইহাজার উপজেলার বিশনন্দীর মেঘনা তীরবর্তী এলাকা।

উপজেলা সদর থেকে আট কিলোমিটার দূরে এই এলাকায় বিনোদন লাভের জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসছেন শত শত নারী-পুরুষ। মেঘনা তীরবর্তী এই এলাকাটিকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করতে সাজানো হচ্ছে নতুনভাবে। নদীর উত্তাল ঢেউ, সূর্য্য উদয় ও অস্তের মনোরম দৃশ্য, জেলেদের মাছ ধরা, নৌকায় ঘুরে বেড়ানো, নির্মল বাতাস, বাহারি রংয়ের বৃক্ষরাজী ও প্রকৃতির সৌন্দর্য আর অবসর সময় কাটানোর জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিনোদনপ্রিয় মানুষকে দারুণভাবে মুগ্ধ করে। পিকনিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন সংগঠনের অনুষ্ঠানে মেঘনা তীর প্রতিনিয়ত মুখরিত হয়ে উঠে। বাঙ্গালীর ঐতিহ্যবাহী ও নানারকম মুখরোচক খাবার --বিভিন্ন ধরনের পিঠা, চা, চটপটি, ফুচকা এবং এমনকি পুরান ঢাকার ন্যায় সুস্বাদু বিরিয়ানীর হোটেল ও রেস্টুরেন্ট রয়েছে।

সাংসদ আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু জানান, মেঘনা নদীর পাড়ে তিনশ' বিঘা জমিতে হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম এবং এদেশে প্রথম ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারটান) এর প্রধান কার্যালয় নির্মিত হচ্ছে। আর মেঘনা নদীর তীর ঘেষা এ প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে অত্রাঞ্চলে গড়ে উঠছে বিশাল বিনোদন কেন্দ্র। দেশ বিদেশের পর্যটকদের আকৃস্ট করতে ওয়াটার পার্ক, এয়ার বাই সাইকেল, ফাইটার বোট, সোয়ান

বোট, হ্যাপী ক্যাসেল, ন্যাকেট ক্যাসেল, রর্কি হর্স, হ্যাপী স্লাইট ও গ্রাউন সীট, আধুনিক রেস্ট হাউজ, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভ্রমনপিপাসুরা ইতোমধ্যে মিনি কক্সবাজারের আনন্দ উপভোগ করছেন ।

আড়াইহাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপ

চারিদিকে মেঘনা নদী, জলে চিক চিক করে সূর্য। সারা বছর চলাচল করে ছোট বড় অনেক নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, বালির বোর্ডসহ বিভিন্ন জলযান। যখন ঢেউ থাকেনা তখন নৌকা দিয়ে ঘুরলে মনের অজান্তেই সুর বেজে উঠে। নদীতে পাওয়া যায় প্রচুর তাজা ইলিশ। জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য ভ্রমনকারীদের মাঝে সৃস্টি করে ভিন্নরকরম অনুভূতি। চোখ জুড়িয়ে দেয় তীরের বুকে ফসলের ক্ষেত সবুজের সমারোহ। সমতল ও জলাভূমির এমন অপরূপ সৌন্দর্যের দেখা মেলে কেবল কালাপাহাড়িয়ায়। প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠা এ জনপদের মানুষগুলোর অতিথিপরায়নতাও যে কাউকে আবার সেখানে টেনে নিয়ে যাবে। ঐতিহাসিক স্মরণীয় ১৯৬৯ সাল। উপদ্রুত এলাকায় প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের মালামাল নিয়ে মেঘনা নদী দিয়ে বাঞ্ছারামপুর যাচ্ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের খালিয়ারচর এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় তাবুর ভিতর বন্যাদুর্গত মানুষের আহাজারী নিজ কানে শুনতে পেয়ে তাঁকে বহন করা জাহাজটি খালিয়ারচরে ভিড়াতে বলেন। সেখানে তিনি জাহাজ থেকে নেমে ক্ষতিগ্রস্থ প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে ঘর, প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও নগদ একশ' টাকা বিতরণ করেন এবং বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত অনেক অসহায় মানুষকে তাঁকে বহন করা জাহাজে তুলে নিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘ সময় অবস্থান করে মেঘনা পাড়ের এই এলাকার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এ এলাকাটি একসময় পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে উঠবে। সারা বিশ্বের লোক এর অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসবে। শিক্ষা-দীক্ষায় সুনাম ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বপ্নের কথা আজ বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। গত সাত বছরে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন, আশ্রয়ণ প্রকল্প, যোগাযোগ-অবকাঠামোসহ সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের ছোয়ায় গোটা ইউনিয়নের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ২০১৪ সালের ২০ ডিসেম্বর অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বিশনন্দী ফেরীঘাট থেকে স্পীডবোর্ডে খালিয়ার চরে জাহানারা বেগম উচ্চ বিদ্যালয় উদ্বোধন করেতে গিয়ে ওই সময় মেঘনা নদী ও কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন।

কালাপাহাড়িয়ায় নৈসর্গিক অপরূপ সৌন্দর্যের মিলনমেলা

এমপি বাবুর মতে, চারিদিকে মেঘনা বেষ্টিত কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়ন দেশের আরেক সেন্টমার্টিন দ্বীপ, বিনোদনপ্রেমী মানুষকে যা সবসময় আকর্ষণ করবে। ইতিমধ্যে এ ইউনিয়নকে ডিজিটাল পর্যটন নগরী করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এটি সম্পন্ন হলে অত্র জনপদের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা বেগবান ও ত্বরান্বিত হবে। ❑

(প্রতিবেদক : এস এম প্রভাত)

হত দরিদ্রদের শেষ আশ্রয়স্থল আশ্রয়ণ প্রকল্প

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবুর উন্নয়নের ধারবাহিকতায় সংযোজন হয়েছে কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নে সমাজে অবহেলিত, নিপীড়িত, হত দরিদ্রদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প। প্রকল্পগুলো হচ্ছে ডেঙ্গুরকান্দি ও পুর্বকান্দি আশ্রয়ণ প্রকল্প। একটি জাতিকে উন্নয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠিয়ে আনতে সমাজের অবহেলিত অংশের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। সমাজের হত দরিদ্র মানুষ যাদের দু'বেলা দু'মুঠো ভাত সবসময় জুটে না তাদের বেলায় একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আবাসস্থল যেন অনেকটা দিবাস্বপ্নের মতোই ছিল।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের সম্মুখভাগ

কিন্তু দূরদর্শী ও অসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারী যে নেতার জন্মস্থান আড়াইহাজারে সেখানে এই হতদরিদ্র অসহায় মানুষ কেন বর্তমান সরকারের এই উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হবে -- এই চিন্তা চেতনা থেকেই তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসি-নার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই উপজেলায় দু'টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের অনুমোদন এনে বিরল দৃস্টান্ত স্থাপন করেছেন।

উপজেলার কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের মেঘনা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ২২ বিঘা জায়গা জুড়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ডেঙ্গুরকান্দি আশ্রয়ণ প্রকল্প। ঢাকা সেনানিবাসের ৪০ স্বতন্ত্র

আশ্রয়ণ প্রকল্পে স্থাপিত নলকূপ

আশ্রয়ণ প্রকল্পে স্থাপিত বাথরুম

ফিল্ড কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ারস্ এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। একশ'টি পরিবারের জন্য ২০টি ব্যারাকে সেমিপাঁকা টিনশেড ঘর নির্মিত হয়েছে।

প্রতিটি ব্যারাকে পাঁচটি পরিবারের জন্য আলাদা বেডরুমসহ আলাদা বাথরুম, রান্নাঘর ও বিশুদ্ধ পানির জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। একই ইউনিয়নের ৫ বিঘা জায়গার ওপর প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে পূর্বকান্দি আশ্রয়ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পে ২০টি পরিবারের স্থায়ী ঠিকানা হচ্ছে। ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মেঘনা নদীর তীরবর্তী এলাকায় নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্প দু'টি দেখে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ছোঁয়া যে প্রত্যন্ত এলাকাতেও পৌছে গেছে তাই বার বার স্মরণ করিয়ে দিবে।
মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে সেমিপাঁকা টিনশেড ঘরসহ ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানা স্বত্বের দলিল/কবুলিয়ত সম্পাদন, রেজিষ্ট্রি ও নামজারী করে দেয়া হচ্ছে। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য কমিউনিটি সেন্টার, কমিউনিটি ক্লিনিক ও মসজিদ নির্মাণ, কবর স্থান, খেলার মাঠ, পুকুর ও গবাদি পশু প্রতিপালনের জন্য সাধারণ জমির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এছাড়াও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডের জন্য ব্যবহারিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দান এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদাও দেয়া হচ্ছে। ❑

(প্রতিবেদক: এস এম প্রভাত)

GKbR‡i Dbqb

আড়াইহাজার উপজেলা পরিষদের সরকারী বিভিন্ন বিভাগ ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিগত সাত বছরে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার 'দিন বদলের বাংলাদেশ' অঙ্গীকার বাস্তবায়নের যে সকল উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে তার সামান্য তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। তথ্যসূত্র হিসেবে প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে–

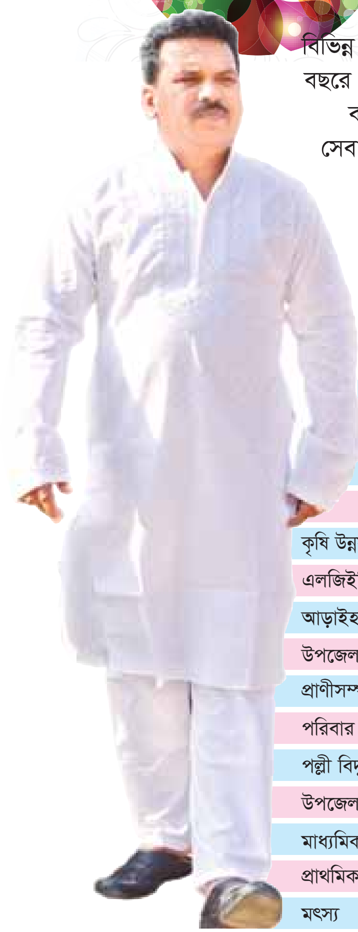

mwPc Î

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	১০	যুব উন্নয়ন	১০
সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়	১০	মহিলা বিষয়ক	১০
দুর্যোগ ও ত্রাণ বিভাগ	১০	হিসাবরক্ষণ	১০
কৃষি	১০	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	১০
কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	১০	নির্বাচন অফিস	১০
এলজিইডি	১০	সমবায়	১০
আড়াইহাজার থানা	১০	সমাজ সেবা	১০
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১০	খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	১০
প্রাণীসম্পদ	১০	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস	১০
পরিবার পরিকল্পনা	১০	পল্লী উন্নয়ন	১০
পল্লী বিদ্যুত সমিতি	১০	পল্লী জীবিকায়ন	১০
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার	১০	তাঁত বোর্ড বেসিক সেন্টার	১০
মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	১০	আনসার ও ভিডিপি	১০
প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	১০	একটি বাড়ি একটি খামার	১০
মৎস্য	১০	হর্টিকালচার সেন্টার	১০

উন্নয়ন ও সেবায় আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

- ইন্টারনেট সপ্তাহ, ডিজিটাল মেলা ও উন্নয়ন মেলার আয়োজন।
- অফিসার্স ক্লাব কর্তৃক বসন্ত বরণ উৎসবের আয়োজন।
- ২০১৫ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। এতে ২টি পৌরসভা এবং ১০টি ইউনিয়নে মোট ১২টি দল চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে।

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন প্রধান অতিথি আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

- ডিসি কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার বাছাই পর্বের আয়োজন।
- আইসিটিতে বিশেষ অবদান রাখায় নারায়ণগঞ্জ জেলায় ২০১৪ সালে গুলশান আরা এবং ২০১৫ সালে মোহাম্মদ সামছুল হক শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী অফিসার নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।
- প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক ভাতাপ্রাপ্তদের সুবিধাজনক স্থানে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ডিজিটালাইজড্ করা হচ্ছে।
- এ পর্যন্ত ৫০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন।
- ২০১৫ সালে ৩০ জন শিশু কিশোরীর বাল্য বিবাহ বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ।
- মাদক, ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রন, বঙ্গীয় প্রকাশ্য জুয়া আইন, মোটরযান অধ্যাদেশ, দন্ডবিধি ১৮৬০, মৎস্য সংরক্ষণ আইন, বাংলাদেশ গ্যাস আইনসহ বিভিন্ন আইনে ২০১৪ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৩০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। এতে ৪৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদানসহ ১ লাখ ৬১ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

(তথ্যসূত্র: মোহাম্মদ কামাল হোসেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা)

উন্নয়ন ও সেবায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়

- ৩ কোটি ৫৪ লাখ টাকা ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে এবং আদায়ের হার ১০০%
- নামজারী ও জমাভাগ/ রেকর্ড হালকরণের আওতায় হালনাগাদকৃত খতিয়ানের সংখ্যা ৩৯৮৬২টি।
- ১৪৯ জন ভূমিহীন/গৃহহীনদের মধ্যে ৬২ বিঘা কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।
- দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারটান) এর প্রধান কার্যালয়ের জন্য বিশনন্দী, চৈতনকান্দা ও উলুকান্দি মৌজায় ৩০০ বিঘা, আশ্রয়ন প্রকল্পের জন্য কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের ডেঙ্গুরকান্দি মৌজায় ১৫ বিঘা, ঝাউকান্দি মৌজায় ৫ বিঘা জমি এবং এবং ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের জন্য দুপ্তারা মৌজায় ৩ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
- জেলা ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে জমির খতিয়ানের নকলের জন্য

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু পৌরসভার হল রুমে অনলাইনে জমির খতিয়ানের নকলের জন্য আবেদন পদ্ধতি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

  আবেদন গ্রহণ এবং পরচা ডাকযোগে আবেদনকারীর ঠিকানায় পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু পৌরসভার হল রুমে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোঃ আনিছুর রহমান মিঞার সাথে ভিডিও কনফারেন্সের সাহায্যে অনলাইনে এই আবেদন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।
- কালাপাহাড়িয়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের জন্য রাধানগরে ৭২ শতাংশ এবং গোপালদী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের জন্য গোপালদীতে ১৬ শতাংশ জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- অবৈধ দখলদারদের হতে ১২০ শতক সরকারী খাস/অর্পিত সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়েছে।

- আড়াইহাজারে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০০০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
- মাদক, ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রন, বঙ্গীয় প্রকাশ্য জুয়া আইন, মোটরযান অধ্যাদেশ, দন্ডবিধি ১৮৬০, মৎস্য সংরক্ষণ আইন, বাংলাদেশ গ্যাস আইনসহ বিভিন্ন আইনে ২০১৪ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ১৯৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। এতে ১৮৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদানসহ ৬ লাখ ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
- ১২০ জন শিশু কিশোরীর বাল্য বিবাহ বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ।

(তথ্যসূত্র : মুহাম্মদ শরিফুল হক, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট)

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের দুর্যোগ ও ত্রাণ বিভাগ

- গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীতে ৮৭৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের মাধ্যমে ৩৪৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচীতে ২ কোটি ৪২ লাখ ২৬ হাজার টাকা ব্যয়ে ৯৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচীতে ৫০০৪ মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের মাধ্যমে ১৯০৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-নগদ অর্থ) কর্মসূচীতে ২ কোটি ৪৮ লাখ ৫৬ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩৫৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীতে ৮ কোটি ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৭৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন। এতে ১০১৮৭ জন হত দরিদ্র শ্রমিক উপকৃত হয়েছে।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ২ কোটি ৬৪ লাখ ২৪ হাজার টাকা ব্যয়ে

২৫ মে, ২০১৫ সত্যভান্দি-মনোহরদী রাস্তা সংলগ্ন খালের উপর ব্রিজের শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

কাঠালিয়াপাড়া, বাজবী কবরস্থান, পাল্লা, চারগাঁও মেরারটেক, আগুয়ান্দি, দড়িগাঁও, শ্রীনিবাসদী, নয়াপাড়া, হাইজাদীর নোয়াগাঁও স্কুলের পাশে, নতুন বান্টি, কুমারপাড়া, পাঁচরুখী বাজবী কবরস্থানসহ ১২টি এলাকায় ১২টি ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

- ভিজিএফ কর্মসূচিতে ১৮৪১২০ জন হত দরিদ্রদের মাঝে ১৮৪৩ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ।
- ১৬৬ জন হতদরিদ্রদের মাঝে ৩৩৩ বান্ডিল ঢেউটিন বিতরণ করা হয়েছে।
- ৯৯ লাখ ৭৬ হাজার টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হত দরিদ্রদের বাসা বাড়ি ও সড়ক আলোকিত করার জন্য ২৬৫টি সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।
- গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজে ৯৬ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। দ্বিতল এই ভবনে নিচতলায় ২০০ গবাদী পশু এবং দোতলায় ৪০০ জন লোকের আশ্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

(তথ্যসূত্র: মোঃ রইস্ উদ্দিন মুকুল)

আড়াইহাজার উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়

- আড়াইহাজারে বার্ষিক খাদ্য চাহিদা ৬৫,৯৯৫ মেট্রিক টন। খাদ্য শস্য উৎপাদন ৫৭,৪৫০ মেঃটন।
- দানা জাতীয় খাদ্য শস্য উৎপাদন ৩১১২৭৫ মেট্রিক টন। এর মধ্যে সবজি জাতীয় ২২১১৫৭ মেট্রিক টন, ডাল জাতীয় ১২৬৫ মেট্রিক টন, মশলা জাতীয় ১৭৮৬৭ মেট্রিক টন এবং তেল জাতীয় ৮৩১৫ মেট্রিক টন।
- প্রতিবছর মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের দেশগুলোতে বিপুল পরিমাণ সবজি রপ্তানি হয়।
- খামার যান্ত্রিকীকরণে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ভর্তুকি প্রদান।
- ৪৪ হাজার কৃষককে কৃষি উপকরন সহায়তা কার্ড প্রদান।
- ১০৫ জনকে খুচরা সার বিক্রেতা হিসেবে নিয়োগ।
- ১০ টাকায় ৫৫০০ জন কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলা।
- আউশ প্রণোদনা কর্মসূচিতে সেচ বাবদ কৃষক প্রতি ৪০০ টাকা করে ২০০ জন কৃষককে ৮০ হাজার টাকা নগদ প্রদান।
- সাতগ্রাম, দুপ্তারা, ব্রাহ্মন্দী, হাইজাদী ইউনিয়ন ও আড়াইহাজার পৌর এলাকার ২০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ২০১৫-২০১৬ আউশ মৌসুমে ১০০০ কেজি উন্নমানের বীজ ও ৪০০০ কেজি ইউরিয়া, ২০০০ কেজি ডিএপি এবং ২০০০ কেজি এমওপি সার বিতরণ।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় আড়াইহাজারের ঝাউগাড়ায় কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- ২০১০ সালে উপজেলা সদরে বিএডিসি (সার) এর উপকেন্দ্র পূনরায় চালু করা হয়।

বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন

- ❑ উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণে ৪ লাখ ২৬ হাজার ৮০০ টাকা ব্যয়।
- ❑ উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণে ২ লাখ ৫২ হাজার ৫৫ টাকা ব্যয়।
- ❑ সমন্বিত বালাই (আইপিএম) প্রকল্পে ব্যয় ৬২ হাজার ৯১৬ টাকা।
- ❑ সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা (আইসিএম) প্রকল্পে ব্যয় ৪ লাখ ৪৪ হাজার ৬২ হাজার টাকা।
- ❑ পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় (২য় পর্যায়) ৮ লাখ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা।

বৃক্ষমেলা-২০১৪ পরিদর্শন করছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

- ❑ দ্রুত বর্ধণশীল ফলবাগান সৃজন কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যয় ৬৭ হাজার ৮৬৫ টাকা।
- ❑ মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার কর্মসূচী প্রকল্প ব্যয় ৫২ হাজার ৫০০ টাকা।
- ❑ লীফ কালারচার্ট জনপ্রিয় করণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে ইউরিয়া সাশ্রয় প্রকল্প ব্যয় ৩০ হাজার ৫৫০ টাকা।
- ❑ ইউরিয়া সাশ্রয়ের লক্ষ্যে গুটি ব্যবহার কর্মসূচী বাস্তবায়ন ব্যয় ৪৭ হাজার ২৯০ টাকা।
- ❑ পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও মরিচ উৎপাদন বৃদ্ধি সমন্বিত প্রকল্প ব্যয় ২০ হাজার ৯৩০ টাকা।
- ❑ ডাল জাতীয় ফসলের ১৫% উৎপাদন বৃদ্ধির এ্যাকশন প্লানে ব্যয় ১৬ হাজা ৬৬ টাকা।
- ❑ সবজির মাছি, পোকা এবং বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যয় ৬২ হাজার ৯১৬ টাকা।

- আইএফএমসি প্রকল্পের আওতায় চারটি কৃষক মাঠ স্কুলের জন্য ব্যয় ৪ লাখ ৭০ হাজার ৪৮০ টাকা।
- আইপিএম প্রকল্পের আওতায় তিনটি মাঠ স্কুলের জন্য ব্যয় ১ লাখ ৩১ হাজার টাকা।
- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে রবি মৌসুম হতে এনএটিপি প্রকল্পের আওতায় ১২০টি সিআইজি গঠন করে প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- ব্রাহ্মন্দী গ্রামের সফল কৃষক আব্দুর রাজ্জাক ভূইয়া ফলদ বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় ফলদ বৃক্ষরোপণ পুরস্কার -২০১৪ এ দ্বিতীয় স্থান এবং জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান-২০১৪ এ আঞ্চলিক পর্যায়ে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ ফিরোজ মিয়া তৃতীয় পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন।

(তথ্যসূত্র: মোহাম্মদ আবদুল কাদির)

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) আড়াইহাজার

- ২ কোটি ৩১ লাখ ৪৭ হাজার ৫২৮ টাকা ব্যয়ে ৩৬.৫৫ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন করা হয়েছে।
- ১ কোটি ৮১ লাখ ৬৪ হাজার ৯৩২ টাকা ব্যয়ে ১১.০৯ কিলোমিটার ভূ-উপরিস্থ সেচ নালা নির্মাণ।
- ১২ লাখ ৭৬ হাজার ১৮৭ টাকা ব্যয়ে ৩.৪ কিলোমিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ/বারিড।
- ৩ লাখ ৬৪ হাজার ২১৫ টাকা ব্যয়ে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে চারটি গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- শক্তি চালিত ১২টি পাম্প স্থাপন।
- ১ কোটি ১৪ লাখ ১৪ হাজার ৫৭৭ টাকা ব্যয়ে ১৯টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (সুইচ গেট/হাইড্রোলিক ষ্টাকচার/বক্স কালভার্ট)।
- সাতটি সেচ যন্ত্র বৈদ্যুতিককরণ।
- ২৬০ জনকে প্রশিক্ষণ (মেকানিক/ফিল্ডম্যান/অপারেটর)।
- ছয়টি পাইপ কালভার্ট স্থাপন।

(তথ্যসূত্র: মোঃ আনোয়ার হোসেন)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)এর আওতায় আড়াইহাজার উপজেলায় ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রায় তিনশ' কোটি টাকার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে

- ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উপজেলা সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণ।
- ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ।
- ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে উপজেলা সদরে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ও কালিবাড়ি প্রবেশ পথে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ।
- ৫ জন অসহায় ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে কমপ্লিট (দুইটি বেড রুম, একটি ড্রয়িং ও ডাইনিং রুম সম্বলিত) আধুনিক বাসস্থান।
- ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণ।
- আরটিআইপি-২ প্রকল্পের আওতায় ৫ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৭টি রাস্তার উন্নয়ন ও মেরামত করা হয়েছে।
- ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং অন এ্যাপ্লাইড নিউট্রেশন প্রকল্পের আওতায় বারটান এর বালি ভরাট, প্রটেকশান ওয়ালসহ বাউন্ডারী এবং প্রশাসনিক ভবন, স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ।
- পল্লী সড়ক ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় ২৫ কোটির কাজ বাস্তবায়ন।

৪ জুন, ২০১৫ দুপ্তারায় আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু কমিউনিটি সেন্টার উদ্বোধন করছেন মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

- অসহায় ও দুস্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্য আর ই আর এম পি প্রকল্পের আওতায় ২ কোটি ৯০ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-১ ও ২ এর আওতায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯টি রাস্তার উন্নয়ন।

- আই আর আই ডি পি প্রকল্প -১ ও ২ এর আওতায় ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২০টি রাস্তার উন্নয়ন।
- ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে উপজেলা সার্ভার স্টেশন নির্মাণ।
- পি এম টি কার্যক্রমের আওতায় ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ১৯ কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান।
- ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে দুপ্তারা, ব্রাহ্মন্দী, উচিৎপুরা, মাহমুদপুর, হাইজাদী ও খাগকান্দা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।
- দীর্ঘ সেতু প্রকল্প থেকে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বালিয়াপাড়ায় ৬৪ মিটার এবং দুপ্তারায় ৪৫ মিটার ব্রীজ নির্মাণ।

১৮ অক্টোবর, ২০১৪ আঃ গাফ্‌ফার চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নব নির্মিত ভবন উদ্বোধন করছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

- পোর্টেবল স্টীল ব্রীজ প্রকল্প হতে দয়াকান্দায় চিলা নদীর উপর ৫ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে ১০০ মিটার ও ৭৫ মিটার ব্রীজ নির্মাণ।
- আর সি সি স্টীল ব্রীজ প্রকল্প হতে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে নয়নাবাদ-তাতুয়াকান্দায় (৭০মিটার) ব্রীজ নির্মাণ।
- এপ্রোচবিহীন ব্রীজ প্রকল্প হতে ৩ কোটি ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে পাকুন্ডিয়ায় ৬০ মিটার, মাধবদী- দাসিরদিয়া সড়কে ৭০ মিটার ও দয়াকান্দা-শম্ভুপুরা সড়কে ৫০ মিটার ব্রীজ নির্মাণ।
- ডিপিপি আড়াইহাজার এর আওতায় ২১ কোটি টাকা ৩০টি রাস্তা মেরামত ও উন্নয়ন করা হয়েছে।
- সি আর ডি পি প্রকল্প হতে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উচিৎপুরা আরবান সেন্টারের উন্নয়ন।
- আর আই আই পি-২ প্রকল্প হতে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে গোপালদী বাজার ও জাঙ্গালিয়া বাজার উন্নয়ন।

প্রসঙ্গত : এলজিইডি'র আওতায় আরও আড়াইশ' কোটির টাকার কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(তথ্যসূত্র: প্রকৌশলী মোঃ এহসানুল হক)

উন্নয়ন ও সেবায় আড়াইহাজার থানা

- গোপালদী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে ১৬ শতাংশ জমি বরাদ্ধ। বরাদ্দকৃত জমিতে ৩ কোটি ৫৫ লাখ ৭৭ হাজার টাকা ব্যয়ে চারতলা ভবন নির্মাণ।
- ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে থানা পুকুর ভরাট, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণসহ প্রশাসনিক ও আবাসিক ভবনগুলো মেরামত ও সুসজ্জিতকরণ।
- থানার গেইটসহ একটি বৈঠক খানা নির্মাণ।
- থানার মসজিদ উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ, টাইলস্ বসিয়ে সজ্জিতকরনসহ এয়ার কন্ডিশন স্থাপন।
- ২০১৫ সালে আরও একটি নতুন পিকআপ সংযোজন।
- থানার পুকুর সংস্কার, ঘাটলা নির্মাণসহ পুকুরের চারপাশে বিভিন্ন উন্নত প্রজাতি ফলজ ও ওষুধী গাছ রোপণ।
- মামলা তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য থানায় ইন্সপেক্টর (তদন্ত) নিয়োজিত করা হয়েছে।
- খাগকান্দা নৌ পুলিশ ফাঁড়ি গঠন।
- চারিদিকে মেঘনাবেস্টিত কালাপাহাড়িয়ায় পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত তদন্ত কেন্দ্রের জন্য আধুনিক প্রশাসনিক ও আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাধানগরে ৭২ শতাংশ জমি বরাদ্দ।

মহান বিজয় দিবস-২০১৫ কুচকাওয়াজে স্বশস্ত্র বাহিনীর সালাম গ্রহণ করছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

- অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) সার্বিক তত্ত্বধানে ১২টি পেট্রোল টীম দিন-রাত ২৪ ঘন্টা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কাজ করছেন।
- ২টি পৌরসভা ও ১০টি ইউনিয়নে ২৫০ জন কমিউনিটি পুলিশ নিয়োগ এবং এদের সাথে সমন্বয় করে জনগনকে সচেতন করার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের ছোট ও মাঝারি ধরনের অপরাধ কমিয়ে আনা হয়েছে।

- জনসচেতনা বৃদ্ধির পাশাপাশি অপরাধ প্রবনতা কমাতে প্রতি মাসে ওপেন হাউজ ডে এর মাধ্যমে জনগনের সাথে সরাসরি মতবিনিময় করা হয়।
- মাহমুদপুর ইউনিয়নে আরেকটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়াধীন।
- আড়াইহাজার থানাকে ডিজিটালাইজড্ করা হচ্ছে।
- ২০১৫ সালে নারায়ণগঞ্জে পুলিশ সুপার কাবাডি প্রতিযোগিতায় আড়াইহাজার থানা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

(তথ্যসূত্র: মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)

আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

- ৩১ শয্যা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অতিরিক্ত ১৯ শয্যার মূল ভবনসহ ডাক্তার ও স্টাফদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মিত হয়েছে।
- ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে এবং ১টি ক্লিনিক নির্মাণাধীন রয়েছে।
- স্বাস্থ্য সেবা ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যে ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৩৫টি ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট সংযোগসহ মডেম এবং মাঠ পর্যায়ের ৫৮ জন স্বাস্থ্য সহকারীকে ৫৮টি ট্যাবলেট/পিসি বিতরণ।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি কিনিকে ১৪৪৫৯৬০ জনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান।
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায় ২৩ লাখ রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে বর্হিবিভাগে ৭২৮৮৯৭ জন, জরুরী বিভাগে ৩৬৩৬৯ জন, আন্ত;বিভাগে ২২৩১৯ জন, প্রসূতি বিভাগে প্রসব পূর্ববর্তী ২২৮০০ জন, স্বাভাবিক প্রসবে ২৩৭৭ জন এবং প্রসবোত্তর চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে ৩৬১০ জনকে।
- সন্দেহভাজন ২২৯৩৮ জনকে বিনামূল্যে যক্ষা রোগীর কফ পরীক্ষা এবং ৩৯১৮ জনকে বিনামূল্যে ওষুধসহ যক্ষা রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান।

৩০ জুন, ২০১৫ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ট্যাবলেট পিসি বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু এমপি

- ইপিআই কার্যক্রমের মাধ্যমে ৯টি রোগের বিরুদ্ধে ৬৯৫৫৭১ জনকে টিকা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ০ থেকে ১১ মাসের ৭০৮৯৬ জন, ২৪ থেকে ৫৯ মাসের ৩৯২৩৩১ জন শিশু এবং ৪৫৫০৬ জন গর্ভবতী মহিলাসহ ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ২৩২৩৪৪ জন মহিলাকে ই পি আই টিকা দেয়া হয়েছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে নরমাল ডেলিভারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে শীর্ষ স্থান লাভ।
- সেরা কমিউনিটি ক্লিনিক হিসেবে ২০১৪ সালে জেলা পর্যায়ে ফাউসা মডেল কমিউনিটি ক্লিনিক শীর্ষ স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন।

(তথ্যসূত্র : ডা. মোঃ শরীফ হোসেন খান)

আড়াইহাজার উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস

- দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭৫ হাজার ৫৭৯টি গবাদী পশুকে শংকর জাতের উন্নীতকরনের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন প্রদান।
- এক লাখ ৩৭৯ জন বেকার জনগোষ্ঠীকে গবাদী পশু ও হাঁসমুরগী পালনে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আত্নকর্মসংস্থান সৃস্টি।
- চেক পয়েন্টের মাধ্যমে এভিয়ান ইনফুয়েঞ্জা (বার্ড-ফ্লু) রোগ সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং বার্ড-ফ্লুতে আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত ২০ জন খামারীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬১ লাখ ৮০ হাজার ৮৩ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- টিকা প্রদানের মাধ্যমে গবাদি পশুর এনথ্রাক্সসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ।
- প্রাণিরোগ সার্ভিসেস কার্য্যক্রম বাস্তবায়নে বিশ্বনন্দিত ওয়েবভিত্তিক এস এম এস গেটওয়ে চালু করা হয়েছে।
- দুধ ও মাংস উৎপাদনে লক্ষ্যে ২৭০ বিঘা জমিতে উন্নত স্থায়ী ঘাস উৎপাদন।
- টীকা বীজ বিক্রয় ও কৃত্রিম প্রজনন বাবদ বিশ লাখ ৬৭ হাজার ৬৯২ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।
- অন্যান্য সেবা সমূহ :

উন্নয়ন ও সেবার ধরন	পরিমাণ	উন্নয়ন ও সেবার ধরন	পরিমাণ
গবাদী পশুর টিকাদান	১৪১২৯৬টি	হাঁস মুরগীর টিকাদান	২৮৯৪৬০০টি
গবাদী পশুর চিকিৎসা	৬৮৭৬০টি	হাঁস মুরগীর চিকিৎসা	১৬৭৬২৪২টি
শংকরজাতের বাচ্চা জন্ম	২৩৮৬৫টি	হাঁস মুরগীর বাচ্চা বিতরন	১৫০৫৮০০টি
গবাদী পশুর খামার স্থাপন	৪৯৫টি	হাঁস মুরগীর খামার স্থাপন	৪০০টি
ডিম উৎপাদন	২২০৩৯৪০০০টি	দুধ উৎপাদন	৮৬ হাজার মেঃ টন
মাংস উৎপাদন	৯৬ হাজার মেঃটন	চামড়া উৎপাদন	১৩০৮৮৬টি

(তথ্যসূত্র : ডা. ফারুক আহাম্মদ)

আড়াইহাজার পরিবার পরিকল্পনা অফিস

নির্মাণ ও মেরামত : দুপ্তারায় ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চারতলা প্রশাসনিক ভবনসহ নির্মিত হয়েছে ডাক্তার ও কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরি। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় এবং উচিৎপুরা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র মেরামত করা হয়েছে। খাগকান্দা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। দুপ্তারা, মাহমুদপুর, সদাসদি ও উচিৎপুরা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মডেমসহ চারটি ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে ।

- প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিশু ও মা'দের সেবা প্রদান করা হয়েছে।

পদ্ধতি ওয়ারী ব্যবহারকারীর তুলনামূলক চিত্র :

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার	২০০৯	২০১৫
খাবার বড়ি	২৬১৭৯ জন	২৮৪৯২ জন
কনডম	৪০৩৬ জন	৪৬৪৪ জন
ইনজেকশন	৮৯৯৫ জন	১০৮৭৮ জন
আইইউডি/কপারটি	২৪৩৮ জন	২২১০ জন
ইমপ্ল্যান্ট	১২২৪ জন	২৩৮৫ জন
পুরুষ বন্ধাকরণ	২১৭ জন	১২৩২ জন
মহিলা বন্ধাকরন	৭৪৪১ জন	৮২২৮ জন
স্থুল জন্ম হার	১১.১৯%	২.৩১%
জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার	০.৯০৭%	০.৮৮৮%
প্রসঙ্গত: মোট সক্ষম দম্পত্তি সংখ্যা	৬৮২৪০ জন	৭৭৭৭৫ জন

- প্রতি মাসে স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা বন্ধাকরন) জন্য ৮টি ক্যাম্প এবং স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ বন্ধাকরন) জন্য ২টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও প্রতি মাসে দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতির (ইমপ্ল্যান্ট/আইইউডি) জন্য ৪টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রতি ইউনিয়নে এফ ডব্লিউ ডি, এফ পি আই ও এফ ডব্লিউ এ দ্বারা স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালিত হয়।
- সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবুর নির্দেশে গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ, রোকনউদ্দিন গার্লস স্কুল ও আড়াইহাজার মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের এক হাজার কিশোরীকে স্বাস্থ্য সচেতনামূলক শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

(তথ্যসূত্র : লুৎফুন্নাহার বেগম)

নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ আড়াইহাজার ও গোপালদী জোনাল অফিস

- ২০০৯ সালে গ্রাহক সংখ্যা ছিলো ২০০০০ জন। বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা- ৬৫,০০০ জন।
- আবাসিক ১৭৭৮৪ জন, শিল্প ৬৪২টি এবং সেচ ২৭১টি গ্রাহককে নতুন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- ১০০ কিলোমিটার নতুন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।
- ১০+১০+১০= ৩০ এমভিএ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ১০টি উপকেন্দ্রে ১১ কেভি নতুন ফিডার তৈরি করা হয়েছে ৩৩ কিলোমিটার ।
- ৭৩৯টি বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন এবং ৫১৫টি ওভার লোড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- সিষ্টেম লস কমানো হয়েছে ৩-৪% এবং বিদ্যুৎ বিল আদায়ের হার ৯৬%
- ৩ গুণ (বর্তমানে ৪০ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ এর চাহিদা বৃদ্ধি হয়েছে।
- ঝাউগাড়া, ফাউসা এবং উচিৎপুরা এলাকায় নতুন ৩টি উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন।
- ১৫০ এমভিএ নতুন ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- অনলাইনে গ্রাহক আবেদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- আড়াইহাজার জোনাল অফিসের সাড়ে আট বিঘা নিজস্ব জমিতে ৮ কোটি ৭৭ লাখ টাকা ব্যয়ে অফিস কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।
- দ্রুত গ্রাহক সেবার স্বার্থে সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবুর ঐকান্তিক প্রচেস্টায় নারায়নগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ভেঙ্গে নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ (আড়াইহাজার, গোপালদী, রূপগঞ্জ এবং পূর্বাচল) করা হয়েছে।
- গ্রাম বিদ্যুৎবিদ উন্মুক্ত করায় গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুপ্তারা সাব স্টেশন উদ্বোধন করছেন ১৯ আগস্ট, ২০১৫ নজরুল ইসলাম বাবু এমপি

- প্রত্যেক গ্রামে দক্ষ গ্রাম বিদ্যুৎবিদ তৈরির লক্ষ্যে ১৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরো বৃদ্ধি করা হবে।
- ২০২১ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছানোর লক্ষ্যে আড়াইহাজার এবং গোপালদী জোনাল অফিসের আওতায় প্রতি মাসে ২২০০টি সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে দ্রুত সংযোগ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার রোধকল্পে অভিযান অব্যাহতসহ খোলা তার পরিবর্তন করে কভার তার স্থাপন করা হচ্ছে।
- গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ান পয়েন্ট সার্ভিস কম্পিউটারাইজ করা হয়েছে।
- নতুন সংযোগের কার্যক্রম ডিজিটালাইজড্ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সংযোগ প্রত্যাশি তার অবস্থা জানতে পারবেন।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক বাতির পাশাপাশি সোলার প্যানেলের মাধ্যমে এলইডি (LED) লাইট স্থাপন করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- অত্র জোনাল অফিসের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ষ্ট্রীট লাইট স্থাপন করা হচ্ছে।
- প্রতিমাসে কর্মকতা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইনসেভটিভ বোনাস প্রদান করেন।
- গ্রাহকের সরাসরি ভোটে ২ জন পরিচালক নির্বাচিত করা হয়।
- অফিসের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল এবং গ্রাহক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অফিস এরিয়া ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

(তথ্যসূত্র: মোঃ আসাদুজ্জামান/ মোঃ এমদাদুল হক)

আড়াইহাজার উপজেলা রিসোর্স সেন্টার

- পিডিপি -৩ এর আওতায় ২০১৪ সালে ৫৩৪ জন এবং ও ২০১৫ সালে ৫৬৫ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫০ জনকে লিডারশীপ, ৪২০ জন মার্কিং স্কিমে, ৪০০ জন বিষয় ভিত্তিক (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়), ১১৯ জন প্রাক-প্রাথমিক এবং ১১০ জন শিক্ষককে শারীরিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।

(তথ্যসূত্র: মুহাম্মদ মুনির হোসেন)

আড়াইহাজার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস

- মাধ্যমিক স্তরের (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি) ৫৩৪২৭ জন শিক্ষার্থীকে ৪ কোটির ৬৫ লাখ ৭৮ হাজার ৬৮৬ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) ২৪৪৩ জন শিক্ষার্থীকে ৩১ লাখ ২ হাজার ৬৬০ টাকা, এবং স্নাতক (পাশ) ও সমমান পর্যায়ের ৬০০ জন শিক্ষার্থীকে ২১ লাখ ৬৮ হাজার ৩৮০ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- বেস্ট স্টুডেন্ট ও এসএস সি পাশ ক্যাটাগরিতে ২৮০৬ জনকে ৩২ লাখ ৯৯ হাজার টাকা এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে ৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ৯ লাখ টাকা উদ্দীপনা পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
- এবতেদায়ী, দাখিল ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।
- শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তর কর্তৃক ২৪ টি প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ, মেরামত ও ফার্নিচার বাবদ ৯ কোটি ৫৪ লাখ ১৪ হাজার ৭০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- সেকায়েপ প্রকল্প কর্তৃক ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২ লাখ ২৭ হাজার ৪৪ টাকা ব্যয়ে টুইন ল্যাট্রিন টিউবওয়েল স্থাপন।
- সেকায়েপ প্রকল্প কর্তৃক ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২ লাখ ব্যয়ে শ্রেণি কক্ষ মেরামত করা হয়েছে।
- ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৬টি কম্পিউটার দেয়া হয়েছে। আড়াইহাজার মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৬টি কম্পিউটারসহ বাকি ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে ।
- ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে ল্যাব স্থাপন।

চৈতনকান্দা গোলাম মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কাউট সমাবেশ-২০১৫ সমাপনী দিনে জেলা প্রশাসক মোঃ আনিছুর রহমান মিঞাকে সম্মাননা প্রদান করছেন সাংসদ ও উপজেলা চেয়ারম্যান।

- ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের সাহায্যে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন।
- ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ও গণিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বাবদ ২ লাখ ৩৭ হাজার ৩৫০ টাকা এবং এসএমসি ও পিটিএ প্রশিক্ষণ বাবদ ৯ লাখ ৫০ হাজার ৯৬০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও এমপিও ভুক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ১টি কলেজ, ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১টি মাদ্রাসা এমপিও ভূক্তকরন করা হয়। এগুলো হচ্ছে পাঁচরুখী বেগম আনোয়ারা ডিগ্রী কলেজ, আতাদী উচ্চ বিদ্যালয়, জাঙ্গালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, কলাগাছিয়া আর.এফ উচ্চ বিদ্যালয় ও পূর্বকান্দী আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা।
- নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ৬টি, যার মধ্যে ১টি কলেজ ও ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ, লস্করদী নজরুল ইসলাম বাবু উচ্চ বিদ্যালয়, ফতেপুর আবু তালেব মোল্লা উচ্চ বিদ্যালয়, খালিয়ারচর জাহানারা বেগম উচ্চ বিদ্যালয়, বিশনন্দী হাজী খোকন উচ্চ বিদ্যালয়, ও রসুলপুর মাতাইন হাজী আসাদুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয়।
- শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু এমপিকে ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষানুরাগী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
- ২০১৩ সালে এস এস সি পরীক্ষার ফলাফলে আড়াইহাজার উপজেলা নারায়ণগঞ্জ জেলার মধ্যে শীর্ষ স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন।

(তথ্যসূত্র: সাইফুল ইসলাম প্রধান)

আড়াইহাজার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস

- শিক্ষকসহ ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, ইলমদী রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়, বগাদী নোয়াপাড়া রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়, দড়ি সত্যভান্দি রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাসপাড়া রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়, বগাদী রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়, টেটিয়া উলুকান্দি রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়, কল্যান্দী নয়াপাড়া রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঘানগর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঁচগাও দেওয়ানপাড়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিলমান্দী রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়, নারান্দী রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাগকান্দা (দঃ) কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছোট বিনাইরচর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চন্ডীবরদী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাদিরদিয়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগেরপাড়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শরীফপুর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছোট সাদারদিয়া

কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শালমদী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উদয়দী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

- বিদ্যালয়বিহীন ১৫০০ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নুতন ভবনসহ ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে গিরদা আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাল্লা আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াদ্দা আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরলক্ষিপুর আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আশোহাট আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বদলপুর কান্দাপাড়া জায়েদ আলী মোল্লা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভৈরবদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আফতাবেন নেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
- ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির ২১১২৭ জন শিক্ষার্থীকে ১৪ কোটি ৬৮ লাখ ২৫ হাজার ৩৯৭ টাকা উপবৃত্তি প্রদান।

বই উৎসব-২০১৬ এ জাতীয় পর্যায়ে রাজধানীর মিরপুরে ন্যাশনাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন ও সাংসদ আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু।

- সকল ধরনের প্রাথমিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ।
- ৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মাণ/মেরামতবাবদ ২ কোটি ৯৮ লাখ ১৪ হাজার ৪৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- ১২টি বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ এবং ইন্টারনেট সংযোগসহ মডেম সরবরাহ।
- মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে পাঠদানের জন্য আড়াইহাজার মডেল, সাতগ্রাম ও শ্রীনিবাসদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রজেক্টর বিতরণ।
- ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল পিয়ানো প্রদান।

- এক লাখ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ১৪ জনকে হুইল চেয়ার, ১ জনকে সাদাছড়ি এবং ৩ জনকে চশমা প্রদান।
- ১১৫টি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক- প্রাথমিক চালু এবং এদের মধ্যে ৯৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকপদ তৈরি ও নিয়োগ প্রদান।
- ১১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠন এবং স্লিপ প্রোগ্রামের আওতায় ব্যয় করা হয়েছে ৯ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।
- বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা ক্ষেত্রে এবং সচেতনামূলক কাজে সহযোগিতা করার জন্য ১১৫টি বিদ্যালয়ে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির ৩ জন করে মোট ৯ জন ক্ষুদে ডাক্তার নির্বাচন করা হয়েছে।
- সাতগ্রাম ও জালাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি চালু করা হয়েছে।
- শিক্ষা অফিসে একজন হিসাব সহকারীর পদ সৃষ্টি এবং ৬২টি বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম নৈশ প্রহরী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আরও ৩৩টি বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম নৈশ প্রহরী নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।
- পিডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ৯৯.৭০%। দুইটি পৌরসভা প্রতিষ্ঠা হওয়া সাধারণ গ্রেডের বৃত্তির সংখ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

গৌরব অর্জন : বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে (বালিকা) বিভাগীয় পর্যায়ে ২০১২ ও ২০১৩ সালে বৈলারকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে (বালক) জেলা পর্যায়ে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে সাতগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরপর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

(তথ্যসূত্র: শাহানা আফরোজ)

আড়াইহাজার উপজেলা মৎস্য অফিস

- অত্র উপজেলায় মাছের চাহিদা ৪৮০৮ মেট্রিক টন। ২০০৯ সালে মাছের উৎপাদন ছিলো ৬১১২ মেট্রিক টন। ২০১৫ সালে ৭২০ হেক্টর আয়তনে ৩৯৩১টি পুকুর, ৬০ হেক্টর বিল, ২৫১৩ হেক্টর প্লাবনভূমি, ১২৯১ হেক্টর নদী, ১২৩ হেক্টর ধানক্ষেত, ৩০ হেক্টর পেন কালচার এবং ২১ হেক্টর বরোপিট/পোল্ডারে মোট ৬৪৯৩ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়েছে। যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে হারে প্রতিদিন ৫৬ গ্রাম। এছাড়াও উদ্বৃত্ত ১৬৮৫ মেট্রিক টন মাছ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ফলে কার্প জাতীয় মাছের উপাদন প্রতি হেক্টরে ৪ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫০ মেট্রিক টন হয়েছে।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ -২০১৫ উপলক্ষে মাছের পোনা অবমুক্ত করছেন সংসদ আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

- জাতীয় মৎস্য পক্ষ/সপ্তাহ উদযাপন এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের ফলে অতিরিক্ত মাছ উপাদিত হয়েছে ৩৮১ মেট্রিক টন ।
- মাছঘাট, আড়ত ও বাজারে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়। ৩৮টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৫টি মামলাসহ ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়, ৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ১৭ লাখ ২০ হাজার টাকার জব্দকৃত ১ লাখ ৫৬ হাজার মিটার কারেন্ট জাল পোড়ানো হয়েছে।
- ২০০৯ সালে ইলিশের উৎপাদন ছিলো ৭২ মেট্রিক টন। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন, প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের ফলে ২০১৫ সালে ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১০ মেট্রিক টন।
- ৫৭টি জলাশয়ে ৮০১ হেক্টরে ৪২.৫৮ মেট্রিক টন মাছের পোনা অবমুক্তকরণের ফলে ১৩২৮ মেট্রিক টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন এবং সুফলভোগী ১৫৬০ জন পুরুষ ও ৩৩৫ জন মহিলা উপকৃত হয়েছেন।
- **সংযোগ চাষী :** ৯টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভায় একজন করে সংযোগ চাষী নির্বাচন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ফলে ১১ জন সংযোগ চাষীর পুকুরে তেলাপিয়া মাছের উপাদন প্রতি হেক্টরে ৩০ মেট্রিক টন এবং পাঙ্গাস মাছের উপাদন ১০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। এই সংযোগ চাষীরা উপজেলা মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ওই এলাকার মৎস্য চাষীদের আপডেট তথ্য সরবরাহসহ মৎস্য চাষ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।
- রাজস্ব খাতে ৩৩০ জন এবং উন্নয়ন খাতে ৪৪৮ জন মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৩০ জন পুরুষ ও ১৬ জন মহিলা মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবীকে সহজ শর্তে মৎস্যখাতে ১ লাখ ৮৮ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৪%।

- মাছের সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে ভেজালমুক্ত করার লক্ষ্যে ২৩টি মৎস্য খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা এবং ভেজাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভাগীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মাছের খাদ্য ভেজালমুক্তকরণের লক্ষ্যে কোন সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাসহ উপজেলা মৎস্য অফিস প্রতিমাসে অন্তত ৩/৪ বার বাজার মনিটরিং করেন।
- আড়াইহাজার উপজেলা মৎস্য অফিস প্রতিমাসের ২য় সপ্তাহের সোমবারকে "মৎস্য পরামর্শ দিবস" হিসেবে ঘোষনা করেন। ওই দিন মৎস্য উৎপাদন, রোগ বালাই দমন, উন্নত জাতের পোনা সরবরাহ ও সংরক্ষণ এবং সুষম খাদ্য সরবরাহসহ মৎস্য চাষ সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।
- বর্তমানে অত্র উপজেলায় ৫টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প গুলো হচ্ছে- জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান, স্বাদু পানিতে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ, উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ এবং জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ- এনএটিপি)।

(তথ্যসূত্র: এস এম খালেকুজ্জামান)

আড়াইহাজার উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস

- ৩৩৫১ জন বেকার যুব ও ২৬১৮ যুব মহিলাদের (১৮- ৩৫ বছর) ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ, যেমন-হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, সেলাই, গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ব্লক বাটিক, মাশরুম চাষসহ স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ৩৪টি ট্রেডে ৭ থেকে ২১ দিন মেয়াদী অপ্রতিষ্ঠানিক এবং জেলার পর্যায়ে ৫০১ জন বেকার যুব ও ১৫১ যুব মহিলাদের পোষাক তৈরী, গবাদি পশু, হাস- মুরগি পালন প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ, কৃষি বিষয়ক, কম্পিউটার বেসিক কোর্স, ইলেকট্রিক্যাল, হাউজওয়ারিং, রেফ্রিজারেশন, এয়ারকন্ডিশন ও ইলেকট্রনিক্স

রোকন উদ্দিন গার্লস ডিগ্রী কলেজের হল রুমে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নজরুল ইসলাম বাবু এমপি

ইত্যাদি বিষয়ে ১ মাস থেকে ৬ মাসের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ২০১৫ সালে ১৪ ডিসেম্বর সেলাই মেশিনে ১ মাসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৫০ জন মহিলাকে জেলা পরিষদ কর্তৃক বিনামূল্যে ৫০টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়।
- প্রশিক্ষণ শেষে ৫৯৫ জন বেকার যুব ও যুব মহিলাদের (৩০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ পর্যন্ত) ২ কোটি ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী ৩৯টি যুব সংগঠনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে তালিকাভূক্তিকরণ করা হয়েছে। এসব যুব সংগঠনসমূহকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব কল্যাণ তহবিল হতে প্রকল্প ভিত্তিক এবং বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে অনুন্নয়ন খাত থেকে প্রতি অর্থবছর অনুদান প্রদান করা হয়।
- নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় তালিকাভূক্ত পাঁচগাও পল্লী উন্নয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ ও শ্রীনিবাসদী নারী জাগরণী মহিলা কল্যাণ সমিতির ৫০ জন সদস্যকে নারায়নগঞ্জ জেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে এ দুইটি সংগঠনকে ২০ হাজার টাকা এবং দুই সেট কম্পিউটারসহ সংশ্লিষ্ট আসবাবপত্র অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
- নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প গ্রহণকারী যুব ও যুব মহিলাদের (২৫ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার) টাকা পর্যন্ত ১০ জন যুব ও যুব মহিলাকে ২ লাখ টাকা ঋণ (অপ্রতিষ্ঠানিক) প্রদান করা হয়েছে।
- কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প গ্রহণ করে ২৮৮৮ জন যুব এবং ৯৮৫ জন যুব মহিলা আত্মকর্মী হয়েছেন।
- উপজেলা পর্যায়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৫১৩ জন যুব ও ৫৬৭ জন যুব মহিলার মধ্যে ৮ জন বেকার যুব ও যুব মহিলাকে (২৫ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার পর্যন্ত) ২ লাখ টাকা অপ্রতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান, যুব পুরস্কার, বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী, কর্মশালা/সেমিনার, জাতীয় যুব দিবসসহ বিভিন্ন দিবস পালন। এইডস এর ভয়াবহতা, ইভটিজিং, বাল্য বিবাহ, যৌতুক প্রথা রোধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণ ইত্যাদি। এছাড়াও সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন। জাতীয় যুব দিবস ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে যুব ও যুব মহিলাদেরকে সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

আড়াইহাজার উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস

- দুঃস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষে ২১০ জনকে ১০ লাখ ৮ হাজার টাকা ভাতা প্রদান।
- ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় ৫৫২৩ জন মহিলাকে ১৯৮৮.২৮ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ।
- দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচীর আওতায় ১১৫৬ জন মহিলাকে ৭ লাখ ১৩ হাজার টাকা বিতরণ।
- দুঃস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ ২৯৭ জন মহিলাকে ২১ লাখ ৭০ হাজার টাকা টাকা বিতরণ।
- ১০টি নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিকে ৪ লাখ ৮৯ হাজার টাকা অনুদান প্রদান।

সফল নারী (জয়িতা-২০১৫) সম্মাননা প্রদান করছেন আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু এমপি

- কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচীর আওতায় ৩০০ মহিলাকে দুই বছরের জন্য মাস প্রতি ৫শ' টাকা করে ৩৬ লাখ টাকা বিতরণ প্রক্রিয়াধীন।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কর্মসূচীর আওতায় ৬৭টি অভিযোগ গৃহিত এবং তা নিস্পত্তি করা হয়েছে।
- সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রমের আওতায় ১৪৫৭৪ জনকে বিভিন্ন সচেতনামূলক কার্যক্রমে (যেমন-বাল্য বিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু নির্যাতন, ইভটিজিং, স্যানিটেশন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রভৃতি) অংশগ্রহণ।

- দুঃস্থ সাহায্য তহবিল হতে ১০ জন দুস্থ অসহায় মহিলাকে ৩০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ে ১০ জন জয়িতা (সফল নারী) নির্বাচনোত্তর সম্মাননা প্রদান।

(তথ্যসূত্র: হাসি রাণী রায়)

আড়াইহাজার উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস

- ১৬১ জন অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবির পেনশনের আনুতোষিক এবং ৪৮ জন পেনশনারের মৃত্যুজনিত কারণে ৪৮ জনকে পারিবারিক পেনশন পরিশোধ করা হয়েছে।
- প্রতিমাসে গড়ে ১১৫০ জন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ভাতা, ৫৫০ থেকে ৬০০ জন পেনশনারের মাসিক পেনশন এবং ৩৫০ থেকে ৪০০টি বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিল পরিশোধ করা হয়।
- প্রতিমাসে গড়ে ১০৫০ জন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জিপিএফ হিসাবের কর্তনকৃত টাকার লেজার ও ব্রডশীট পোস্টিং করা হয়।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ভ্যাট বাবদ ৫ কোটি ৮৯ লাখ ৮৯ হাজার ৭৫৭ টাকা এবং আয়কর বাবদ ৯ কোটি ৪৪ লাখ ৬৭ হাজার ৬৩৬ টাকা আদায়ের পর সরকারী কোষাগারে জমাদানের হিসাবভূক্তি করা হয়েছে।
- উপজেলা হিসাবরক্ষন অফিসের কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড্ করা হয়েছে। এতে অনলাইনের মাধ্যমে মাসিক ও বাৎসরিক হিসাব তাৎক্ষনিকভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা যায়। অনলাইনের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ভাতা পরিশোধসহ ব্যাংকে জমাকৃত চালানের যাচাইকরনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

আড়াইহাজার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ

- এনালগ পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু।
- নিজস্ব জমিতে অত্যাধুনিক দোতলা বিল্ডিং, টেলিফোন লাইন সম্প্রসারণসহ দুই কোটি টাকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- ২০০৯ সাল পর্যন্ত টেলিফোন নেটওয়ার্ক উপজেলা পরিষদ ও আশপাশে কেন্দ্রীভূত ছিলো। বর্তমানে উপজেলা সদর থেকে সাত কিলোমিটার পর্যন্ত টেলিফোন লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এই সম্প্রসারণ পর্যাক্রমে উপজেলার পুরো এলাকা বিস্তৃতি হবে।
- আইসিটি কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

(তথ্যসূত্র: মোঃ আমিনুল ইসলাম)

আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাচন অফিস

- ২০০৯ সালে মোট ভোটার সংখ্যা ছিলো ২২৬১১৫ জন। পুরুষ ১১১৯৩০ জন এবং মহিলা ১১৪১৮৫ জন। ২০১৫ সালে জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ভোটার সংখ্যা ২৭৩৪২০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৩৯২৫২ জন এবং মহিলা ১৩৪১৬৮ জন।
- ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে সার্ভার স্টেশন প্রতিষ্ঠা।

উপজেলা নির্বাচন-২০১৪

উপজেলা বাজবী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট প্রদান করছেন স্থানীয় এমপি আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

- গত তিন বছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ব্যয় হয়েছে ১১ লাখ ৭১ হাজার ৭০০ টাকা।
- ভোটার তালিকা সংশোধন, স্থানান্তর এবং হারানো সংক্রান্ত নিস্পত্তি ৩৭৭টি।
- ভোটার তালিকা সংশোধন, স্থানান্তর এবং হারানো সংক্রান্ত নিস্পত্তির কাজটি অব্যাহত রয়েছে।
- জাতীয় পরিচয়পত্র বা তথ্য ও উপাত্ত সংশোধন।

(তথ্যসূত্র: মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)

আড়াইহাজার উপজেলা সমবায় অফিস

- ১০২টি সমিতি নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।
- সমিতিগুলো তাদের সদসস্যের মাঝে সহজ শর্তে প্রায় ৭ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করেছে।
- সমবায় সমিতির মাধ্যমে অত্র উপজেলায় এক হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।
- সমিতিগুলোর সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ এক লাখ ৪১ হাজার ৭৯৯ টাকা, অডিট ফি বাবদ দুই লাখ ৬০ হাজার ৫৪০ টাকা এবং অডিট ফি'র উপর ভ্যাট বাবদ ৯ হাজার ৯৮৮ টাকা সরকারী কোষাঘারে জমা করেছে।
- সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ অন্যান্য সাধারণ সদস্যদেরকে সমবায় অধিদপ্তর ঢাকাস্থ সদর কার্যালয়, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক কেন্দ্রে এক হাজার সমবায়ীকে ব্যবস্থাপনা কোর্স, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(তথ্যসূত্র: নাজমা আক্তার)

আড়াইহাজার উপজেলা সমাজ সেবা অফিস

- প্রতি বছর ৭৩৩৬ জনকে ১ কোটি ৭৬ লাখ ৬ হাজার ৪০০ টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান।
- প্রতিবছর ৮৩৯ জন নিয়মিতসহ ১০৬৮ জনকে ১২ লাখ ৫৮ হাজার ৫০০ টাকা অসচ্ছল প্রতিবন্ধীকে ভাতা প্রদান।
- ২৩ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে প্রতিবছর ৭৩ হাজার ৮০০ টাকা উপবৃত্তি প্রদান।
- ৪১৬ জন মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে প্রতিবছর ১ কোটি ২৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রদান।
- ৩০ জন দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীকে প্রতিবছর ৭২ হাজার টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান।
- পল্লী সমাজ সেবা কার্যক্রম (আর.এম.এস) এর আওতায় ১৯১৮টি স্কীমে ৪৮ লাখ ৫০ হাজার ৫০ টাকা বিনিয়োগ এবং আদায়ের হার ৯৯%।
- পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম (আর. এম. সি) এর আওতায় ৩৫৮টি স্কীমে ১১ লাখ ৩১ হাজার টাকা বিনিয়োগ এবং আদায়ের হার ১০০%।
- এসিড দগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কার্যক্রমের আওতায় ১৭৯টি স্কীমে ১৫ লাখ ২৭ হাজার ৮০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।
- বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ১৮০ জনকে ২১ লাখ ৬০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- ১০টি স্বেচ্ছাসেবী নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান।

(তথ্যসূত্র: মোঃ আলী আজগর)

আড়াইহাজার উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

- উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প টিআর, কাবিখা ও ভিজিএফ এর মাধ্যমে ১০৬০০ মেট্রিক টন চাল ও গম এবং ভিজিপি খাতে ১৬৮০ মেট্রিক টন চাল ও গম বিতরণ করা হয়েছে।
- ২ কোটি ৬৮ লাখ ৪১ হাজার ৪৯২ টাকা ব্যয়ে ৯১৪৩৩১ মেট্রিক টন আভ্যন্তরীন ধান, চাল ও গম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ১০০%
- স্থানীয় চালকল মালিক ও খুচরা ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান।
- চতুর্থ শ্রেণির সরকারী কর্মচারীদের ফেরার প্রাইসের মাধ্যমে চাল ও গম বিতরণ।
- ২৪ হাজার হতদরিদ্রদের কার্ডের মাধ্যমে চাল ও গম বিতরণ।
- বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য ওএমএস এর আওতায় কেজি প্রতি ২৪ টাকা দরে ৩৫০ মেট্রিক টন চাল বাজারে বিক্রি হয়েছে।
- ৩০ কেজি বস্তায় ভিজিডির চাল সরবরাহ শুরু হয়েছে।

(তথ্যসূত্রঃ মোঃ জাফর সাদেক)

আড়াইহাজার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস

- ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয় ১১৭৪টি নলুকুপ স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬নং গভীর নলকূপ ২২৩ টি, তারা গভীর নলকূপ ৭১১ টি, তারা অগভীর নলকূপ ২০০টি এবং পিডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় তারা গভীর নলকূপ ৪০টি।
- পিডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৭৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। আরও ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন।
- ১০টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভায় ৪৯১৬৬টি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।
- দুপ্তারা, ব্রাহ্মন্দী, হাইজাদী, উচিৎপুরা, খাগকান্দা, বিশনন্দী ও কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নে বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় ২৩৫টি গভীর নলকূপ স্থাপনসহ ননপাইপ ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

(তথ্যসূত্রঃ মো ঃ রফিকুল ইসলাম)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

- ২০৮টি সমিতি নিবন্ধন প্রদান এবং এর সদস্য সংখ্য ৫৩৬৯ জন।
- নিবন্ধিত ৫৩৬৯ জন সদস্যকে (প্রতি সদস্য সর্বনিম্ন ১০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার) ২ কোটি ৮২ লাখ ৭২ হাজার টাকা সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং আদায় করা হয়েছে ২ কোটি ৫৫ লাখ ৫১ হাজার টাকা। আদায়ের হার ৯০%।
- ৮২টি দল গঠন, যার সদস্য সংখ্য ১৯৫৪ জন।
- অনিবন্ধিত ১৯৫৪ জন সদস্যকে (প্রতি সদস্য সর্বনিম্ন ১০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার) ২ কোটি ৩৪ লাখ টাকা সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং আদায় করা হয়েছে ১ কোটি ৮৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা। আদায়ের হার ৮০%।
- ৯৪০ জন সমবায়ীকে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬৪ জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে (জন প্রতি সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা) মোট ১৫ লাখ ৫৩ হাজার টাকা সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং আদায় করা হয়েছে ১৫ লাখ ৫৩ হাজার টাকা। আদায়ের হার ৭২%।

(তথ্যসূত্র: মোঃ মোকাব্বের হোসেন ভূইয়া)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর আড়াইহাজার পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প

- ১০৮টি সমিতি নিবন্ধন প্রদান, যার সদস্য সংখ্য ৩৬৫৯ জন।
- সদস্যদের কাছ থেকে শেয়ার বাবদ ৪ লাখ ৫ হাজার টাকা এবং সঞ্চয় বাবদ ৩০ লাখ ৪৯ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে।
- ৩৬৫৯ জন সদস্যকে (প্রতি সদস্য সর্বনিম্ন ১০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১৮ হাজার টাকা) ১৮ কোটি ২৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকা সহজ শর্তে ঋন প্রদান এবং আদায় করা হয়েছে ১৮ কোটি ৯৩ লাখ ৯৮ হাজার টাকা। আদায়ের হার ৯৮%।
- সমিতির ম্যানেজার, সভাপতি ও সাধারণ সদস্যসহ ৩১৫৫ জনকে সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

(তথ্যসূত্র: শারমিন সুলতানা)

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বেসিক সেন্টার, আড়াইহাজার

- তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী প্রকল্পের আওতায় ৬২৪ জন তাঁতীকে ৮৩ লাখ ৮২ হাজার টাকা (প্রতি জন সর্বনিম্ন ১৩ হাজার থেকে সবোর্চ্চ ২৬ হাজার টাকা পর্যন্ত) সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ঋণ আদায়ের হার ৫৬%।
- নরসিংদী তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০০ জন তাঁতীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- বিটিএমসির আওতাভূক্ত মিল হতে নিবন্ধিত তাঁতীরা শুল্কমুক্ত সুতা সংগ্রহের সুবিধা পাচ্ছেন।
- ফ্যাশন ডিজাইন প্রকল্প চালু অব্যহত রয়েছে।

(তথ্যসূত্র: মোহাম্মদ মানিক মিয়া)

আড়াইহাজার আনসার ও ভিডিপি অফিস

- গ্রাম ভিত্তিক ৭৬৮ জনকে প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয় ৭ লাখ ৬৮ হাজার টাকা।
- পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ যেমন- পোষাক তৈরী, গবাদি পশু, হাঁস- মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ, কৃষি বিষয়ক, টাইল্‌স ফিটিং, ড্রাইভিং, কম্পিউটার বেসিক কোর্স, ইলেকট্রিক্যাল, হাউজওয়ারিং, রেফ্রিজারেশন, এয়ারকন্ডিশন ও ইলেক্ট্রনিক্স ইত্যাদি বিষয়ে ১৬৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সোনালী ব্যাংক, স্পিনিং, টেক্সটাইল মিলস্‌সহ বিভিন্ন সংস্থায় ৮৬ জন আনসার সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। প্রতি মাসে ৮ লাখ ৮৬ হাজার টাকা (প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা) তাদের বেতন বাবদ প্রদান করা হচ্ছে।
- ২০১১ সালে ঢাকা সিলেট মহাসড়কের পুরিন্দা এলাকায় ডাকাতদলকে অস্ত্রসহ আটক করার বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য আনসার শফিকুল ইসলামকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোল্ড মেডেল প্রদান করেন।
- ২০১৩ সালে উপজেলা কমান্ডার আবু সাঈদ ভালো সংগঠক হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা অনুদান ও সনদপত্র পাওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

(তথ্যসূত্র: গাজী সহিদুর রহমান)

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

- দুপ্তারা, আড়াইহাজার, বিশনন্দী, ফতেপুর, কালাপাহাড়িয়া ও খাগকান্দা এলাকায় ৫৩টি সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩০২৪ জন।
- ২৮ লাখ টাকা ব্যয়ে সমিতির সদস্য ১০০ জনকে ১০০টি দুগ্ধ গাভী, ৩০ জনকে ১৪১০টি মুরগী, ১২০ জনকে ১৪৪১ প্যাকেট সবজী বীজ, ৯০ জনকে ৫৪০০টি গাছের চারা এবং ৪৪ জনকে ৫৮৬টি ঢেউটিন বিতরণ করা হয়েছে।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উদ্যোগে গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে টিন বিতরণ করা হয়

- সদস্যদের কাছ থেকে সঞ্চয় বাবদ আদায় ১ কোটি ১৭ লাখ টাকা।
- সমিতির সদস্যদের সবজী চাষ, মৎস্য পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাষ-মুরগী পালন, নার্সারী, কৃষিসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ২১২৭ জন সদস্যকে (সর্বনিম্ন ১০ হাজার থেকে সবোর্চ্চ ৩০ হাজার টাকা) ৩ কোটি ১০ লাখ টাকা সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ এবং ঋণ আদায়ের হার ৭০%।
- ২০১৪ সালে সঞ্চয় আদায়ে জেলা পর্যায়ে আড়াইহাজার শীর্ষ স্থান লাভের গৌরব অর্জন করেছে।

(তথ্যসূত্র: মোহাম্মদ কামাল হোসেন)

আড়াইহাজার হর্টিকালচার সেন্টার

- মান সম্পন্ন ফল, সবজী, শোভাবর্ধনকারী ফুলের ৩৩৮২১৫টি চারা কলম উৎপাদন করে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করে বিক্রিত ১৭ লাখ ৯৭ হাজার ৩৭৭ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
- বিভিন্ন ফলের জার্মপ্লাজম (দেশি/বিদেশী) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- ১৭৯টি ফল ও সবজির প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

আড়াইহাজার কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ফলের চারা রোপণ করছেন সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মহা পরিচালক

- ১০০০০ জনকে উদ্যান ফসলের কলম তৈরি বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ এবং ৩০০০ জনকে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ঢেওয়া, চালতা, লটকন, দেশী খেজুর, আমলতি, হরতকি, বহেরা, নিম, টকফুল, শরিফা, আতাসহ ৫০০০০ বিভিন্ন অপ্রচলিত ফলের চারা উৎপাদন ও বিক্রি করা হয়েছে।
- উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আমসহ ৪০০টি ফল, ওষুধি ও অন্যান্য বৃক্ষের মাতৃবাগান গড়ে তোলা হয়েছে।

(তথ্যসূত্র: মোঃ হাবিব উল্লাহ)

ˆ`wbK mgKv‡j i cvZvq AvovBnvRv i

ˆ`wbK mgKv‡j cÖwkZ AvsL¨ cÖ‡e`b †_‡K K‡qKwU cÖ‡e`b eBwU‡Z ms‡hvRb Kiv n‡q‡QÑ

.....................সূচীপত্র.....................

- ❑ আড়াইহাজারে সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী ৪
- ❑ আড়াইহাজারে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ ৯
- ❑ আওয়ামীলীগ বোমার রাজনীতি করে না ১০
- ❑ আড়াইহাজারে ৫ বছরে ১২শ'কোটির টাকার উন্নয়ন ১১
- ❑ ছাত্রলীগের সম্মেলন ১২
- ❑ ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সফর ১৩
- ❑ ২০১৯ সালের আগে নির্বাচন হবে না ১৫
- ❑ গণসমাবেশে প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম ১৬
- ❑ বদলে যাচ্ছে দৃশ্যপট ১৭
- ❑ শোক দিবসের আলোচনায় প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ১৯
- ❑ আড়াইহাজারে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ২০
- ❑ আড়াইহাজারে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ২১
- ❑ আড়াইহাজারে পল্লী বিদ্যুতের কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ২২
- ❑ আড়াইহাজারে আইসিটি পার্ক করা হবে ২৩

আড়াইহাজারে সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

আমরা কথায় নয় কাজে বিশ্বাস করি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা কথায় নয়, কাজে বিশ্বাস করি। বর্তমান সরকারের আমলে আমরা দেশের প্রতিটি স্থানেই সমান ভাবে উন্নয়ন করেছি। দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে তিনি আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চান। তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, শিক্ষার হার কমে যায়, দেশে খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টি হয়। তারা আবারো ক্ষমতায় আসতে পারলে দেশে হাওয়া ভবনের মতো নতুন ভবন খুলে দুর্নীতি শুরু করবে।

বিএনপির রাজনীতি হত্যা, দুর্নীতি আর দুঃশাসনের বলেও প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। তিনি তার বক্তব্যে তার সময়ে হওয়া বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, উন্নয়নের জন্য কোন দাবী দাওয়া করতে হবে না। কারণ আওয়ামীলীগ জানে কীভাবে উন্নয়ন করতে হয়।

শনিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার শহীদ মঞ্জুর স্টেডিয়ামে উপজেলা আওয়ামীলীগ আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তব্যকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। সমাবেশের আগে প্রধানমন্ত্রী বন্দর উপজেলার হরিপুরে ৪১২ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সিদ্ধিরগঞ্জে ৩৩৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কম্বাইণ্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ জেলার ৫ উপজেলার মোট ১৪টি উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকৃত অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ গুলো হলো বালিয়াপাড়া, পাকুন্দা, দুপ্তারা ও দয়াকান্দায় নির্মিত ৫টি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার (২৪ আগস্ট ২০১৩) নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার শহীদ মঞ্জুর স্টেডিয়ামে আড়াইহাজারে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের শুভ উদ্বোধন এবং ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন —এস এম প্রভাত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার (২৪ আগস্ট ২০১৩) নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার শহীদ মঞ্জুর স্টেডিয়ামে আড়াইহাজারে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের শুভ উদ্বোধন এবং ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন *-এস এম প্রভাত*

ব্রীজ, আড়াইহাজারে ফায়ার ষ্টেশন, নারায়ণগঞ্জ সার্কিট হাউজ, সোনারগাওয়ের বারদীতে শ্রী জ্যোতি বসু স্মৃতি পাঠাগার ও সেমিনার হল, আড়াইহাজারে বিশনন্দীতে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এর প্রধান কার্যালয়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সম্প্রসারন, সম্প্রসারিত চারতলা প্রশাসনিক ভবন, এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, নারায়ণগঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রূপগঞ্জের মুড়াপাড়া ফেরিঘাট রাস্তায় শীতলক্ষা নদীর উপর ৫৭৬ দশমিক ২১৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রীজ।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় আরো বলেন, অসংবিধানিক ভাবে যখনই কোন সরকার এসেছে তখনই দেশ রক্তাক্ত হয়েছে। ৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে দেশের জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার হরণ করা হয়েছিল। ৯৬ সালে সরকারে এসে পূববর্তী সরকারের রেখে যাওয়া ১৬শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎকে ৪ হাজার ৩শ' মেগাওয়াটে উন্নীত করে গেছিলাম। কিন্তু বিএনপি সরকার তাকে নামিয়ে ৩ হাজার ২শ' মেগাওয়াটে নামিয়ে আনে। বর্তমান সরকারের আমলে আমরা সেই বিদ্যুৎকে ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় এলে দেশে শিক্ষার হার বাড়ে, দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। আগে বাবা-মাকে বই কিনতে হতো উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি ২৭ কোটি বই ৫১ হাজার শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিয়েছি। পাশাপাশি আমরা উপবৃত্তি ও বৃত্তি চালু করেছি। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা এখন বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা নিয়েছি।

অথচ বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশে শুধু লুটপাট হয়। শিক্ষার হার কমে, দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার আমলে আমরা দেশে ২০ হাজার মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ রুম সৃষ্টি করেছি। ৪ হাজার ৫৮৫টি ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলায় ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে তথ্য সেবা নিশ্চিত করেছি।

বিএনপি চেয়ারপারসনকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি নাকি দেশকে পাল্টে দেবেন। তাদের পাল্টে দেওয়া মানেই দুনীর্তি আর দুঃশাসন। বিএনপি ও তাদের দোসর জামায়াত ও হেফাজত মিলে পবিত্র কোরআন শরীফে আগুন দিয়েছে, শত শত গাছ কেটে ফেলেছে। এটাই তাদের ভিন্ন ধরনের রাজনীতি। বাংলাদেশের মানুষ এখন আর সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও হাওয়া ভবন চায় না। দুঃখের বিষয় যখনই বিএনপি-জামায়াত জোট বা অন্য কোন পন্থায় কেউ ক্ষমতায় এসেছে তখনই জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই বিএনপি ২০০৬ সালে ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার তৈরী করে ভোটার লিষ্ট তৈরী করেছিল জনগণের ভোট চুরি করবে বলে। পদ্মা সেতু প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিজেদের অর্থে পদ্মা সেতু তৈরী করতে ইতিমধ্যেই টেন্ডার দেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত আমলে যখন বিচার কাজ শুরু করেছিলাম, বিএনপি তাতে বাঁধা দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ২ খুনিকে তারা এমপি বানিয়েছে। কিন্তু আমরা এবার বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শেষ করে ৫ খুনির ফাঁসি দিয়েছি। বিএনপি বাঁধা দিতে পারেনি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শেষ করে দেশকে পাপ মুক্ত করা হবে বলেও তিনি ঘোষণা দেন।

২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে বিএনপি জামায়াত জোট নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোমা হামলা চালিয়েছিল। ১৬ জুন নারায়ণগঞ্জ আওয়ামীলীগ অফিসে বোমা হামলা হয়েছিল। এই আড়াইহাজরের কত মানুষের বাড়ী-ঘর তছনছ করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সাবেক অর্থমন্ত্রী এসএম কিবরিয়া এবং শ্রমিক লীগ নেতা আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বিএনপির আমলে রমজান মাসে শ্রমিকরা তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করেছিল বলে গুলি করে ১৭ জন শ্রমিককে হত্যা করেছিল বিএনপি সরকার। সার চাওয়ার অপরাধে ১৮ জন কৃষককেও গুলি করে হত্যা করেছিল তারা। তাদের আমলে মানুষ যখনই দাবী করেছে তখনই তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। এখনও তাদের চরিত্র এতটুকু বদলায়নি।
অথচ আওয়ামীলীগ যখনই সরকারে এসেছে তখনই মানুষের সেবা করেছে। মানুষের জন্য উন্নয়ন করে। ৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করেছিল। ওই সময় আমরা বেসরকারি খাতে প্রথম বারের মতো হরিপুরে ৩৬০ মেগাওয়াট এবং মেঘনা ঘাটে ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ শুরু করি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ সর্ম্পকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন সবার হাতে হাতে মোবাইল ফোন। ১২শ' থেকে ১৪শ' টাকায় মোবাইল ফোন পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বিএনপি সরকারের আমলে তাদের একজন মন্ত্রী এ ব্যবসা করতো। তখন মোবাইল ফোনের দাম ছিল ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা। এক মিনিট কথা বললে খরচ ছিল ১০ টাকা। ফোন এলেও ১০ টাকা খরচ হতো। তিনি বলেন, এখন সবার ঘরে ঘরে ল্যাপটপ পৌছে দেওয়া হয়েছে। ❑

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষি আমাদের অর্থনীতি। খাদ্য নিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করেছি। খাদ্যে ৪০ লাখ মেট্রিক টন ঘাটতি পূরণ করে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছিলাম। কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সে খাদ্য উৎপাদন কমে গেল এবং ৩০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি তারা উপহার দিলেন। আমরা ২০০৬ সালে যে চালের দাম ১০ টাকা রেখে এসেছিলাম, বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সেই চালের দাম গিয়ে দাঁড়াল ৪০-৪৫ টাকায়।

পুষ্টি নিরাপত্তাও আমরা নিশ্চিত করতে চাই। এ লক্ষ্য নিয়ে ফলিত, পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আপনাদের এই আড়াইহাজারেই হতে যাচ্ছে। এই ইনস্টিটিউটে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং বাংলাদেশের মানুষ আর পুষ্টিহীনতায় ভুগবে না। তিনি আরো বলেন, সব উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে যদি আগামী নির্বাচনে আবারো আপনারা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামীলীগকে জয়যুক্ত করেন।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে ২১ হাজার ৫৭১ কিলোমিটার জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এই সাড়ে ৪ বছরে ৪ হাজার ৫০৭টি সেতু, ১৩ হাজার ৭৫১টি কালভার্ট নির্মাণ করেছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার (২৪ আগস্ট ২০১৩) নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার শহীদ মঞ্জুর স্টেডিয়ামে উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন –এস এম প্রভাত

উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহজালাল মিয়ার সভাপতিত্বে ও আওয়ামীলীগ নেতা অ্যাডভোকেট আবদুর রশিদ ভূঁইয়ার পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানী বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-এলাহী, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এনামুল হক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন, স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু, সুবিদ আলী ভূঁইয়া এমপি, নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের সাংসদ গোলাম দস্তগীর গাজী এবং ৫ আসনের এমপি নাসিম ওসমান। ❑

সূত্র : (দৈনিক সমকাল, প্রকাশ- ২৫-০৮-১৩)

আড়াইহাজারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি

স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সফর আলী কলেজে অনার্স কোর্স চালু করা হবে

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি বলেছেন, শিক্ষায় বিনিয়োগ সেরা বিনিয়োগ। শিক্ষায় বিনিয়োগের মাধ্যমেই একটি দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব। তাই দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। শনিবার (১ মে ২০১০) সরকারী সফর আলী কলেজ ছাত্র সংসদের অভিষেক ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

নুরুল ইসলাম নাহিদ তাঁর বক্তৃতায় সাংসদ নজরুল ইসলাম বাবুর নেয়া শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এসময় তিনি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সরকারী

ছাত্র সংসদের অভিষেক ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন নজরুল ইসলাম বাবু

সফর আলী কলেজে অনার্স কোর্স চালু এবং বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে শিক্ষার্থীদের সবধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার ঘোষনা দেন।

প্রধান বক্তা আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, এই কলেজের ছাত্র সংসদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই মেধাবী এবং তারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর এপিএস সাইফুজ্জামান শেখর, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জিএম আরাফাত, ভিপি নাঈম আহমেদ মোল্লা, জিএস আল আমিন, এজিএস মঞ্জুর হোসেন প্রমুখ। ❑

(সূত্র : দৈনিক সমকাল, প্রকাশ -০৩-০৫-২০১০)

সংবর্ধনা

আড়াইহাজারে চেয়ারম্যানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে
এলজিইডি প্রতিমন্ত্রী নানক

আ.লীগ বোমার রাজনীতি করে না

আওয়ামীলীগ সরকার বোমাবাজির রাজনীতি করে না। উন্নয়নের রাজনীতি করে। সরকার যখন উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ে ব্যস্ত। সেই সময় অযথা আন্দোলন করে রিরোধীদল উন্নয়ন ব্যাহত করতে চায়। বর্তমান সরকার যে কোন কিছুর বিনিময়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ শেষ করবে। গতকাল শনিবার বিকাল তিনটায় আড়াইহাজার শহীদ মঞ্জুর ষ্টেডিয়ামে উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক এ কথাগুলো বলেন। উপজেলা পরিষদ আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

চেয়ারম্যানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক

হিসাবে উপস্থিত থেকে এলজিইডি প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক যেসকল চেয়ারম্যানদের সংবর্ধনা দিলেন তারা হলেন, ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব লাক মিয়া, সাতগ্রামের অদুদ মাহমুদ, দুপ্তারার শাহিদা মোশারফ, ফতেপুরের আবু তালেব মোল্লা, হাইজাদীর আলী হোসেন, উচিৎপুরার নাজিমউদ্দিন আলম, মাহমুদপুরের আমান উল্ল্যাহ আমান, কালাপাহারিয়ার সাইফুল ইসলাম স্বপন, খাগকান্দার শহীদুল ইসলাম ও বিশনন্দী ইউনিয়নের ইকবাল রহমান রিপন। এলজিইডি প্রতিমন্ত্রী প্রত্যেক চেয়ারম্যানকে মাল্যদান এবং একটি করে ক্রেষ্ট প্রদান করেন। উপজেলা চেয়ারম্যান শাহজালাল মিয়ার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু। এর পুর্বে প্রতিমন্ত্রী দুপ্তারা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন। ❑

(সূত্র : দৈনিক সমকাল, প্রকাশ : ২৫-১২-১১)

আড়াইহাজারে ৫ বছরে ১২শ’কোটি টাকার উন্নয়ন

গত পাঁচ বছরে আড়াইহাজারে অন্তত ১২শ’ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ হয়েছে। এলাকার যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাখাতের অবকাঠামো উন্নয়ন, আবাসিক গ্যাস সরবরাহ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ও খাগকান্দা নদী ভাঙ্গণ রোধে ব্যাপক কাজ হয়েছে এ সময়ে - এমন মন্তব্য আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, শিক্ষক ও বিশিষ্টজনদের। তাদের মতে এসব কাজের কৃতিত্ব স্থানীয় সাংসদের। পৌরসভা এলাকার ঝাউগাড়া পরিত্যক্ত বিমানবন্দরে ১০ একর জায়গাজুড়ে নির্মিত হয়েছে দেশের ১৬তম কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই)। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (বারটান) প্রধান কার্যালয় নির্মিত হচ্ছে আড়াইহাজারের বিশনন্দীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য মেঘনা নদী পাড়ে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

সড়ক ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে প্রায় তিনশ’ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। ৫০ কোটি টাকার এলজিইডির নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। দেড়শ’ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৩টি ব্রীজ ও কালভার্ট, পুরনো রাস্ত মেরামত ও সরু রাস্তা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। চার কোটি টাকা ব্যয়ে দেড় বিঘা জায়গার উপর নির্মিত হয়েছে ‘মুক্তিযোদ্ধা এসএম মাজহারুল হক অডিটরিয়াম ও কমিউনিটি সেন্টার’। ১৯টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ, একটি কলেজ, একটি মাদ্রাসা, ও তিনটি হাইস্কুলকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্বকান্দা বাজার রক্ষা বাঁধ, দয়াকান্দা গ্রাম রক্ষা বাঁধ ও চৈতনকান্দা গোলাম মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় দেড় কোটি টাকা খাগকান্দা ও ঢৌকাদি এলাকায় নদী খনন ও সেচ কার্যে ব্যয় করা হয়েছে।

আড়াইহাজার উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে হতদরিদ্র দুই হাজার নারী-পুরুষদের আত্মকর্মসংস্থানের প্রায় ১৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও বিআরডিবির চেয়ারম্যান মিঞা আলাউদ্দিন জানান, সাংসদ নজরুল ইসলাম বাবুর চেষ্টায় নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার) আসন এখন মডেল। ❑

(সূত্র : দৈনিক সমকাল, প্রকাশ : ০৩-১১-২০১৪)

আড়াইহাজারে বদিউজ্জামান সোহাগ

সোনার বাংলা গড়তে ছাত্রলীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে

উপজেলা ছাত্রলীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১৪ অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্থানীয় এমপি নজরুল ইসলাম বাবু, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ, সাধারন সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম

রোববার আড়াইহাজার উপজেলা ছাত্রলীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান সোহাগ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে ছাত্রলীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় এসে যখন দেশতে এগিয়ে নিয়ে যায় আর তখন বিএনপি জামাত চক্র ষড়যন্ত্রের নীলনকশা মেতে থাকে। কিন্তু জনগনকে সাথে নিয়ে ছাত্রলীগ তাদের নীলনকশা বাস্তবায়ন হতে দেয়নি। আগামী ২০২১ সালে এদেশ উন্নত দেশে পরিণত করতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ব শেখ হাসিনার সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

স্থানীয় এমপি আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হবে জামাত শিবির মূক্ত। সে লক্ষ্য সফল করতে ছাত্রলীগ তাদের সাহসী পদক্ষেপ নিবে ।

উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম, উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শাহজালাল মিয়া, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ। পরে মামুন অর রশিদকে সভাপতি ও আছলাম পাঠানকে সাধারণ সম্পাদক করে উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়। ❑

(সূত্র : দৈনিক সমকাল, প্রকাশ : ২৬-০৮-১৪)

আড়াইহাজারে শহীদ মঞ্জুর স্টেডিয়ামে বক্তৃতা রাখছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেণ শিকদার

আড়াইহাজারে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সফর

টুর্নামেন্টের বিজয়ী কালাপাহাড়িয়া একাদশকে পুরস্কার প্রদান

আড়াইহাজার উপজেলার শহীদ মঞ্জুর স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪) যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেণ শিকদার গোলজার হোসেন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ী দল কালাপাহাড়িয়া ফুটবল একাদশকে পুরস্কার প্রদান করেন। এসময় প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে আড়াইহাজারে ক্রীড়াঙ্গনের বিদ্যমান সমস্যাগুলো দ্রুত সমধানের আশ্বাস দেন। আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু জনকল্যাণ পরিষদ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু। পরিষদের সভাপতি আল আমিন সোহেলের সভাপতিত্বে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া, ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব সুন্দর আলী, মাহবুবুর রহমান রোমান, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ফরিদ পাশা, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী রাজীবুল ইসলাম জুয়েল, প্যানেল মেয়র লিটন সাহা, আলোকিত আড়াইহাজার এর সম্পাদক আলী আশরাফ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, সাবেক ভিপি আমির হোসেন, জিএস রমজান আল মামুন, এজিএস সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ। ❑

(সূত্র : দৈনিক সমকাল, প্রকাশ : ২৪-০৯-২০১৪)

আড়াইহাজারে ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া

২০১৯ সালের আগে নির্বাচন হবে না

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেছেন, যতই কান্নাকাটি করুক না কেন ২০১৯ সালের আগে সংসদ নির্বাচন হবে না। বিএনপি জোটকে ওই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। হরতাল-অবরোধের নামে নির্বিচারে সাধারণ মানুষ হত্যা করে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে না। সরকার জঙ্গিবাদ ও বোমাবাজদের কাছে মাথানত করবে না।

মঙ্গলবার (১৭ ফ্রেব্রুয়ারী ২০১৫) আড়াইহাজার উপজেলার সরকারী সফর আলী কলেজ

সরকারী সফর আলী কলেজে ছাত্র সংসদ আয়োজিত অভিষেক ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা রাখছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জাল হোসেন চৌধুরী মায়া

ছাত্র সংসদ আয়োজিত অভিষেক ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। প্রফেসর কালাম মাহমুদের সভাপতিত্বে এসময় আরও বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু, উপজেলার চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শাহজালাল মিয়া, লেডিস ক্লাবের সভাপতি ডা. সায়মা ইসলাম ইভা, ভিপি শহীদ উল্লাহ, কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক ইফতিয়ার হোসেন শাওন, জিএস সাইফুল ইসলাম, এজিএস আলাউদ্দিন, কাজী আজিজ, ইসহাক মিয়া, সোহান ঢালী প্রমুখ। ❑

(দৈনিক সমকাল,
প্রকাশ : ১৮-০২-২০১৫)

আওয়ামী লীগ উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে : মির্জা আজম

বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম এমপি বলেছেন, জিয়া ছিলেন পাকিস্তানের এজেন্ট আর খালেদা জিয়া হলেন মহিলা রাজাকার। তাই তিনি স্বাধীনতা বিরোধীদের নিয়ে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস করছেন, পেট্রোল বোমা দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছেন। তার এই স্বপ্ন কখনই পূরণ হবে না। জনগণই তার সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে। আওয়ামীলীগ উন্নয়নের রাজনীতি বিশ্বাস করে। রোববার (২৯ মার্চ ২০১৫) সরকারী সফর আলী কলেজ মাঠে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আড়াইহাজার উপজেলা যুবলীগ আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী এসময় আড়াইহাজারে ৭০ কোটি ব্যয়ে একটি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনের ঘোষণা দেন।

উপজেলা যুবলীগ আয়োজিত গণসমাবেশে বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজমকে নৌকা উপহার দেন এমপি নজরুল ইসলাম বাবু

উপজেলা যুবলীগ সভাপতি আহম্মেদুল কবির উজ্জলের সভাপতিত্বে সমবেশে আরও বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কার্যকরী সদস্য এসএম কামাল হোসেন, ডা. সায়মা ইসলাম ইভা, জেলা যুবলীগ সভাপতি আব্দুল কাদির, উপজেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক রেজাউল করিম ভূইয়া, সহসভাপতি আবু সাঈদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বাকির ভূইয়া, যুবলীগ নেতা প্রফেসর আনোয়ার হোসেন, নূরে আলম ভূইয়া, শরীফুল ইসলাম, আখতারুজ্জামান টিপু, ফাইজুল হক ডালিম, নাহিদুর রহমান লাফিজ, প্যানেল মেয়র বশিরউল্লাহ, এইচ এম জাকির প্রমুখ। ❑

(দৈনিক সমকাল, প্রকাশ : ৩০-০৩-২০১৫)

আড়াইহাজারে তিনটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান

e`‡j hv‡"Q `k"cU

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে তিনটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ফলে গোটা এলাকার দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হওয়ার এক সময়ের অবহেলিত এ জনপদ আলোকিত হয়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠান তিনটি হচ্ছে এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট।

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

২০১৫ সালের এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার মাধ্যমে আড়াইহাজার উপজেলার ঝাউগাড়া পরিত্যক্ত বিমানবন্দরে প্রায় ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দেশের ষোলতম কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) এর ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হচ্ছে। এর মধ্যে ৩২ বিঘা জায়গায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮টি অত্যাধুনিক ভবনসহ ১৩ টি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চার তলা একাডেমিক ভবন, কৃষক প্রশিক্ষণ ইউনিট, বয়েজ হোস্টেল, গার্লস্ হোস্টেল, অফিসার্স কোয়ার্টার, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য স্টাফ কোয়ার্টার, প্রিন্সিপালের বাসভবন, গাড়ি রাখার গ্যারেজ, পোল্ট্রি ও গাভীর দুটি শেড, ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নিজস্ব জেনারেটর ও পাওয়ার স্টেশন, পুকুর, বাগান, ক্রীড়া মিলনায়তন, ক্যান্টিন, ওয়াটার পাম্প ও বায়োগ্যাস প্লান্ট। নিয়োগ দেয়া হয়েছে ইনস্টিটিউটে প্রিন্সিপাল, সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর, ইন্সট্রাক্টর, কম্পিউটার অপারেটরসহ অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী।

ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ আবু ইউসুফ মিয়া সমকালকে জানান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২০০ ছাত্র-ছাত্রী চার বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করবে।

কৃষি ডিপ্লোমাধারীরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গ্রামোন্নয়নের সকল এনজিও, কীটনাশক কোম্পানী, বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন, সুগার এণ্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিসহ বিভিন্ন স্থানে অতি সহজে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়ে কৃষি ক্ষেত্রে জোড়ালো ভূমিকা রাখতে পারবে। এছাড়াও কৃষি জমি সুরক্ষা, একই জমিতে একাধিক ফসল এবং ফলন বৃদ্ধির জন্য মাঠ পর্যায়ের কৃষকদের জন্য ফার্মার ট্রেনিং ইউনিট বা কৃষক প্রশিক্ষণ বিভাগ নামে একটি শাখা খোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকরা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শস্য উৎপাদনে কৃষির নানা উপকরণ সরবরাহে সহায়তা পাবে।

ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে বিশনন্দীর মেঘনা নদীর তীরে নির্মিত হচ্ছে দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বারটান) এর প্রধান কার্যালয়। প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন জানান, গাজীপুরের ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের আদলে প্রথমে এটি চালু হলেও পর্যায়ক্রমে এখানে গবেষণামূলক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ নানামুখী কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

এই ইনস্টিটিউট থেকে সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা ও রংপুরে নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ থাকবে। কৃষি মন্ত্রণালয় ৭০ কোটি টাকার বিনিময়ে ১শ' একর বা ৩০০ বিঘা জমি হুকুম দখল করেছে। ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে হুকুমদখলকৃত ২১০ বিঘা জমিতে বালু ভরাট সম্পন্ন করেছে।
উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবিত ভবনের মধ্যে ১০ তলা বিশিষ্ট বেশ কিছু ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন।

টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট

আড়াইহাজার এলাকাটি তাঁত প্রধান অঞ্চল। এখানকার তাঁতের কাপড় বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তাঁতশিল্পকে আরও সমৃদ্ধশালী, সুতা ও কাপড়ে ডিজাইন, ব্লক-মেন্যুফেকচারিং গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে তুলতে এজনপদে নির্মিত হচ্ছে টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট নামে আরও একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সমকালকে বলেন, সত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির কারণে এ জনপদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন আসবে। পাশাপাশি এখানকার শিক্ষার্থীরা দেশে ও বিদেশের গার্মেন্টস সেক্টরসহ বস্ত্র খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ❑

(দৈনিক সমকাল,
প্রকাশ : ১৭-০৫-২০১৫)

শোক দিবসের আলোচনায় ডাক
ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম

বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না

উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ও স্থানীয় এমপি নজরুল ইসলাম বাবু

ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট তারানা হালিম বলেছেন-জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না। বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি তার পুরো জীবন ব্যয় করেছেন।

বুধবার (৫ আগস্ট ২০১৫) নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তারানা হালিম বলেন, জাতির জনক লাল সবুজের পতাকা না দিলে আমি মন্ত্রী হওয়া তো দূরের কথা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারতাম না। মুক্তিযোদ্ধা এস এম মাজহারুল হক অডিটরিয়ামে উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শাহিদা মোশারফের সভাপতিত্বে এসময় আরও বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু, হোসনে আরা বেগম বাবলী এমপি, ডা. সায়মা ইসলাম ইভা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান বেগম জোসনা খাতুন, লুৎফুন নাহার প্রমুখ। ❑

(সূত্র : সমকাল অনলাইন, প্রকাশ তারিখ: ০৫-০৮-২০১৫)

উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি ও স্থানীয় এমপি নজরুল ইসলাম বাবু

শোক দিবসের আলোচনা

আড়াইহাজারে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে নতুন করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছিল।

সোমবার (৩১ আগস্ট ২০১৫) মুক্তিযোদ্ধা এসএম মাজহারুল হক অডিটরিয়ামে আড়াইহাজার উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। আমির হোসেন আমু বলেন, খালেদা জিয়া যখন ১৫ই আগস্ট কেক কাটেন তখন আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। জাতীয় শত্রু জাতীয় বেঈমানদের যা করা উচিত তিনি তাই করছেন। ক্যাপ্টেন (অব.) এবিএম তাজুল ইসলাম এমপি বলেছেন, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে তত দিন বঙ্গবন্ধুর নাম কেউ বাঙ্গালীর হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

সাংসদ আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, জাতির জনকের আদর্শকে বুকে লালন করে তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরলস পরিশ্রম করছেন। উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শাহজালাল মিয়ার সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন ডা. সায়মা ইসলাম ইভা, সরকারি সফর আলী কলেজের সাবেক ভিপি মোজাম্মেল হক জুয়েল প্রমুখ। ❑

(সূত্র : দৈনিক সমকাল/সমকাল অনলাইন প্রকাশ : ০১-০৯-২০১৫)

আড়াইহাজারে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাল মেলাতে পারলে দেশ আরও এগিয়ে যেত

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, দেশের ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হলেন সবচেয়ে দক্ষ প্রশাসক। তিনি একজন সৎ, আদর্শবান ও পরিশ্রমী মানুষ। তিনি এ বয়সে যে পরিশ্রম করেন, তার সঙ্গে আমরা কেউ তাল মেলাতে পারছি না। যদি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা তাল মেলাতে পারতাম, তাহলে দেশ আরও এগিয়ে যেত। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫) নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে

আড়াইহাজারে প্রভাকরদী সেতুর উদ্বোধন করছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

লেঙ্গরদী এএম বদরুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগের গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সমাবেশের আগে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের নরসিংদী-মদনগঞ্জ সড়কে আড়াইহাজার উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর নির্মিত প্রভাকরদী সেতু উদ্বোধন করেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, মানুষের ভালোবাসার চেয়ে একজন রাজনীতিবিদের বড় সম্পদ আর কিছুই নেই। মন্ত্রীরা হলেন জনগণের কর্মচারী। যতক্ষণ সেবক হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করতে পারব ততক্ষণ এ পদে থাকার যোগ্যতা আছে। উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ শাহজালাল মিয়ার সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু, ডা. সায়মা ইসলাম ইভা, আওয়ামী লীগের সহসম্পাদক রফিকুল ইসলাম কতোয়াল প্রমুখ। অ্যাডভোকেট ওমর ফারুক ভূঁইয়ার পরিচালনায় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির, বিল্লাল হোসেন ভূইয়া, বশির আহমেদ মাসুদ, নাফিজ আহমেদ শুভ প্রমুখ। ❑

(সূত্র : দৈনিক সমকাল, প্রকাশ : ০৫-০৯-২০১৫)

নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর আওতাধীন আড়াইহাজার জোনাল অফিস ভবন ও আবাসিক ভবনের নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

আড়াইহাজারে পল্লী বিদ্যুতের কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর আওতাধীন আড়াইহাজার জোনাল অফিস ভবন ও আবাসিক ভবনের নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। শুক্রবার (২৩ অক্টোবর ২০১৫) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এমপি এ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ সময় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সদস্য (সমিতি ব্যবস্থাপনা) আবদুস ছাত্তার বিশ্বাস, পবি বোর্ডের ঢাকা জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী একেএম রাশেদুল হক চৌধুরী, উপপরিচালক খালেদ হোসেন ও প্রেস কনসালট্যান্ট তালুকদার রুমী, ডিজিএম প্রকৌশলী মোঃ আসাদুজ্জামান, মেয়র আলহাজ্ব হাবিবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ভবনগুলোর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে এর গুণগত মান বজায় রেখে কাজের সুবিধার্থে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্মাণের নির্দেশ দেন প্রতিমন্ত্রী। সাড়ে আট বিঘা জমির ওপর অফিস ও আবাসিক ভবনগুলো নির্মাণে প্রকল্প ব্যয় হচ্ছে ৮ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। পরে বিকেলে প্রতিমন্ত্রী গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ❑

(সূত্র : দৈনিক সমকাল, প্রকাশ : ২৪-১০-১৫)

প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক

আড়াইহাজারে আইসিটি পার্ক করা হবে

তথ্য, টেলিযোগাযোগ ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, পাঁচ একর জমির ওপর আড়াইহাজারে আইসিটি পার্ক নির্মাণ করা হবে। এ উপজেলার ৫টি কলেজ ও ২৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে আড়াইহাজারকে পুরোপুরি ডিজিটাল করা হবে।

রোববার (৩১ জানুয়ারী ২০১৬) বিকেলে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার শহীদ মঞ্জুর স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, তরুণরা আগামীতে দেশের নেতৃত্ব দেবে। বর্তমান সরকার

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথ্য, টেলিযোগাযোগ ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ও স্থানীয় সাংসদ নজরুল ইসলাম বাবু।

ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য নিয়ে তরুণ প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখিয়েছে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে একসময় বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির মডেল হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা সংসদ সদস্য আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে আজ মডেল। আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি দেশের নাগরিক জীবনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) গাউছুল আজম, সহকারী পুলিশ সুপার লিমন রায়, ডা. সায়মা ইসলাম ইভা, ওসি মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, আলহাজ্ব খোরশেদ আলম, শিক্ষক ওয়াহেদ মিয়া প্রমুখ। পরে প্রতিমন্ত্রী বিজয়ী দল আড়াইহাজার পৌরসভাকে পুরস্কার প্রদান করেন। ❑

(সূত্র : দৈনিক সমকাল, প্রকাশ : ০১-০২-২০১৬)

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৭৮ সালের ৪ মে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার ছোট বিনাইর চর গ্রামে জন্ম নেওয়া মোহাম্মদ সফুরউদ্দিন মিয়া (এস এম প্রভাত) পেশায় একজন চাকুরীজীবি। তিনি উজান গোবিন্দী বিনাইরচর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস এস সি, ঢাকা কলেজ থেকে এইচ এস সি এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল লেখক ও সাংবাদিক।